পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 82 Friday, 21 February, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ৮২ সংখ্যা ❋ ৮ ফাল্গুন ১৪৩১, শুক্রবার, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

ওরা খালি গালাগাল করতে পারে

রাজ্যে 'মাদার্স ওয়েটিং হাট'-এর পরিসংখ্যান দেখিয়ে খোঁচা মমতার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ এখন প্রসব যন্ত্রণা শুরু হওয়ার দিন কয়েক আগে থেকেই হাসপাতালে এসে 'প্রসূতি অপেক্ষা-ঘরে' ভর্তি থাকেন গর্ভবতীরা। তার পর নির্দিষ্ট সময়ে চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে হাসপাতালেই প্রসব হচ্ছে শিশু। নিউটাউনের ১১০০ শয্যার বেসরকারি হাসপাতালের উদ্বোধনে গিয়ে আর একবার সে কথা মনে করিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। খোঁচা দিয়ে বিরোধীদের উদ্দেশে এও বলেন, তারা শুধু পাহাড় আছে, আমাদের জঙ্গল আছে, সুন্দরবন আছে, অনেক এলাকা আছে যেখানে মানুষ হাসপাতালে যেতে পারেন না। আগে ধাত্রীগণ ডেলিভারি করাতেন। সে সব শোনার পরই ইন্টেরিয়র অঞ্চলগুলোতে হাসপাতালের কাছাকাছি 'মাদার্স ওয়েটিং হাট' তৈরি করে দিয়েছি। যেখানে বাচ্চা জন্মানোর বেশ কিছুদিন আগে প্রসূতিদের নিয়ে আসা হয়। কাছাকাছি সেই হাসপাতালের ডাক্তার নজর রাখেন। আর যখন বাচ্চা হওয়ার সময় হয়, তখন

নিউ টাউনে বাংলার হাট উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবি-সৌরভ দত্ত

গালাগাল করতেই পারেন। বৃহস্পতিবার ওই বেসরকারি হাসপাতালের উদ্বোধনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ''আমরা যখন ক্ষমতায় আসি আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, ইনস্টিটিউশন ডেলিভারি কত? বলা হয়েছিল হয় তো ৬০-এর কাছাকাছি। আমি এই কষ্টটা বুঝতে পারতাম, কেন জানেন? আমরা নিজেরা বাড়িতে জন্মেছি। যা ইচ্ছে তাই একটা বয়স বসিয়ে দেওয়া হত। মাধ্যমিকে যা বয়স থাকত তাই বসিয়ে দেওয়া হত। আমি নিজে ভুক্তভোগী।'' মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''আমাদের বাচ্চারা ইনস্টিটিউশনে ডেলিভারি কেন হবে না? আমাদের হাসপাতালে সঙ্গে সঙ্গে শিফট হয়ে যায়।'' এর পরই বিরোধীদের উদ্দেশে তোপ দেগে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''যারা খালি গালাগালি দিয়ে বেড়ায় তারা জানেই না এই ঘটনার কথা। আগে যে পরিসংখ্যাটা আনুমানিক ৬০ শতাংশ ছিল, আজ তা ৯৯ শতাংশে এসে ঠেকেছে। আমি মনে করি, যেদিন ১০০ শতাংশ 'মাদার্স ওয়েটিং হাট' হবে, সেদিন আমি সবচেয়ে খুশি হব।'' বস্তুত, কন্যাশ্রী, ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান বা সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালের মতো এই 'মাদার্স ওয়েটিং হাট'ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্ভাবন।

আরজি কর-কাণ্ডের স্টেটাস রিপোর্ট সোমবারের মধ্যে দিতে হবে সিবিআইকে, নির্দেশ শিয়ালদহ আদালতের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ আরজি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের মামলায় সিবিআই তদন্ত ঠিক কতদূরে পৌঁছেছে, কীভাবে অগ্রগতি হচ্ছে তদন্তের, সে নিয়ে সোমবারের মধ্যে স্টেটাস রিপোর্ট জমা দিতে হবে। আজ, বৃহস্পতিবারের শুনানিতে এমনই নির্দেশ দিল শিয়ালদহ আদালত। দিন কয়েক আগে, সিবিআই তদন্তের গতিপ্রকৃতি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন নির্যাতিতার পরিবার। তাঁদের সেই আবেদনের শুনানিতেই আদালত সিবিআইকে নির্দেশ দিয়েছে সোমবারের মধ্যে তদন্তের অগ্রগতি জানানোর। নির্যাতিতার পরিবারের আইনজীবী অমর্ত্য দে এদিন অভিযোগ করেন, নিয়ম অনুযায়ী তদন্তের অগ্রগতি সংক্রান্ত রিপোর্ট সিবিআই আদালতকে জানাতে বাধ্য। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তারা কোনও রিপোর্ট জমা দেয়নি। এই কারণেই নির্যাতিতার পরিবার বাধ্য হয় আদালতে আবেদন করতে। প্রসঙ্গত, আরজি কর মামলায় ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কেই মূল অভিযুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করেছে সিবিআই। তদন্ত শেষ করে চার্জশিট দাখিলের পর বিচারপ্রক্রিয়াও শুরু হয়ে যায় এবং ৫৯ দিনের শুনানি শেষে ১৮ জানুয়ারি আদালত সঞ্জয়কে দোষী সাব্যস্ত করে। এর পরেই ২০ জানুয়ারি শাস্তি ঘোষণা করা হয় সঞ্জয়ের। সিবিআই এই মামলাকে 'বিরলের মধ্যে বিরলতম' বলে উল্লেখ করে সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি জানালেও, বিচারক সঞ্জয়কে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন। তবে এই তদন্তে অখুশি হয়েছিলেন নির্যাতিতার পরিবার। 'প্রকৃত অপরাধীদের আড়াল করা হচ্ছে', এমন অভিযোগ তুলে সিবিআইয়ের তদন্তে অনাস্থা প্রকাশ করেন তাঁরা। ফের তদন্তের আবেদনও জানান। সেই আবেদনের ভিত্তিতে শুরু হয় পুনর্তদন্ত। সেই তদন্তেরই গতিপ্রকৃতির রিপোর্ট জমা দিতে হবে সোমবার। সোমবার আদালতে সিবিআইয়ের রিপোর্ট জমা দেওয়ার পরে, এই মামলার তদন্ত কতদূর এগিয়েছে তা খতিয়ে দেখে, পরবর্তী পদক্ষেপ কী হতে পারে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

'না পারলে আলাদা করে দিন', এবার বিধানসভাতেই রাজ্য ভাগের দাবি তুললেন বিজেপি বিধায়ক শিখা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ এবার বিধানসভার মধ্যেই বাংলা ভাগের দাবি তুললেন বিজেপি বিধায়ক। উন্নয়ন করতে না পারলে উত্তরবঙ্গ ছেড়ে দিন। আলাদা রাজ্য করে দিন। বাজেট আলোচনায় অংশ নিয়ে এমনই দাবি করলেন ডাবগ্রামের বিজেপি বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়ের। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, ''উত্তরবঙ্গ আলাদা করে দেওয়ার কথা একমাত্র মানুষ বলছে। আমি মানুষের প্রতিনিধি। জনগণ যা বলবে, সেটা তো আমার এখানে উপস্থাপন করা দরকার।'' তিনি বলেন, ''মানুষই বারবার বলছে, আমাদের এখানে নদী ভেঙে যাচ্ছে, সেই ভাঙনের কোনও প্রতিকার নেই। কোনও কর্মসংস্থান নেই। মানুষের এত বেশি ক্ষোভ, মানুষ বলছে আপনারা কী করছেন? আপনাদের তো বিধানসভায় পাঠিয়েছি। আপনারা অন্তত চিন্তাভাবনা করুন, গিয়ে বলুন, যে সরকার যদি কাজ করতে না পারে, উত্তরবঙ্গকে আলাদা করে দিক। এটা কেন্দ্রীয় শাসনের আওতায় আসুক। যেভাবে গোয়া চলছে, সেভাবে চলবে। আমাদের উন্নয়নটা হোক। আমরা উন্নয়ন চাইছি। মানুষের কথা আমি ওখানে তুলে ধরেছি। এটা তো আমার কর্তব্য।'' এই নিয়ে বিধানসভার পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য, ''মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকল্পগুলো মানুষকে এমনভাবে স্পর্শ করেছে, যে সেখান থেকে বেরিয়ে ওদের জিতবার কোনও সম্ভাবনা নেই। উত্তরবঙ্গ ভাগ করার ব্যাপারটা ওই একই ব্যাপার। জেনারেল ইলেকশনের পর আমাদের রাজ্যে উত্তরবঙ্গের সব কটা সিটেই জিতেছি। আগামী দিনে উত্তরবঙ্গে একটাও সিট পাবে না বিজেপি।''

'আমরা তো ভাবছি ওরা কবে রাজ্যের জন্য আলাদা নোটের দাবি করে!'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ রাজ্য সঙ্গীত ও রাজ্য দিবস চালু হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। এবার বাংলার জন্য আলাদা পতাকার দাবি উঠল। দাবি তুলেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারী। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় মনোরঞ্জনের এই দাবি নিয়ে এখন বিতর্ক তুঙ্গে। সরব বাম-বিজেপি সকলেই। বিধানসভা থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ''প্রয়োজন ও অপ্রয়োজন এটা একটা আপেক্ষিক ব্যাপার। একটা জাতি, তার ভাষা, তার সাহিত্য-সংস্কৃতি সেই নিয়ে তার পরিচিতি গড়ে ওঠে। যে জাতির ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি শক্তিশালী, সারা পৃথিবীতে সেই জাতি শক্তিশালী জাতি হিসাবে পরিগণিত হয়।'' তাঁর আরও যুক্তি, ''বাঙালি জাতি সাহিত্য-সংস্কৃতিতে মেধায় একটি উন্নত জাতি হিসাবে পরিচিত। বাংলা ভাষা আন্তর্জাতিক ভাষার স্বীকৃতি পেয়েছে। ধ্রুপদি ভাষার মর্যাদা পেয়েছে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে অনেক রাজ্যের নিজস্ব সঙ্গীত রয়েছে, পতাকা রয়েছে। অনেক রাজ্যের রয়েছে। আমাদের যখন রাজ্য সঙ্গীত মুখ্যমন্ত্রীর সদিচ্ছায় জাতিকে গর্বিত করার জন্য উপহার দিয়েছে। তাই সবার কাছে আমি একটা আবেদন রেখেছি, আমাদের রাজ্য সঙ্গীত আমরা পেয়েছি, আমাদের রাজ্যের জন্য একটা পতাকার ভাবনা চিন্তা করা হোক। যে পতাকার মধ্যে দিয়ে বাঙালির কৃষ্টি সংস্কৃতি প্রকাশ পায়। এবার সকলে সেটা ভেবে দেখে যদি যথার্থ মনে করেন মানবেন, না মনে করলে মানবেন না।'' এই নিয়ে এখন তুমুল

রাজনৈতিক চর্চা। বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ বলেন, ''আমার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এসব কথাবার্তা শুনলে খুশি হন। কারণ ওনার একটা স্বপ্ন ছিল, দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার। প্রধানমন্ত্রী না হয়েও, তাঁর মতো সুখ ভোগ করার সুপ্ত বাসনা, সেটাকে একটু সামনে নিয়ে আসা। তাতে মনোরঞ্জনবাবুও একটু দলের মধ্যে শ্বাস নিতে পারবেন। হয়তো এই কারণে বলতে পারবেন। আমি তো ভাবছি, ওরা তো এবার হয়তো আলাদা নোটের দাবি করবে।'' মনোরঞ্জনের এই দাবি নিয়ে তাঁকে তীব্র কটাক্ষ করেছেন সুকান্ত। বিজেপি সাংসদ সুকান্ত মজুমদার বলেন, ''মনোরঞ্জন ব্যাপারী তাঁর ইতিহাসটা ভুলে গিয়েছেন হয়তো। উনি বাংলাদেশ থেকে তাড়া খেয়ে এপারে এসেছেন। বাংলাদেশে থেকে সেকুলারিজম দেখাতে পারেননি। এখন ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য পশ্চিমবঙ্গকে আলাদা রাষ্ট্র করার কথা উনি চিন্তাভাবনা করছেন। সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, ''রাজ্য সঙ্গীতও হয়ে গিয়েছে। এবার রাজ্য পতাকা করার পর রাজ্য সংবিধানও প্রায় আলাদা। যেখানে আইনের শাসন নেই, শাসকের আইন হবে। সবই আলাদা হয়ে যাক। উনি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলুন, মুখ্যমন্ত্রীকে ওনাকে কী যুক্তিতে দেখেন, দেখুন সেটা।''

মোদির সামনে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ রেখা গুপ্তার

নয়াদিল্লি, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথগ্রহণ করলেন রেখা গুপ্তা। আজ রামলীলা ময়দানে বিশাল আয়োজনে রেখা মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। সেই সময় মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং এনডিএ-র তাবড় তাবড় নেতারা। এদিকে রেখাকে শপথবাক্য পাঠ করান লেফটেন্যান্ট গভর্নর ভিকে সাক্সেনা। এদিকে দিল্লির ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসেবে পরবেশ সাহিব সিং, আশিস সুদ, মনজিন্দর সিং সিরসা, রবিন্দর ইন্দ্রজ সিং, কপিল মিশ্র এবং পঙ্কজ কুমার সিংরা আজ শপথ নেন। উল্লেখ্য, এর আগে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী 'মুখ' নিয়ে চরম জল্পনা ছিল। তবে প্রথমবারের এই বিধায়ককেই মুখ্যমন্ত্রী করে বিজেপি। পরবেশ, সতীশ উপাধ্যায়, বিজেন্দর গুপ্তারাই পরিষদীয় দলের বৈঠকে রেখা গুপ্তার নাম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে প্রস্তাব করেছিলেন। উল্লেখ্য, এই তিনজনের মধ্যে একজনকে মুখ্যমন্ত্রী করা হতে পারে বলেই জোর জল্পনা ছিল রাজনৈতিক মহলে। তবে রেখা গুপ্তাকে মুখ্যমন্ত্রী করে মহিলা এবং বণিকদের ভোট সমীকরণ মেলানোর চেষ্টা করেছে বিজেপি। ২০২৫ সালের দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে, শালিমার বাগ (উত্তর-পশ্চিম) কেন্দ্র থেকে রেখা গুপ্তা ৬৮,২০০ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছিলেন। বৃহস্পতিবার রামলীলা ময়দানে নিজের ক্যাবিনেট সদস্যদের সঙ্গে শপথ নেন তিনি। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়নের প্রাক্তন সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক রেখা গুপ্তা দিল্লিতে বিজেপি মহিলা মোর্চার সাধারণ সম্পাদক এবং দলের জাতীয়

মন্ত্রী হলেন পরবেশ-কপিলরা

নির্বাহী কমিটির সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ১৯৯২ সালে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের দৌলত রাম পুলের মতো জনসাধারণের সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর জন্য কাজ করেছিলেন। ২০১২ সালে তিনি পুনরায় নির্বাচিত হন এবং পরে দক্ষিণ দিল্লি পৌর কর্পোরেশনের মেয়র হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। এই আবহে তাঁর প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা রয়েছে। রেখা গুপ্তা অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল মহিলা শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে সহায়তা করার জন্য 'সুমেধা যোজনা' চালু করেছিলেন। নারী কল্যাণ ও শিশু উন্নয়ন কমিটির প্রধান হিসেবে তিনি নারীর

কলেজে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের হাত ধরে রাজনীতিতে প্রবেশ করেছিলেন। ১৯৯৬-৯৭ সালে, তিনি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি হন। এদিকে ২০০৭ সালে উত্তর পিতমপুরা থেকে কাউন্সিলর হিসাবে নির্বাচিত হয়ে তিনি গ্রন্থাগার, পার্ক এবং সুইমিং ক্ষমতায়নের উদ্যোগ নিয়ে কাজ করেছিলেন। ২০২২ সালে দিল্লির পুরভোটে (সব পুরসভা সংযুক্ত হওয়ার পরে) রেখা গুপ্তা বিজেপির মেয়র প্রার্থী হয়েছিলেন। যদিও আম আদমি পার্টির কাছে হেরে যান তিনি। তবে সেই রেখাই এবার হলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী।

ট্যাংরায় খুনই করা হয়েছে তিন জনকে

আত্মহত্যার সম্ভাবনা মেলেনি ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ আত্মহত্যা নয়, ট্যাংরা কাণ্ডে খুনই করা হয়েছে তিন জনকে। ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে এমনই দাবি করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। ট্যাংরার ঘটনা খুন না আত্মহত্যা, তা ময়নাতদন্তের রিপোর্টে পরিষ্কার হয়ে যাবে বলে আগেই আশা করেছিল পুলিশ। ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট তেমনই ইঙ্গিত দিল, যে দে পরিবারের তিনজন সদস্য খুন হয়েছেন। বুধবার কলকাতার ট্যাংরার অতুল শূর রোড এলাকায় একটি বাড়ি থেকে তিনজনের নিথর দেহ উদ্ধার হয়। দীর্ঘক্ষণ দরজা না খোলার কারণে প্রতিবেশীদের সন্দেহ

বাড়ে এবং তারাই পুলিশে খবর দেন। পুলিশ এসে মৃতদেহগুলি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছিল। প্রসঙ্গত, মৃতদের মধ্যে এক মহিলার স্বামী কয়েকদিন আগে ইএম বাইপাসের সামনে দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিলেন। তারপর থেকে তিনি হাসপাতালে ভর্তি। বিভিন্ন সূত্র থেকে দাবি করা হচ্ছিল, চিকিৎসার টাকা জোগাড় না করতে পেরেও ওই পরিবারের তিন সদস্য আত্মহত্যা করেছেন। ওই পরিবারের গ্লাভসের ব্যবসা ছিল। দাবি করা হচ্ছিল, বাজারে প্রচুর দেনা থাকায় মানসিক অবসাদ থেকে এমন সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকতে পারেন তাঁরা। গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে উঠে আসছিল একাধিক রহস্যও। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট থেকে প্রাথমিকভাবে পুলিশের দাবি, আত্মহত্যা নয়, খুনই করা হয়েছে তিনজনকে। এখন প্রশ্ন, কারা খুন করল ট্যাংরার একই পরিবারের তিন সদস্যকে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, খুনি বাইরের কেউ নন। মৃতদের পরিচিত কেউই হবে। প্রসঙ্গত, প্রতিবেশীদের কয়েকজনও পুলিশের কাছে দাবি করেছিলেন, পরিবারের মধ্যে তারা কোনওদিনই অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ্য করেননি। তাই তাঁদের কাছে এই ঘটনা প্রচণ্ড অবাক করে দেওয়ার মতো। তদন্তে নেমে পুলিশ দেখে, নিহতদের তিনজনেরই হাতের শিরা প্রায় একইভাবে কাটা হয়েছিল। যা থেকে পুলিশের সন্দেহ হয়। মনে করা হচ্ছিল, ওই তিনজনের কেউ নন, বাইরের কেউ হয়তো তিনজনের হাতের শিরা কেটেছেন।

তুঙ্গে বৃহস্পতি, রেহাই নেই শুক্রেও!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছিল হাওয়া অফিস। কিন্তু, সকাল থেকেই মুষলধারা কলকাতা-সহ আশপাশের জেলায়। ভিজল গোটা দক্ষিণবঙ্গই। আলু তোলার মরসুমে মাথায় হাত চাষীদের। আবহাওয়া দফতর বলছে, বাংলাদেশ থেকে তেলেঙ্গনা পর্যন্ত গিয়েছে একটি অক্ষরেখা। এই অক্ষরেখাই গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা ও ছত্তিশগড়ের উপর দিয়ে গিয়েছে। সে কারণেই বৃহস্পতিবার থেকে রবিবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির দাপট বাড়ছে। সঙ্গে দমকা হাওয়াও বইছে। সঙ্গে বেশ কিছু জায়গায় শিলাবৃষ্টির ছবিও দেখা গিয়েছে। দক্ষিণবঙ্গে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বজ্র বিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার দমকা ঝোড়ো বাতাস বইতে দেখা গিয়েছে বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, দুই বর্ধমান, হুগলি, হাওড়ার মতো জেলাগুলিতে। তবে কলকাতা-সহ বাকি জেলাগুলিতে দমকা ঝোড়ো হাওয়ার দাপট কিছুটা কম। হাওয়ার গতিবেগ কিছু কিছু জায়গায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটারের মধ্যে। হাওয়া অফিস বলছে, শুক্রবারও দেখা যাবে একই ছবি। শুক্রবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে দুই মেদিনীপুর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায়। শনিবার থেকে ধীরে ধীরে বদলাবে হাওয়া। তবে শনিবার ও রবিবারও রয়েছে বৃষ্টির পূর্বাভাস। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে দেখা যাবে শিলা বৃষ্টিও। সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে পূর্ব-পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, উত্তর ২৪ পরগনা, হুগলি ও নদিয়াতে।

মানুষ মরে গেলে ঘুম ভাঙবে? বেআইনি নির্মাণ মামলায় পুরসভাকে ভর্ৎসনা হাইকোর্টের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ 'মানুষ মরে গেলে আপনাদের ঘুম ভাঙবে?' কলকাতা হাইকোর্টের কড়া ভর্ৎসনার মুখে পৌরসভা। বেআইনি বাড়ি ভাঙা নিয়ে বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টে একটি মামলা ছিল প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চে। সম্প্রতি বেনিয়াপুকুর থানার একটি বেআইনি বাড়ি নিয়ে মামলা হয়। মামলাকারীর বক্তব্য ছিল, বেনিয়াপুকুর থানার ঠিক উল্টোদিকে একটি বাড়ি বেআইনিভাবে নির্মীত হয়েছে। সেই বাড়ির উল্টোদিকের রাস্তা অত্যন্ত সরু। মামলাকারীর বক্তব্য, কোনও অঘটন ঘটলে সেখানে উদ্ধারকার্য করা সম্ভব হবে না। অভিযোগ জানানোর পরেও পুরসভা কিছু করেনি। তাতে পৌরসভার কাছে জবাব তলব করা হয়। কিন্তু পৌরসভার উত্তরে হাইকোর্ট অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়। প্রধান বিচারপতির তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য, মানুষ মরে গেলে আপনাদের ঘুম ভাঙবে? তখন বাড়ি ভাঙলে হবে? পৌরসভাকে প্রধান বিচারপতি বলেন, ''ভাঙার বদলে বলছেন যেমন কাজ চলছে চলুক পরে দেখব? এটা আপনাদের সঠিক জবাব নয়।'' শুনানি চলাকালীন পৌরসভার তরফে জানানো হয়, আগামী সপ্তাহের মধ্যেই বিস্তারিত রিপোর্ট তারা দেবে। হতে পারে কিছু বেয়াইনি নির্মাণ হচ্ছে। কলকাতা হাইকোর্ট আগামী সপ্তাহের মধ্যেই রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

প্রকল্পের অর্থ খরচের সময়সীমা বেঁধে দিল নবান্ন, নির্দেশিকা জারি করে কাজ করার ফরমান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ সরকারি প্রকল্পের অর্থ খরচের সময়সীমা বেঁধে দিল নবান্ন। কারণ সময়সীমা বেঁধে দিলে একদিকে প্রকল্পের বরাদ্দ অর্থ পুরোটা খরচ করার চাপ তৈরি হবে। আর সেই টাকা খরচ হলে ফেরত চলে যাবে না। এই কারণে প্রত্যেকটি দফতরকে এবার সময়সীমা বেঁধে দিল নবান্ন। ইতিমধ্যেই এই মর্মে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। কোনও কাজে যেন ঢিলেমি না থাকে। এই নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে কারণ দেখা গিয়েছে, প্রত্যেক অর্থবর্ষের শেষে বেশ কিছু ক্ষেত্রে টাকা খরচ হয়নি। তা ফিরে যাচ্ছে। সেটা যে শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পে তা নয় রাজ্য সরকারের প্রকল্পেও। যার জন্য সময়সীমা পেরিয়ে গেলে সেই টাকা রাজ্যের কোষাগারে ফিরে আসছে। আর যে সব দফতর কাজ শেষ করতে গড়িমসি করে তারা সময়সীমার শেষবেলায় এসে খরচের হিড়িক পড়ে যায়। ওই সব দফতর তখন তড়িঘড়ি কাজ করতে চেষ্টা করে। ফলে ভুলভ্রান্তি হয়ে যায়। এই কারণে কাজের সামঞ্জস্য যেমন নষ্ট হয় তেমনই ভুলভ্রান্তির আশঙ্কা থেকে যায়। সেসব যাতে আর না হয় তাই নবান্নের অর্থ দফতর এই বিষয়ে কড়া অবস্থান নিয়েছে। ওই নির্দেশিকায় স্পষ্ট বলা হয়েছে, কোনওরকম কাজে ঢিলেমি মেনে নেওয়া হবে না। মানুষের উন্নয়নে যে টাকা খরচ করার কথা সেটা যেন সঠিকভাবে এবং পুরো টাকাটাই সঠিক সময়ে খরচ হয় সেটা দেখতে হবে। খরচেও সবরকম স্বচ্ছতা বজায় রাখতে হবে বলে নবান্নের নির্দেশিকা। বাংলায় এখন বহু সামাজিক প্রকল্প রয়েছে। সেখানে রাজ্য বাজেটে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সেই টাকায় যেন উন্নয়নের কাজ সময় থাকতে তড়তড়িয়ে হয়। এবার মার্চ মাসের কাজের বেতন থেকে শুরু করে ভাতা, মজুরি, পেনশন আগামী ২ এপ্রিল তারিখের মধ্যে দেওয়া হবে। রাজ্যের সব দফতরকে নির্দেশ দিয়ে নবান্নের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে, একসঙ্গে প্রচুর বিল জমা হলে সমস্যা তৈরি হতে পারে। নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সেগুলি পাঠাতে হবে। ট্রেজারি বা পে অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস অফিসে কোনও বিল বা চালান কত তারিখের মধ্যে পাঠাতে হবে সেটার তালিকা করে দেওয়া হয়েছে। সরকারি কর্মীদের বকেয়া, অবসরকালীন ভাতা বা ট্রাভেল অ্যালাওয়েন্স বিল সংক্রান্ত বিষয়ও স্পষ্ট করা হয়েছে। নবান্ন সূত্রে খবর, ওই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে, ২৮ মার্চের পর পে অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস অফিসে বা ট্রেজারিতে কোনও বিল পাঠানো যাবে না। ১৩ মার্চের মধ্যে যে বিলগুলি ফেরত দেওয়া হয়েছিল অথবা আপত্তি তোলা হয়েছে সেগুলি আবার নতুন ভাবে পাঠানোর শেষ তারিখ আগামী ১৭ মার্চ। চেক বা শূন্য বিল অথবা পিএল ট্রান্সফার স্টেটমেন্টের ব্যাক অ্যান্ড ডেলিভারি কোনওভাবেই অর্থবর্ষ শেষে আর নেওয়া যাবে না। অর্থ দফতরের সম্মতি না থাকলে কোনও অগ্রিমও নেওয়া যাবে না। এই পদক্ষেপের ফলে কাজ দ্রুততার সঙ্গে হবে এবং টাকাও সম্পূর্ণ খরচ হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

১১৪ কোটির ঘাটতি বাজেট পেশ করে মেয়রের দাবি, কলকাতা পুরসভার আর্থিক স্বাস্থ্য ফিরছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ বৃহস্পতিবার কলকাতা পুরসভার ২০২৫-২৬ অর্থ বর্ষের বাজেট পেশ হল। এদিন বাজেট পেশ করেছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। বাজেট পেশ হতেই স্পষ্ট হয়ে গেল যে গতবারের তুলনায় এবারের বাজেটে কলকাতা পুরসভার আর্থিক ঘাটতির পরিমাণ আরও বেড়ে গেছে। বাজেট পেশ করতে গিয়ে মেয়র ফিরহাদ হাকিম অবশ্য দাবি করেছেন, 'বিভিন্ন খাতে কলকাতা পুরসভার রাজস্ব আদায় বেড়েছে।' পুরসভার আর্থিক স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছে বলেও দাবি করেছেন মেয়র। তবে বিরোধীদের পাল্টা দাবি, মেয়র বিভ্রান্ত করছেন। পুরসভার কোষাগারে ইঁদুর ঢুকে গেছে, তারাই সব সাফ করে দিচ্ছে। স্রেফ বেআইনি পার্কিং থেকে যে টাকা উঠছে তার কোনও সীমা পরিসীমা নেই। পুরসভা সব জেনেও চোখ বুজে রয়েছে। এর পরে তো রয়েছে বাড়ি নির্মাণ বাবদ করের টাকা ইত্যাদি। গত বছর কলকাতা পুরসভার বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১১২ কোটি টাকা। এবারে সেটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১৪ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ এক বছরে ঘাটতি পরিমাণ বাড়ল ২ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা। স্বভাবতই এত বিপুল ঘাটতির পরও কীভাবে মেয়র রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির কথা বলছেন তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে কৌতূহল তৈরি হয়েছে। বিজেপির দাবি, এই বাজেট

দিশাহীন। বিজেপি কাউন্সিলর সজল ঘোষ বলেন, ''বাজেটের নামে কলকাতাবাসীকে বুড়ো আঙুল দেখাল পুরসভা।'' আরও একধাপ এগিয়ে বিজেপি কাউন্সিলর মীনাদেবী পুরোহিত বলেন, ''কলকাতা পুরসভা এলাকার উন্নয়ন হবে কী করে! কলকাতা পুরসভার বাজেটের টাকা তো লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে চলে যায়!'' তবে বাজেট পেশ করতে গিয়ে মেয়র জানিয়েছেন, ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে রাজস্ব খাতে কলকাতা পুরসভার মোট আয়ের পরিমাণ ২৭৮৬.৫২ কোটি টাকা। সেখানে ব্যয় হয়েছে ২,৪৬৬.২২ কোটি টাকা। পুরসভার হাতে রয়েছে ৩২০.৩০ কোটি টাকা। একইভাবে ২৪-২৫ সালে বাজেটে রাজস্ব বাবদ মোট ৪,০০৮.৬৩ কোটি টাকা আয় হতে পারে। সম্ভাব্য ব্যয় হতে পারে ৩,৬৫৮.১৪ কোটি টাকা। অর্থাৎ সব কিছু ঠিকঠাক নিয়ম মেনে এগোলে পুরসভার হাতে থাকতে পারে ৩৫১.৪৯ কোটি টাকা। বাজেটে মেয়র দাবি করেছেন, পুরসভা এলাকার বস্তি পরিষেবা, বাণিজ্যিক প্রকল্প, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, সড়ক উন্নয়ন এবং জল সরবরাহে জোর দেওয়া হচ্ছে। সম্প্রতি কলকাতায় হেলে পড়েছে একাধিক বহুতল। ইতিমধ্যে বহুতল বিতর্কে রেশ টানতে খড়গপুর আইআইটির সঙ্গে কথা বলেছে রাজ্য। তাদের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গড়া হয়েছে নতুন কমিটিও। এখন থেকে যেকোনও বিল্ডিং প্ল্যান পাশ করাবে ওই কমিটি। তবে বাজেটে এ বিষয়ে আলাদা করে কোনও পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে কিনা, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

আগের দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারকে জনগণের প্রতিটি টাকার হিসাব দিতে হবেঃরেখা গুপ্তা

নয়াদিল্লি, ২০ ফেব্রুয়ারি ঃ দুর্নীতিগ্রস্তদের উদ্দেশ্যে কড়া হুঁশিয়ারি দিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। তাঁর কথায়, যে কেউ দুর্নীতি করেছে তাঁকে প্রতিটি টাকার হিসাব দিতে হবে। রেখা গুপ্তাকেই দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বেছে নিয়েছে বিজেপি। দলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে রেখা গুপ্তা বলেছেন, এটি বিরাট দাযিত্ব। আমার ওপর আস্থা রাখার জন্য আমি প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং বিজেপির হাইকমান্ডকে ধন্যবাদ জানাই। আমি অত্যন্ত সততার সঙ্গে আমার দাযিত্ব পালন করব।বৃহস্পতিবার সকালে রেখা বলেছেন, আমার প্রথম অগ্রাধিকার হল, আমাদের দল যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিযেছে তা সম্পূর্ণ করা এবং দ্বিতীয় অগ্রাধিকার হল আমাদের ৪৮ জন বিধায়ক 'টিম মোদী' হিসাবে কাজ করবেন। আমি কখনই ভাবিনি যে আমি দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী হব। আগের দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারকে জনগণের প্রতিটি টাকার হিসাব দিতে হবে।

প্রযুক্তিগত ত্রুটি! নাগপুরে জরুরি অবতরণ ঢাকা থেকে দুবাইগামী বিমানের

নাগপুর, ২০ ফেব্রুয়ারি ঃ মহারাষ্ট্রের নাগপুরে জরুরি অবতরণ করল বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি বিমান। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা থেকে দুবাই যাচ্ছিল বিমানটি, ওই বিমানে প্রযুক্তিগত ত্রুটি দেখা দেয়। কোনও রকম ঝুঁকি না নিয়ে অবতরণের সিদ্ধান্ত নেন পাইলট। এরপর ঢাকা থেকে দুবাইগামী বিমানটি বুধবার রাত ১২টা নাগাদ নাগপুরে বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করে।নাগপুর বিমানবন্দরের সিনিয়র এয়ারপোর্ট ডিরেক্টর আবিদ রুহি বলেছেন, ঢাকা থেকে দুবাইগামী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি বিমান বুধবার রাত ১২টা নাগাদ নাগপুর বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করে। প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে জরুরি অবতরণ করা হয়েছে।

দিল্লিতে নতুন যুগের সূচনা হলঃ চন্দ্রবাবু নাইডু

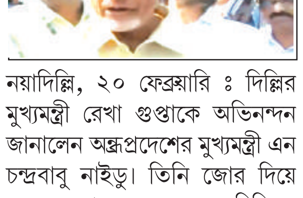

নয়াদিল্লি, ২০ ফেব্রুয়ারি ঃ দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তাকে অভিনন্দন জানালেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু। তিনি জোর দিয়ে বললেন, গত ১০ বছর ধরে দিল্লিতে ভাল কাজ হয়নি, এখন নতুন যুগের সূচনা হল। বৃহস্পতিবার দিল্লির রামলীলা ময়দানে আয়োজিত শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন রেখা গুপ্তা। এছা।াও মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন ৬ জন বিজেপি বিধায়কও।এই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডুও। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান শেষে চন্দ্রবাবু নাইডু বলেছেন, আমরা দিল্লিতে একটি নতুন পরিবর্তন দেখতে যাচ্ছি, দিল্লি এখন থেকে অন্য ধরনের দিল্লি হবে। এই মেযাদ শুধুমাত্র মসৃণই হবে না, অসাধারণ পারফরম্যান্সও হবে। দেশের প্রতিটি নাগরিক গর্বিত হবেনা। আমরা খুব খুশি, এখন দিল্লিতে নতুন যুগ শুরু হয়েছে। চমকার উন্নয়ন ঘটতে যাচ্ছে।

চতুর্থ মহিলা মুখ্যমন্ত্রী পেল দিল্লি, রেখার ওপরেই আস্থা বিজেপির

নয়াদিল্লি, ২০ ফেব্রুয়ারি ঃ দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন বিজেপির প্রথমবারের বিধায়ক রেখা গুপ্তা। এছাড়াও দিল্লির মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন ৬ জন বিজেপি বিধায়ক। এই ৬ জন হলেন - পরভেশ সাহিব সিং, আশিষ সুদ, মনজিন্দর সিং সিরসা, রবীন্দর ইন্দ্ররাজ সিং, কপিল মিশ্র ও পঙ্কজ কুমার সিং। বৃহস্পতিবার দুপুরে দিল্লির উপ-রাজ্যপাল বিনয় কুমার সাক্সেনা সবাইকে শপথবাক্য পাঠ করান।দিল্লির রামলীলা ময়দানে বৃহস্পতিবার জমকালো শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা প্রমুখ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা। উপস্থিত ছিলেন বিজেপি শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরাও। সূত্রের খবর, দিল্লি বিধানসভার স্পিকার হতে পারেন বিজেন্দর গুপ্তা এবং ডেপুটি স্পিকার হতে পারেন মোহন সিং বিষ্ট।অন্যদিকে চতুর্থ মহিলা মুখ্যমন্ত্রী পেল রাজধানী দিল্লি। সুষমা স্বরাজ, শীলা দীক্ষিত, অতিশী মারলেনার পর এবার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন রেখা গুপ্তা। প্রথমবারের বিধায়ক রেখার ওপরেই ভরসা রেখেছে বিজেপি। প্রথম বার বিধায়ক হলেও দিল্লির পুরভোটে টানা তিন বার জিতেছেন রেখা। শেষ বার ২০২২-এর ডিসেম্বরে। কিন্তু তার পরেই মেয়র নির্বাচন ঘিরে হয়েছিল গন্ডগোল। তিন বার ভেস্তে যাওয়ার পর সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপে ২০২৩-এর ফেব্রুয়ারিতে মেয়র নির্বাচনে আম আদমি পার্টি (আপ)-র প্রার্থী শেলি ওবেরয় ৩৪ ভোটে হারিয়ে দিয়েছিলেন বিজেপির রেখাকে।আম আদমি পার্টিকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর, ২৭ বছর বাদে দিল্লিতে ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি। কে হতে চলেছেন দিল্লির নতুন মুখ্যমন্ত্রী, তা নিয়ে বিগত কয়েকদিন ধরে গুঞ্জন চলছিল রাজধানীতে। সেই জল্পনার অবসান হয়েছে বুধবার। আনুষ্ঠানিকভাবে রেখা গুপ্তার নাম ঘোষণা করে দল। আর বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন তিনি।এ বারের বিধানসভা ভোটে চাঁদনি চক এলাকার শালিমার বাগ কেন্দ্রে তিন বারের এএপি বিধায়ক বন্দনা কুমারীকে সাড়ে ২৯ হাজারেরও বেশি ভোটে হারিয়েছেন রেখা। ২০১৫ এবং ২০২০ সালে এই আসনেই বন্দনার কাছে অবশ্য পরাস্ত হয়েছিলেন রেখা। ঘটনাচক্রে, সুষমা, শীলা দীক্ষিত, আতিশী মারলেনার পরে চতুর্থ মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দিল্লি পেল রেখাকে।হরিয়ানার জুলানায় ১৯৭৪ সালে রেখার জন্ম। পড়াশোনা, দিল্লির দৌলতরাম কলেজ এবং উত্তর প্রদেশের মেরঠের চরণ সিং বিশ্ববিদ্যালয়ে। রেখা নব্বইয়ের দশকে এবিভিপি-র নেত্রী ছিলেন। ১৯৯৫ সালে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক পদে জয়ী হয়েছিলেন তিনি। ১৯৯৬ সালে রেখা জেতেন সভাপতি নির্বাচনে। ২০০৭ সালে প্রথম বার দিল্লির পুরভোটে জিতেছিলেন।

নির্বাচনী ইস্তেহারের সমস্ত প্রতিশ্রুতি পূরণ করা হবেঃপরভেশ সিং

নয়াদিল্লি, ২০ ফেব্রুয়ারি ঃ নির্বাচনী ইস্তেহারের সমস্ত প্রতিশ্রুতি পূরণ করা হবে, জোর দিয়ে বললেন বিজেপি নেতা পরভেশ সাহিব সিং। বৃহস্পতিবার পরভেশ বলেছেন, ''দিল্লির প্রতি আমাদের অনেক দাযিত্ব রয়েছে। দিল্লির জনতা আমাদের ওপর অগাধ ভালোবাসা ও আশীর্বাদ দিয়েছে। আমি প্রধানমন্ত্রী মোদীকে ধন্যবাদ জানাই, যাঁর উন্নযনে জনগণ আস্থা রেখেছে। দিল্লির মানুষ আত্মবিশ্বাসী যে, নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে আমরা দিল্লিকে বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর রাজধানী করতে সফল হব। আমি দলের প্রধান জে পি নাড্ডা, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে ধন্যবাদ জানাই। পরভেশ সাহিব সিং আরও বলেছেন, আমি দিল্লির সমস্ত কর্মীদের শুভেচ্ছা জানাই। তাঁদের পরিশ্রমের ফল এসেছে। আমি দিল্লির জনগণকে ধন্যবাদ জানাই, যারা আমাদের ৪৮টি আসন দিয়েছেন।। আমরা আমাদের ইস্তেহারে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তা পূরণ করেছি। আমি সবসময় বলি, আমি বিজেপির একজন সুশৃঙ্খল কর্মী এবং সর্বদা তেমনই থাকব, আমি আমার শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত বিজেপিতে থাকব। দল আমাকে যে দাযিত্ব দেবে আমি তা পালন করবো।

'মুসলমান ভোটের জন্য ল্যা ল্যা' এবং 'তোলাবাজি, তৃণমূলকে কটাক্ষ তথাগতর

কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ ' মুসলমান ভোটের জন্য ল্যা ল্যা' এবং 'তোলাবাজি এই দুই শব্দবন্ধ দিয়ে তৃণমূলকে কটাক্ষ করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।বৃহস্পতিবার তিনি এক্সবার্তায় লিখেছেন, তৃণমূলীরা বিচিত্র জীব। এদের বিলক্ষণ ভয় আছে, পূর্বদিক থেকে হাম পাঁচ, হামারা পঁচিশ বাহিনী লুঙ্গি তুলে এদের বাড়ির মেয়েদের আক্রমণ করবে । তখন তাদের আটকাবে কে ? না, কেন্দ্রীয় সরকারের বি এস এফ । কিন্তু যতক্ষণ তা না হচ্ছে ততক্ষন মুসলমান ভোটের জন্য ল্যা ল্যা করতে থাকি । তা না হলে তোলাবাজি করব কি করে ?প্রতিক্রিয়ায় সন্দীপ মিত্র নামে এক নেটনাগরিক লিখেছেন, সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে রাতে শুতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত সেই একই বিষয়ে পোস্ট করেন। একঘেয়ে লাগেনা আপনার?লুঙ্গি বাহিনীর লুঙ্গি তোলা,ইত্যাদি নিয়ে আপনার এতো অভিজ্ঞতা!!আপনারও সেই অভ্যাস ছিলো কিনা বলুন তো !জবাবে তথাগতবাবু লিখেছেন, লাগে না । কারণ উনিশশো পঞ্চাশ-ষাটের দশকে দেখেছি, মুসলমান সংখ্যাধিক্যে হিন্দুদের কি অবস্থা হয় । এর মধ্যে লুঙ্গি তোলার একটা ভূমিকা আছে। আপনারা যারা এটা অস্বীকার করেন তারা হয় অজ্ঞতার, না হলে ন্যাকামির ফলে করেন। করে যান, সময়মত উত্থিত লুঙ্গির মজা টের পাবেন ।অন্যদিকে রাজ্যের এবং রাজ্যের বাঙালিদের অবস্থাকে কটাক্ষ করলেন তথাগত রায়। বৃহস্পতিবার তিনি এ ব্যাপারে সামাজিক মাধ্যমে মন্তব্য করেছেন।তিনি লিখেছেন, পশ্চিমবঙ্গের বহু বাঙালির এখনো ধারণা, তারা অত্যন্ত কৃষ্টিবান শিক্ষিত জনগোষ্ঠী, বাকি ভারতীযরা নিকৃষ্ট, মেড়ো, উড়ে, পাঁইয়া ইত্যাদি, এখনো রবীন্দ্রনাথ, শরচন্দ্র, নেতাজি সুভাষ বাঙালির মাথার উপরে আছেন ।এটা যে বাস্তব থেকে কত দূরে তারা সেটা টের পায় যখন চাকরিবাকরি না পেয়ে অন্য রাজ্যে বেয়ারার বা ঝাড়ুদারের চাকরি করতে যায় । অথবা এমএ পাশ করে ডোমের চাকরির জন্য দরখাস্ত করতে বাধ্য হয় । রাজ্যের বাণিজ্যলক্ষ্মী ' মেড়োদের হাতে, ওডিশার এত উন্নতি হয়েছে যে ওডিয়ারা আর কলকাতায .রান্নার বা প্লাম্বিং-এর কাজ করেন না, দেশে চলে গেছেন ।পড়ে আছে শুধু কিছু নিস্কর্মা খেঁকুরে মিটিং-মিছিলবাজ বাঙালি, যাদের গর্ব, আমরা আর কিছু বুঝি না বুঝি, রাজনীতি খুব বুঝি । আর তোলাবাজিও বুঝি, এইতেই আমাদের চলে যাবে।

বাম ও বিজেপির কর্মচারী সংগঠনকে নিশানা করলেন মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি ঃ গত মঙ্গলবার বিধানসভায় বাজেট বক্তৃতায় নাম না করে বাম ও বিজেপির কর্মচারী সংগঠনকে নিশানা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।সম্প্রতি রাজ্য বাজেটে সরকারি কর্মচারীদের জন্য ৪ শতাংশ ডিএ বাড়ানোর ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। এপ্রিল থেকে বর্ধিত ডিএ হারে বেতন পাবেন সরকারি কর্মচারীরা। তবে তারপরেও কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের কর্মচারীদের ফারাক প্রায় ৩৫ শতাংশ।এ প্রসঙ্গে সরকারি কর্মচারীদের একাংশ রাজ্যের বিরুদ্ধে আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যারা মাঝে মাঝে নাটক করে সরকারি (রাজ্য) কর্মচারীদের মাথা খারাপ করেন তাদের জন্য বলছি। সিপিএম আমলে ডিএ দেওয়া হয়েছে ৩৫ শতাংশ। সেখানে ২০১১ সাল থেকে ডিএ বাবদ ২০২৫২৬ সাল পর্যন্ত সরকারের খরচ বেড়ে দাঁড়াবে ২ লক্ষ কোটি টাকা।পর্যবেক্ষকদের অনেকের মতে, ১৪ বছরে সরকারি কর্মচারীদের ডিএ বাবদ রাজ্যের কত অর্থ খরচ হয়, তার পরিসংখ্যান তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বোঝাতে চেয়েছেন, কেন্দ্রের বঞ্চনা সত্ত্বেও তিনি কিন্তু রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের যথাসাধ্য ডিএ দিয়ে থাকেন।পশ্চিমবঙ্গে ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠন করা হয়েছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম মেয়াদে। বাম জমানায় বেতন কাঠামো নিয়ে বিস্তর ক্ষোভ-অসন্তোষ ছিল। সেই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে ২০১৫ সালের ২৭ নভেম্বর পে কমিশন গঠনের কথা ঘোষণা করেছিলেন।২০১৯ সালের ডিসেম্বরের পর তা কার্যকরী হয়। অর্থাৎ ওই সময় একলপ্তে সরকারি কর্মচারীদের বেতন বিরাট পরিমাণ বৃদ্ধি হয়েছে। তারপরে ষষ্ঠ পে কমিশনে রাজ্যের কর্মচারীরা এখন ১৪ শতাংশ ডিএ পান। এপ্রিল থেকে তা ১৮ শতাংশ হবে।কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের ডিএ ফারাক নিয়ে শীর্ষ আদালতে মামলাও চলছে। এ প্রসঙ্গে আগেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের মত স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন, সরকারি কর্মচারীদের কেন্দ্রের হারে মহার্ঘভাতা দিতে বাধ্য নয় রাজ্য। কারও না পোষালে তিনি কেন্দ্রের চাকরি খুঁজে নিতে পারেন।

মুসলিমদের সমর্থন করে তোপ মমতার, দিলেন হিন্দু ধর্মের জন্য তাঁর কীর্তিতালিকা

কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি ঃবাংলায় ৩০ মুসলিম থাকে। তারা শিক্ষা নেবে না? তাদের একঘরে করতে হবে? মারতে হবে? খুন করতে হবে? মঙ্গলবার রাজ্য বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে নিশানা করে এই প্রশ্ন তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুভেন্দুবাবুকে উদ্দেশ করে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য, বাইরে আপনারা কী বলেছেন আমি দেখেছি। আপনারা বললেন, হিন্দু ধর্ম নিয়ে কথা বলছিলেন বলে সাসপেন্ড! আপনি কবে থেকে হিন্দু ধর্মের নেতা হলেন? হিন্দু ধর্ম এত ছোট? যারা ' বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা' বলেছেন সেই হিন্দু ধর্ম, এই হিন্দু ধর্ম আলাদা?রাজ্যে হিন্দু ধর্মের জন্য কী কী করেছেন, তার খতিয়ানও তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, স্বামীজির বাড়ি দখল হয়ে যাচ্ছিল। নিবেদিতার বাড়ি দখল রুখেছি। এগুলো কোন ধর্মের? উত্তর আছে বন্ধুরা? তারাপীঠের মন্দিরের গেট কারা করেছিল? আমরা। দক্ষিণেশ্বরে স্কাইওয়াক আমরা করেছি। কঙ্কালীতলা সতীপীঠ আমরা সাজিয়ে দিয়েছি, মদনমোহন মন্দির করেছি। কালীঘাটে স্কাইওয়াক আমরা করছি। গঙ্গাসাগর মেলায় কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়েও সরব হন তিনি।১৪ এবং ১৫ ফেব্রুয়ারি পরপর দুদিন ছুটি ঘোষণা করেছিল রাজ্য সরকার। তা নিয়ে শুভেন্দুবাবুরা অভিযোগ করেছিলেন, শবে বরাতের জন্য দুদিন ছুটি দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে এদিন মুখ্যমন্ত্রীর জবাব, বললেন, আমি মুসলিম লিগ তাই শবে বরাতে দুদিন ছুটি দিয়েছি। আমি চ্যালেঞ্জ করছি।মুখ্যমন্ত্রী জানান, গত ১৪ তারিখ শবে বরাত এবং গত ১৫ তারিখ পঞ্চানন বর্মার জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ছুটি দেওয়া হয়েছিল। মমতার চ্যালেঞ্জ, আমায় মুসলিম লিগ বলছেন? আপনারা তো নির্বাচনের সময় সাহায্য নেন মুসলিম লিগের। বেলুন ফাঁস করব? ধর্ম বিক্রি করে খাচ্ছেন, মানুষ নজর রাখছে।মমতার বিরুদ্ধে বারবার সংখ্যালঘু তোষণের অভিযোগ উঠেছে। এদিন সেই প্রসঙ্গে জবাব দিতে গিয়ে মমতা বলেন, এত যে বাজে কথা বলছেন, কেউ যদি একটা আন্দোলনের ডাক দেয় নিজেকে সামলাতে পারবেন তো?

দিল্লি বিজয় আসলে দেশের জয় ঃবিজয় কুমার সিনহা

নয়াদিল্লি, ২০ ফেব্রুয়ারি ঃ দিল্লি বিজয় আসলে দেশের জয়। জোর দিয়ে বললেন বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী বিজয় কুমার সিনহা। বৃহস্পতিবার দিল্লির নতুন মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তাকে অভিনন্দন জানিয়ে বিজয় কুমার সিনহা বলেছেন, দিল্লির বিজয় দেশের জয়। এটা দেশের আবেগের বহিঃপ্রকাশ। একজন মহিলাকে মুখ্যমন্ত্রী বানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী, তিনি অভিজ্ঞ। তিনি যা বলেন তাই করেন। এখানে নারীর ক্ষমতায়ন স্পষ্টভাবে দেখা যায়। অরবিন্দ কেজরিওয়াল তাঁকে (অতিশী) একজন অস্থায়ী মুখ্যমন্ত্রী বলে করেছিলেন, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী মোদী নারীর ক্ষমতায়নের ছাপ রেখে স্থায়ী মুখ্যমন্ত্রী বানিয়েছেন।

আগরতলা শহরে ফের উচ্ছেদ অভিযান পুর নিগম ও ট্রাফিক পুলিশের

আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজধানী আগরতলা শহরের কামান চৌমুহনী থেকে মহারাজগঞ্জ বাজার এলাকায় বুধবার উচ্ছেদ অভিযান চালিয়েছে আগরতলা পুর নিগম এবং ট্রাফিক পুলিশ বিভাগ। এদিনের অভিযানে নেতৃত্ব দেন ট্রাফিক পুলিশের এসপি মানিক লাল দাস। তিনি জানান, জরিমানা আদায় কিংবা মামলা মোকদ্দমা করার লক্ষ্যে এই উচ্ছেদ অভিযান করা হয়নি। মূলতঃ জনগণকে সচেতন করা এবং আগরতলা শহরকে যানজট মুক্ত রাখাই লক্ষ্য।ট্রাফিক পুলিশ সুপার মানিক লাল দাস আরও জানিয়েছেন, কামান চৌমুহনী থেকে মহারাজগঞ্জ বাজার পর্যন্ত রাস্তার দুইপাশে যে ফুটপথ রয়েছে সেখানে আশেপাশের ব্যবসায়ীরা তাদের সামগ্রী রেখে বিকিকিনি করছেন। তাতে পথচারীরা ফুটপাথ থেকে নেমে মূল সড়ক দিয়ে যাতায়াত করেন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই যানজট লেগে যায়। তাছাড়া বেআইনী পার্কিংও করা হয়। সবমিলিয়ি এই এলাকায় নিত্যদিন যানজট লেগে থাকে। এভাবে চলতে দেওয়া যায় না। তিনি ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে আহ্বান রাখেন তাদের সামগ্রী যাতে কোনওভাবেই ফুটপথে নিয়ে রাখা না হয়। তাছাড়া যানবাহন চালকদেরও উদ্দেশ্যে ট্রাফিক পুলিশ সুপার অনুরোধ করেছেন তারা যেন সকলেই শহরের নির্দিষ্ট পার্কিং জোনে যানবাহন পার্কিং করেন। তাতে শহর আগরতলা যেমন

কংগ্রেস তোষণ ও ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতিতে জর্জরিতঃ তরুণ চুগ

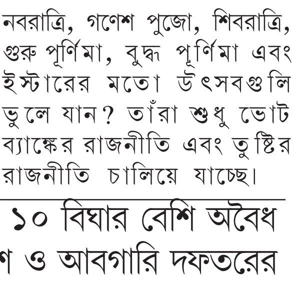

নয়াদিল্লি, ২০ ফেব্রুয়ারি ঃ তেলেঙ্গানা কংগ্রেস সরকার ঘোষণা করেছে, রাজ্যের সমস্ত মুসলিম কর্মচারীদের রমজানের সময় ২ মার্চ থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত বিকেল ৪-তে ছুটি দেওয়া হবে। তেলেঙ্গানা সরকারের এই সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করলেন বিজেপি নেতা তরুণ চুগ। গত মঙ্গলবার দিল্লিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তরুণ চুগ বলেছেন, কংগ্রেস তোষণ, তুষ্টিকরণ ও ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতিতে ভরপুর। আপনারা কেন নবরাত্রি, গণেশ পুজো, শিবরাত্রি, গুরু পূর্ণিমা, বুদ্ধ পূর্ণিমা এবং ইস্টারের মতো উৎসবগুলি ভুলে যান? তাঁরা শুধু ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতি এবং তুষ্টির রাজনীতি চালিয়ে যাচ্ছে।

অসম-বঙ্গ সীমান্তের কাছে ১০ বিঘার বেশি অবৈধ আফিম বাগান ধ্বংস পুলিশ ও আবগারি দফতরের

গোসাঁইগাঁও (অসম), ২০ ফেব্রুয়ারি ঃ কোকরাঝাড় জেলার অন্তর্গত গোসাঁওগাঁও কো-ডিস্ট্রিক্টের অধীন অসম-পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তবর্তী এলাকায় ১০ বিঘার বেশি অবৈধ আফিম বাগান ধ্বংস করেছেন আসাম পুলিশ ও আবগারি দফতরের কর্মকর্তারা।আজ মঙ্গলবার গোসাঁইগাঁও মহকুমা পুলিশ আধিকারিক (এসডিপিও) হীরেনকুমার ডেকা এ খবর দিয়ে জানান, তাঁর নেতৃত্বে অবৈধ চাষাবাদের জন্য পরিচিত কুখ্যাত অঞ্চল সংকোশ নদীর চর এলাকায় আবগারি দফতরের আধিকারিক ও কর্মচারী এবং পুলিশের যৌথ বাহিনী নিয়ে অভিযান চালানো হয়েছিল। নদী পেরিয়ে আফিম খেতে পৌঁছেন তাঁরা। সেখানে আফিম চাষে একটি সুসংগঠিত নেটওয়ার্ক কাজ করছে বলে জানান তিনি।এসডিপিও ডেকা জানান, আফিম খেতে পৌঁছে যৌথ

ইস্তেহারের সঙ্গে উত্তর প্রদেশ সরকারের বাজেটের সম্পর্ক নেইঃঅখিলেশ যাদব

লখনউ, ২০ ফেব্রুয়ারি ঃ উত্তর প্রদেশ সরকারের বাজেটের তীব্র সমালোচনা করলেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। তাঁর কথায়, ইস্তেহারের সঙ্গে উত্তর প্রদেশ সরকারের বাজেটের কোনও সম্পর্ক নেই। বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে অখিলেশ যাদব বলেছেন, এটি ছিল তাঁদের (যোগী আদিত্যনাথ সরকার) দ্বিতীয় .শেষ বাজেট। পরের বছর, তাঁরা নিজেদের শেষ বাজেট পেশ করবে এবং তারপরে, আমরা নতুন সরকার বেছে নেওয়ার সুযোগ পাব। তাঁদের ইস্তেহারের সঙ্গে এই বাজেটের কোনও সম্পর্ক নেই। এই বাজেট এবং এর আগের প্রতিটি বাজেটের কোনও দূরদৃষ্টি ছিল না। জনগণ মনে করে বাজেট আদৌ পেশ করা হয়নি।অখিলেশ যাদব আরও বলেছেন, বিজেপি নিজেদের ইস্তেহারে উল্লেখ করেছে, আগামী পাঁচ বছরে তাঁরা কৃষকদের সেচের জন্য বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে। তাঁরা রাজ্যের কৃষকদের সাহায্য করার জন্য সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল কৃষি পরিকাঠামো মিশনের জন্য ২৫ হাজার কোটি টাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ভামাশাহ স্কিমের জন্য ১ হাজার কোটি টাকা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, যেখানে তারা টমেটো, আলু এবং অন্যান্য সবজির জন্য এমএসপি দেবে। এই ঘোষণাপত্রের কিছু বিষয় ছিল যা নযটি রাজ্য বাজেটের পরেও পূরণ হয়নি।

কন্ঠস্বরের নমুনা দেওয়া নিয়ে সিপিএমের কলতানকে চ্যালেঞ্জ কুণালের

কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি ঃসাহস থাকলে কন্ঠস্বরের নমুনা দিতে রাজি হোক সিপিএমের কলতান দাশগুপ্ত। বৃহস্পতিবার এক্সবার্তায় এই মন্তব্য করলেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ।কুণাল লিখেছেন, আর জি কর কাণ্ডের কুসাপর্বে জুনিয়র ডাক্তারদের ধর্নামঞ্চে হামলা করিয়ে তৃণমূল দল ও সরকারকে চরম বিড়ম্বনায় ফেলার চক্রান্ত হয়েছিল। এ সংক্রান্ত একটি ফোনের অডিও ক্লিপ প্রকাশ্যে আসে। আমিও বিবৃতি দিয়েছিলাম। সিপিএমের কলতানের গলা ছিল ওটি, চক্রান্তকারীর ভূমিকায়।কলতান গ্রেপ্তার হয়, পরে জামিন। তদন্ত চলছে। কলতানসহ একাধিক ব্যক্তিকে পুলিশ ডাকছে। এর মধ্যে কেউ হয়ত হামলার পক্ষে ছিলেন না, কিন্তু বিষয়টা জানেন। তাঁদের সাক্ষ্য দেওয়া উচিত।সূত্রের খবর, কলতানকে পুলিশ কন্ঠস্বরের নমুনা পরীক্ষার কথা বলেছে। কলতান এবং সিপিএমের উচিত অবিলম্বে এতে সম্মতি দেওয়া। অন্যদের কন্ঠস্বর নমুনা নিয়ে .সিপিএমের এত বড় বড় কথা! নিজেদের সসাহসের সময় যেন উল্টো না দেখি।অবিলম্বে কন্ঠ স্বর পরীক্ষায় সম্মতি দিক কলতান। দেরি না করে নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করুক পুলিশ। যদি ওর কন্ঠ স্বর না হয, তাহলে ভয়ের কী আছে???ভাবুন, ওই সময় যদি জুনিয়র ডাক্তারদের মঞ্চে সিপিএমের এই চক্রান্তের হামলা হত, যদি রক্তারক্তির খারাপ ঘটনা ঘটত, তাহলে মুখ্যমন্ত্রী, সরকার, দলের উপর দোষ চাপিয়ে কীভাবে কাঠগড়ায় তোলা হত। মিডিযার একাংশ আরও কী ভযঙ্কর শকুনের ভূমিকা পালন করত।ঘটনাচক্রে চক্রান্ত ফাঁস হয়ে যেতে হামলা হয়নি। কিন্তু চক্রান্তকারীদের শাস্তি দরকার। কলতান নিয়ে সেসসময় সিপিএম আর তার জনভিত্তিহীন আগুনপাখিরা অনেক বড় বড় কথা বলেছে, নাটক করেছে, আমাকেও আক্রমণ করেছে।আমি চ্যালেঞ্জ করছি, কন্ঠ স্বরের নমুনা পরীক্ষায় সম্মতি দিক কলতান। যদি সসাহস থাকে, নাটক না করে নমুনা দিক। অবিলম্বে।

তিনদিনের হর্টি ফুড ফেস্টিভ্যাল শুরু হচ্ছে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে

কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি ঃ তিনদিনের হর্টি ফুড ফেস্টিভ্যাল এর উদ্বোধন বৃহস্পতিবার। চলবে ২২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। এই অনুষ্ঠানের আয়োজক খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন বিভাগ। বিভাগীয় মন্ত্রী অরূপ রায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন। গত বুধবার বিধানসভায় তিনি বলেন, এবছর প্রথম একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে। তা আগতদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। ভিটামিন সমৃদ্ধ শাক সবজি, ফলমূল থেকে শুরু করে নতুন যে সমস্ত কৃষি উৎপাদন রাজ্যে আরম্ভ হয়েছে তা লিপিবদ্ধ হয়েছে। মোট ৮৭ টি স্টল থাকছে। মন্ত্রী আরও জানান, এই প্রদর্শনীর মূল লক্ষ্য রাজ্যের উদ্যানপালন ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের প্রচার ও প্রসার। সেইসঙ্গে খাদ্য প্যাকেজিং, সার্টিফিকেশন, খাদ্য নিরাপত্তা ও খাদ্য সুরক্ষা বিষয়গুলিও বিশেষভাবে গুরুত্ব পাবে বলেন।

এম বি টিলা বাজার পরিদর্শন করলেন আগরতলার মেয়র

আগরতলা, ২০ফেব্রুয়ারি ঃ আগরতলা শহরের কাছে এম বি টিলা বাজারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শন করলেন পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। বুধবার মেয়রের পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন নিগমের কমিশনার ডঃ শৈলেস যাদব, স্থানীয় কর্পোরেটের অলক রায়, নিগমের ইঞ্জিনীয়ার সহ অন্যান্যরা।পরিদর্শন শেষে মেয়র দীপক মজুমদার জানিয়েছে, বাজারে একটি পাকাবাড়ি নির্মাণের কাজ চলছে। এর জন্য ব্যয় বরাদ্দা করা হয়েছে ১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা। কাজের গতি সন্তোষজনক। যদিও এর আগে এক ঠিকাদারকে এই বাড়ি নির্মাণের বরাত দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, ওই ঠিকাদার কাজটি করতে ব্যর্থ হন। পরে অন্য ঠিকাদারকে বরাত দেওয়া হয়। এখন যে কাজ চলছে তা সন্তোষজনক। মেয়র আরও জানিয়েছেন, বাজারের এই পাকাবাড়ি নির্মাণ সম্পন্ন হয়ে গেলে বাজারে ক্রেতা বিক্রেতাদের সুবিধা হবে।

আবাস যোজনায় অনিয়মের অভিযোগে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হাই কোর্টে

কলকাতা,২০ ফেব্রুয়ারি ঃআবাস যোজনায় অনিযমের অভিযোগ তুলে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হল কলকাতা হাই কোর্টে। মামলাকারীদের বক্তব্য, প্রকৃত উপভোক্তা হওয়া সত্ত্বেও স্থানীয় প্রশাসন ইচ্ছাকৃত ভাবে নাম বাদ দিয়েছে। ওই মামলার শুনানি রয়েছে হাই কোর্টে।পুরুলিয়া জেলার হুড়া থানার লক্ষণপুর গ্রাম পঞ্চাযেতে আবাস যোজনায় অনিযমের অভিযোগ তুলে হাই কোর্টে মামলা দায়ের হয়। সুনীলকুমার মাহাতো-সহ বেশ কয়েক জন গ্রামবাসী মামলা দায়ের করেছেন। মামলাকারীদের দাবি, আবাস যোজনার মূল তালিকায় নাম তাঁদের নাম ছিল। কিন্তু গত ১৮ ডিসেম্বর প্রকাশ করা তালিকায় নাম বাদ দেওয়া হয়েছে।মামলাকারীদের অভিযোগ, ওই জায়গায় অন্য ব্যক্তিদের নাম ঢোকানো হযেছে। পাকা বাড়ি রয়েছে এমন ব্যক্তিরা ওই তালিকায় স্থান পেয়েছেন। বিডিও ও স্থানীয় প্রশাসন ওই কাজ করেছে।বাংলা আবাস যোজনায় পাকা বাড়ি তৈরির জন্য প্রথম কিস্তির টাকা দেওয়া শুরু করেছে রাজ্য সরকার। ৬০ হাজার টাকা করে উপভোক্তাদের কাছে ঢুকতে শুরু করেছে। প্রকল্পের নিয়ম মোতাবেক, পাকা বাড়ি নেই এমন ব্যক্তিদের সুবিধা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। পাকা বাড়ি বা দেওয়াল থাকলে ওই সুবিধা মিলবে না। ওই প্রকল্পের সুবিধা থেকে জেলায় জেলায় যোগ্য উপভোক্তাদের বঞ্চিত করার অভিযোগ উঠছে।

কাশ্মীরে শুষ্ক দিন শেষ, বরফের চাদরে ঢাকা পড়ল হিমাচলের পাহাড়

শ্রীনগর, ২০ ফেব্রুয়ারি ঃ অবশেষে শুষ্ক আবহাওয়ার দিন শেষ হল জম্মু ও কাশ্মীরে। বৃহস্পতিবার সকালে হালকা বৃষ্টিতে ভিজেছে শ্রীনগর-সহ জম্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন প্রান্ত। শ্রীনগরের সমতল ভূমিতে এদিন সকালে হালকা বৃষ্টি হয়েছে, আবার কুপওয়ারা জেলার জিহামা এলাকায় নতুন করে তুষারপাত হয়েছে, এর পরে ওই এলাকা মনোরম সৌন্দর্য্যে সেজে উঠেছে। বৃহস্পতিবার শ্রীনগরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৪.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস।বৃহস্পতিবারই তুষারপাত হয়েছে হিমাচল প্রদেশেও। শিমলা-সহ হিমাচলের উঁচু পাহাড়ি এলাকায় নতুন করে তুষারপাত হয়েছে। শ্বেতশুভ্র বরফের চাদরে ঢাকা পড়েছে পাহাড়। শিমলার রোহরু এলাকার কাদিওয়ান গ্রামে

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

৮ফাল্গুন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার, ইংরেজীঃ২১ফেব্রুয়ারী ২০২৫, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ০৪ ফাল্গুন, চান্দ্রঃ ৬ গোবিন্দ মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ০৫ ফাল্গুন ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ ০৬ ফাল্গুন ১৯৪৬, মৈতৈঃ৬ ফাইরেন, আসামঃ৩০ মাঘ, মুসলিমঃ ৫-শা'বান-১৪৪৬ হিজরী।শীতলা ষষ্ঠীসূর্য উদয়ঃসকাল ০৬ঃ১৬ঃ৫০ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ২৩ঃ৫৯।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ০৪ঃ০৮(৪) এবং অস্তঃরাত্রি ১১ঃ২৫ঃ২১(৪)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) শেষ রাত্রি ঘ ০৫ঃ১৬ঃ৩৩ দং ৫৭৩০১২.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃঅশ্বিনী রাত্রিঃ১২ঃ৪৬ঃ১২ দং ৪৬১৪২০ পর্যন্ত পরে ভরণীকরণঃগর রাত্রিঃ ০৬ঃ২৭ঃ২৮ দং ৩০২৬২২.৫ পর্যন্ত পরে বণিজযোগঃশুভ শেষ রাত্রি ঘ ০৩ঃ০৬ঃ৫৭ দং ৫২৬১২.৫ পর্যন্ত পরে শুক্রঅমৃতযোগঃদিন ০৮ঃ৩০ঃ ২১ থেকে - ১০ঃ৪৩ঃ৪৭ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৭ঃ১৩ থেকে - ০২ঃ ২৬ঃ১০ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ১০ঃ ৩৯ থেকে - ০৪ঃ৩৯ঃ৩৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৫ঃ২৪ঃ০৪ থেকে - ০৬ঃ১৫ঃ৩৬ পর্যন্ত, তারপর ০৮ঃ ৫০ঃ১০ থেকে - ১১ঃ২৪ঃ৪৪ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ৫৯ঃ১৮ থেকে - ০৩ঃ৪২ঃ২১ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃ দিন ১২ঃ৫৭ঃ১৩ থেকে - ০১ঃ ৪১ঃ৪১ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ১২ঃ ১৬ঃ১৬ থেকে - ০১ঃ০৭ঃ৪৭ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ০৭ঃ৪০ঃ১৯ থেকে - ০৯ঃ০৩ঃ৪৩ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ০১ঃ১৩ঃ৫৪ থেকে - ০২ঃ৩৭ঃ১৭ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ ০৭ঃ০০ঃ৪১ থেকে - ০৮ঃ৩৭ঃ১৭ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ৯২২০৩৩ (২২) ৪ পদচন্দ্রঃ ০১৫৫০২১ (২) ১ পদমঙ্গলঃ ২২৬২২০ (৭) ২ পদবুধঃ ৯২১৫১৪৫ (২২) ৪ পদ বৃহস্পতিঃ১১৭৪২১৯ (৪) ৩ পদ শুক্রঃ১১৩৩৮১৮ (২৬) ১ পদ শনিঃ১০২০৪৪৩২ (২৫) ১ পদ রাহুঃ১১৭৪৩৪৩ (২৬) ২ পদকেতুঃ ৫৭৪৩৪৩ (১২) ৪ পদমঙ্গল বক্রি বৃহস্পতি বক্রি।লগ্নঃমকর রাশি সকাল ০৬ঃ৪৭ঃ২৭ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সকাল ০৮ঃ২০ঃ৫০ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ০৯ঃ৫১ঃ৫৪ পর্যন্ত। মেষ রাশি সকাল ১১ঃ৩২ঃ২৭ পর্যন্ত। বৃষ রাশি দুপুর ০১ঃ৩০ঃ৫২ পর্যন্ত। মিথুন রাশি দুপুর ০৩ঃ৪৪ঃ১০ পর্যন্ত। কর্কট রাশি বিকাল ০৫ঃ৫৯ঃ ৫৪ পর্যন্ত। সিংহ রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ ১১ঃ১৩ পর্যন্ত। কন্যা রাশি রাত্র ১০ঃ২১ঃ২৪ পর্যন্ত। তুলা রাশি রাত্রি ১২ঃ৩৫ঃ৩৫ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ৫১ঃ২০ পর্যন্ত। ধনু রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৫৬ঃ৩৭ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

দুপুরেই নেমে এল আঁধার, বৃষ্টিতে ভিজল কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই আংশিক মেঘলা ছিল শহর ও শহরতলি। এরপর দুপুরেই বদলে যায় আবহাওয়া। কলকাতার পাশাপাশি স্বস্তির বৃষ্টি হয়েছে দক্ষিণ ও উত্তর ২৪ পরগনা জেলায়। এছাড়াও হুগলি জেলাতেও বৃষ্টি হয়েছে।বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই আকাশের মুখ ভার ছিল। বেলা বাড়তেই মেঘে ছেয়ে যায়। বেলা সোয়া ১১টা থেকে আকাশ কালো করে কলকাতায় ঝেঁপে বৃষ্টি নামে। সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-এর ঝলকানি। আগামী রবিবার পর্যন্ত বৃষ্টি চলবে। বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হলেও তাপমাত্রার বড়সড় পরিবর্তন হবে না। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নতুন করে উল্লেখ যোগ্যভাবে কমার সম্ভাবনা নেই বলে মনে করছেন আব হাওয়াবিদরা। জোয়ার-সকাল৯ টা ৫৫ মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫ মিনিট। ভাটা-সকাল ৯ টা৫৫মনিট এবং রাত ২ টা ৫৫মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৬টা ১৫মিনিট এবং অস্ত ৫টা ৩৬মিনিট

প্রকল্পের বরাদ্দ অর্থ ফেরত যাবে না

দুরন্ত বার্তা, ২০ ফে ঃ প্রকল্পের বরাদ্দ অর্থ যাতে পুরোটা খরচ হয় এবং ফেরত না যায়, তার জন্য প্রতিটি দপ্তরকে সময় বেঁধে দিল নবান্ন। বুধবার এই মর্মে নির্দেশনামা জারি হয়েছে। প্রতি অর্থবর্ষের শেষের দিকেই দেখা যায় যে বেশ কিছু ক্ষেত্রে একেবারে শেষবেলায় খরচের হিড়িক পড়ে যায় সব দপ্তরের মধ্যে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে সামঞ্জস্য যেমন নষ্ট হয় তেমনই তাড়াহুড়োয় ভুলভ্রান্তির আশঙ্কাও থেকে যায়। নবান্নের অর্থদপ্তর এ ব্যাপারে কড়া অবস্থান নিয়েছে। বোঝানো হয়েছে যে কোনওরকম ঢিলেমি বরদাস্ত করা হবে না। তেমনই মানুষের উন্নয়নের যে টাকা খরচ হওয়ার কথা, তা যেন সঠিকভাবে এবং পুরোটাই ঠিক সময়ে খরচ করতে হবে। খরচের ক্ষেত্রেও সরকারের স্বচ্ছতা বজায় রাখতে হবে বলে বার্তা নবান্নর।

পাশাপাশি মার্চ মাসের জন্য সরকারি কর্মী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গ্রন্থাগার, পঞ্চায়েতের কর্মীদের বেতন ও মাসিক ভাতা বা মজুরি ও পেনশন ২ এপ্রিলের মধ্যে দেওয়া হবে। সব দপ্তরকে নির্দেশ নবান্নের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, একসঙ্গে প্রচুর বিল জমা পড়লে সমস্যা তৈরি হতে পারে। নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সেগুলি পাঠানোর কথাও বলা হয়েছে। ট্রেজারি বা পে অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস অফিসে কোনও বিল বা চালান কত তারিখের মধ্যে পাঠাতে হবে, তার তালিকা করে দেওয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে কর্মীদের বকেয়া, অবসরকালীন ভাতা বা টিএ বিল সংক্রান্ত বিষয়ও স্পষ্ট করা হয়েছে। বলা হয়েছে, ২৮ মার্চের পর পে অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস অফিসে বা ট্রেজারিতে বিল পাঠানো যাবে না। ১৩ মার্চের মধ্যে যে বিলগুলি ফেরত দেওয়া হয়েছে বা আপত্তি জানানো হয়েছে সেগুলি নতুনভাবে পাঠানোর শেষ তারিখ ১৭ মার্চ। স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে, চেক বা শূন্য বিল (নিল বিলস) বা পিএল ট্রান্সফার স্টেটমেন্টের ব্যাক এন্ড ডেলিভারি কোনওভাবেই অর্থবর্ষ শেষ হলে আর নেওয়া যাবে না। অর্থ দপ্তরের নির্দিষ্ট সম্মতি না থাকলে কোনও অগ্রিমও নেওয়া যাবে না। অবসরকালীন ভাতার প্রশ্নে উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান অল বেঙ্গল পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মনোজ চক্রবর্তী।

কলকাতার সবজির বাজারে দাম-আগুন

দুরন্ত বার্তা, ২০ ফে ঃ ফের কলকাতায় উর্ধ্বমুখী সবজির দাম। কলকাতার বাজারে এই সপ্তাহে বিভিন্ন শাকসবজির দাম কিছুটা বেড়েছে। যা ভোক্তাদের জন্য অস্বস্তির সৃষ্টি করেছে। বিশেষ করে পেঁয়াজ এবং রসুনের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে, যা পরিবারগুলোর অসুবিধার কারণ।

কলকাতার বাজারে এই সপ্তাহে বিভিন্ন শাকসবজির দাম কিছুটা বেড়েছে। যা ভোক্তাদের জন্য অস্বস্তির সৃষ্টি করেছে। বিশেষ করে পেঁয়াজ এবং রসুনের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে, যা পরিবারগুলোর জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আসুন, জানি কলকাতায় শাকসবজির বর্তমান দাম এবং বাজারের পরিস্থিতি।

পেঁয়াজের দাম ৪৩ থেকে ৪৭ টাকা কেজি। বর্তমানে কলকাতার বাজারে বড় পেঁয়াজের দাম ৪৩ টাকা থেকে ৪৭ টাকা কেজি পর্যন্ত রয়েছে। ছোট পেঁয়াজের দাম অনেকটাই বেশি, বর্তমানে তা ৭৮ টাকা থেকে ৮৬ টাকা কেজি পর্যন্ত বিক্রি হচ্ছে। পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধি নিয়ে ক্রেতারা বেশ উদ্বিগ্ন।

টমেটো ৩১ থেকে ৩৪ টাকা কেজি। টমেটোর দাম কিছুটা স্থিতিশীল রয়েছে, টমেটোর দাম ৩১ টাকা থেকে ৩৪ টাকা কেজি পর্যন্ত উঠেছে। যদিও টমেটো সাধারণত সস্তা ছিল, তবে সাম্প্রতিক সময়ে কিছুটা দাম বেড়েছে। তবুও, টমেটো এখনো অনেকের জন্য একটি সাশ্রয়ী বিকল্প হিসেবে রয়েছে। সবুজ মরিচ ৫৪ থেকে ৬০ টাকা কেজি।

সবুজ মরিচের দাম বেড়েছে এবং বর্তমানে তা ৫৪ টাকা থেকে ৬০ টাকা কেজি পর্যন্ত বিক্রি হচ্ছে। এই সবজি অনেক রান্নার মধ্যে ব্যবহার হয় এবং এর দাম বাড়ার কারণে রান্নার খরচ বেড়েছে। আলু ৪৫ থেকে ৫০ টাকা কেজি। আলুর দাম এখন কিছুটা বেড়েছে, বর্তমানে ৪৫ টাকা থেকে ৫০ টাকা কেজি। যদিও আলু একটি গুরুত্বপূর্ণ খাদ্যদ্রব্য, তবে দাম বাড়ার কারণে নিম্নআয়ের পরিবারগুলোর জন্য একটি চাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাঁচা কলা ১০ থেকে ১১ টাকা পিস। কাঁচা কলার দাম তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল, এর দাম ১০ টাকা থেকে ১১ টাকা পিস পর্যন্ত। এটি সাধারণত সস্তা এবং অনেকের খাবারের অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ক্যাপসিকাম ৪৪ থেকে ৫১ টাকা কেজি। ক্যাপসিকামের দামও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ৪৪ টাকা থেকে ৫১ টাকা কেজি পর্যন্ত বিক্রি হচ্ছে। এটি বেশ কিছু রান্নায় ব্যবহৃত হলেও এর দাম বৃদ্ধির কারণে কিছু পরিবার তা কম ব্যবহারের চেষ্টা করছে। করলা ৪০ থেকে ৪৪ টাকা কেজি। করলার দাম ৪০ টাকা থেকে ৪৪ টাকা কেজি পর্যন্ত রয়েছে। এটি একটি পুষ্টিকর সবজি হলেও, এর দাম কিছুটা বেশি হওয়ায় অনেক পরিবার কম পরিমাণে এটি কিনছে।

গাজর ৫১ থেকে ৫৬ টাকা কেজি। গাজরের দাম ৫১ টাকা থেকে ৫৬ টাকা কেজি পর্যন্ত বেড়েছে। এটি একটি পুষ্টিকর সবজি এবং সালাদসহ নানা রান্নায় ব্যবহার হয়, তবে দাম বাড়ায় কিছু ক্রেতা কম পরিমাণে এটি কিনছেন। শসা ৩৭ থেকে ৪১ টাকা কেজি। শসার দাম ৩৭ টাকা থেকে ৪১ টাকা কেজি পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি সস্তা হওয়ায় এখনো বাজারে এর চাহিদা বেশ ভালো।

বেগুন ৪৬ থেকে ৫১ টাকা কেজি। বেগুনের দামও কিছুটা বেড়েছে, বর্তমানে ৪৬ টাকা থেকে ৫১ টাকা কেজি পর্যন্ত বিক্রি হচ্ছে। রসুন ৩৩২ থেকে ৩৬৭ টাকা কেজি। রসুনের দাম বর্তমানে ৩৩২ টাকা থেকে ৩৬৭ টাকা কেজি পর্যন্ত রয়েছে, যা অত্যন্ত উচ্চ। রসুন সাধারণত রান্নার একটি অপরিহার্য উপাদান, তবে এর দাম বাড়ায় অনেক ভোক্তাই এটি কম ব্যবহার করছেন। বাজারের পরিস্থিতি এবং ভোক্তাদের প্রতিক্রিয়া বাজারের এই অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ভোক্তাদের জন্য বড় একটি দুশ্চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে নিম্ন আয়ের পরিবারের জন্য এই মূল্যবৃদ্ধি খুবই চাপ সৃষ্টিকারী। কিছু বিশেষজ্ঞ মনে করছেন, শাকসবজির দাম বেড়ে যাওয়ার প্রধান কারণ হল বিভিন্ন জলবায়ু পরিস্থিতি, পরিবহন সমস্যা, এবং চাহিদার অতিরিক্ত বৃদ্ধি। বাজারে সরকারের নজরদারি বাড়ানোর এবং মূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। সব মিলিয়ে, কলকাতায় শাকসবজির দাম বর্তমানে উর্ধ্বমুখী এবং ভোক্তাদের জন্য এটি একটি দুশ্চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকার বিপুল টাকা দিল রাজ্যের খাদ্য দফতরকে

দুরন্ত বার্তা, ২০ ফে ঃ বাংলার নানা প্রকল্পের টাকা বকেয়া আছে কেন্দ্রের কাছে। তা নিয়ে প্রায়ই সুর চ ায়ে থাকেন তৃণমূল কংগ্রেসের মন্ত্রী থেকে শুরু করে বিধায়ক-সাংসদরা। সংসদে একাধিকবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও অপরদিকে রাজ্য বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরব হয়েছেন। তারপরও একের পর এক প্রকল্পের টাকা মেলেনি। বরং সেসব দায়িত্ব রাজ্য সরকারকেই নিতে হয়েছে। তার জেরে কেন্দ্রীয় সরকারের বাংলাকে বঞ্চনার বিষয় সামনে চলে আসে। এই আবহে এবার কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে পাওনা টাকার একাংশ বন্টন পর পেল খাদ্য দফতর। কেন্দ্রের থেকে ৭৪০০ কোটি টাকা পাওয়া গিয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে খবর।

একশো দিনের কাজের টাকা বকেয়া রয়েছে। যে টাকা রাজ্য সরকার দিয়েছে গ্রামীণ মানুষজনকে। আবাস যোজনার টাকা মেলেনি। রাজ্য সরকার ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে সেই টাকা দেওয়া শুরু করেছে। এমনকী এবারের রাজ্য বাজেটে পথশ্রী প্রকল্পে বরাদ্দ বা ানো হয়েছে। যার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে থাকা প্রধানমন্ত্রী গ্রাম স ক যোজনার রাস্তা রয়েছে।

সেটাও মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণ করবে রাজ্য সরকার এই পথশ্রী প্রকল্পের মধ্য দিয়ে। ২০২৩-২৪ আর্থিক বছর পর্যন্ত খাদ্য সরবরাহ খাতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে থেকে ১২ হাজার কোটি টাকার বেশি পাওনা রয়েছে খাদ্য দফতরের। তার মধ্যে ৭৪০০ কোটি টাকা এসেছে বলে নবান্ন সূত্রে খবর। এই টাকা পেয়ে খানিকটা উপকার হবে।

এই টাকা পাওয়ার পিছনে কারণ আছে। সেটি হল, কৃষকদের কাছ থেকে রাজ্য সরকার ‘পুল’-এর জন্য ধান কিনে চাল উৎপাদন করেছিল। আর তার খরচ কেন্দ্রীয় সরকারেরই দেওয়ার কথা। সেখানে যে টাকা এসেছে তা রাজ্য সরকারের পাওনা ছিল।

এই টাকাই নানা অভিযোগ দেখিয়ে আটকে রাখা হয়েছিল। সূত্রাং রাজ্যের পুরো টাকা পেতে দেরি হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের দেরি করছিল বলে রাজ্য সরকারের কোষাগারে চাপ পড়ছিল। এবার তা মিলল। তাও বন্টন পর। এখনও ৪ হাজার ৬০০ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে। সেটা কবে মিলবে জানা যায়নি।

তবে জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা প্রকল্পের অধীনে রেশন গ্রাহকদের চাল ‘পুল’ থেকে সরবরাহ করা হয়। যেখানে সাহায্যকারীর ভূমিকায় থাকে রাজ্য সরকার। রেশন দোকান চালানোর জন্যও খরচের অর্ধেক বহন কেন্দ্রীয় সরকার দেয়। সেখানে রাজ্য সরকার সহযোগিতা করলেও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য টাকা মেটানোর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে। তারপরও টাকা দিতে দেরি করা হচ্ছে বলে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে তোলা হয়েছে অভিযোগ। পাওনা টাকা মেটানোর জন্য বহুদিন ধরে রাজ্য সরকার চিঠি চালাচালি করেছে। কিছু বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কথা অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয়। আর তা কেন্দ্রকে জানানোও হয়েছিল। অবশেষে মিলল পাওনা টাকার একাংশ। বাকি অংশও মিলবে বলে আশাবাদী খাদ্য দফতর।

মাঠেই আলু, মাথায় হাত চাষিদের

দুরন্ত বার্তা, ঘাটাল, ২০ ফেঃ আলু নিয়ে চরম দুশ্চিন্তায় কৃষকরা। বিঘে প্রতি আলু চাষে খরচ ৩০-৩৫ হাজার টাকা। আর এখন মাঠ থেকে আলু বিক্রি করে কৃষকরা পাচ্ছেন ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকা। আবার আলুর দাম কম হওয়ায় ব্যবসায়ীরাও মাঠে গিয়ে আলু কেনায় উসাহ দেখাচ্ছেন না। ফলে মাঠেই জমা

হয়ে পড়ে রয়েছে আলু। তার উপর আবহাওয়া দফতরের তরফে বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়ায় জো াফলায় বিদ্ধ কৃষকরা। ভিন রাজ্যে আলু রফতানিতে সরকারের বিধিনিষেধের জেরে হিমঘরে এখনও মজুত রয়েছে পুরানো আলু। সবমিলিয়ে চরম দুশ্চিন্তায় পশ্চিম মেদিনীপুরের আলু চাষিরা।

আলু চাষের গড় হিসেবে পরিচিত পশ্চিম মেদিনীপুরের গ াবেতা, চন্দ্রকোনা। বর্তমানে চন্দ্রকোনায় মাঠ থেকে উঠতে শুরু করেছে পোখরাজ আলু। কিন্তু মাঠের আলু মাঠেই পড়ে থাকছে। অন্যান্য বছরের তুলনায় ব্যবসায়ীরা আসছেন না মাঠে। কৃষকরা বলছেন, এবার মাঠ থেকে আলু কেনায় অনীহা দেখাচ্ছেন ব্যবসায়ীরা।

কৃষকদের বক্তব্য, চ া দামে রাসায়নিক সার, আলু বীজ কিনে বিঘা পিছু আলু চাষ করতে খরচ হয়েছে ৩০ থেকে ৩৫ হাজার টাকা। আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় এবছর আলু চাষে বিলম্বও হয়েছে। বর্তমানে এক কুইন্টাল নতুন পোখরাজ আলুর দাম ৫০০ টাকা। এক বস্তা আলুর দাম ২৪০ থেকে ২৫০ টাকা (এক বস্তায় ৫০ কেজি আলু থাকে)। কৃষকরা বলছেন, বর্তমানে যা আলুর দাম, সেই টাকায় আলু বিক্রি করে চাষের খরচ উঠবে না। প্রতিবছর নতুন আলু মাঠেই ব্যবসায়ীদের বিক্রি করে দেন অধিকাংশ কৃষক। কিন্তু এবছর আলু ব্যবসায়ীদের দেখা নেই। আলু খোলা শুরু হলেও মাঠেই জমা করে পড়ে রয়েছে। এদিকে আবহাওয়া দফতরের তরফে বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। এসময়ে বৃষ্টি হলে মাঠে জমা করে রাখা আলু পচে নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকছে। তা নিয়ে কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ কৃষকদের।

এবছর মাঠ থেকে আলু কেনায় কেন অনীহা ব্যবসায়ীদের? ব্যবসায়ী থেকে কৃষকরা জানাচ্ছেন, এবছর ভিন রাজ্যে আলু রফতানিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল রাজ্য সরকার। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় হিমঘরে মজুত আলু মুলত ভিন রাজ্যে যায়। এজেলার আলু কলকাতা বা অন্য জেলায় ব্যবহার কমই হয়। আলু রফতানির ক্ষেত্রে রাজ্যের সীমান্ত বন্ধ থাকায় এখনও জেলার হিমঘরগুলিতে মজুত রয়েছে পুরানো আলু। তার উপর মাঠে নতুন আলু উঠতে শুরু করায় ব্যবসায়ীরা এই মুহূর্তে আলু কেনায় অনীহা দেখাচ্ছেন। শেখ রাকেশ নামে এক আলু ব্যবসায়ী বলেন, এই জেলা থেকে পোখরান আলু মূলত যায় ওড়িশায়। সেখানকার ব্যবসায়ীরা প্রতি কুইন্টালে ৫০০ টাকার বেশি দিতে চাইছেন না। তাঁরা আরও কম দামে আলু কিনতে চাইছেন।

আলু চাষি বিল্টু আড়ি, শাজাহান খানরা বলছেন, আলুর বর্তমান দামে তাঁদের চাষের খরচ উঠবে না। কুইন্টাল প্রতি ৮০০-১০০০ টাকা হলে মাথা বাঁচবে।

৩ দিন ব্যাপী আবহাওয়ায় ক্ষতির আশঙ্কা তীব্র

বসন্তের শুরুতেই বদলে গিয়েছে আবহাওয়া। পশ্চিম বর্ধমানে প্রবল বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে, যা আগামী রবিবার পর্যন্ত চলতে পারে। সকাল থেকেই বজ্রবিদ্যু-সহ বৃষ্টি শুরু হয়েছে এবং এর ফলে ঠাণ্ডার প্রকোপও আবার বা াতে শুরু করেছে। শুধু পশ্চিম বর্ধমান নয়, রাজ্যের একাধিক জেলায় এই বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে, যার প্রভাব কৃষি খাতে ব্যাপকভাবে প াতে পারে। এই সময়ের বৃষ্টি মূলত পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পূর্ব বর্ধমান সহ আরও বেশ কিছু জেলাতে হচ্ছে। আঞ্চলিক আবহাওয়া অফিসের পক্ষ থেকে আগাম সতর্কতা দেওয়া হয়েছিল যে, বজ্রবিদ্যু-সহ বৃষ্টির পাশাপাশি ঝড়-বৃষ্টি এবং শিলা বৃষ্টির আশঙ্কাও রয়েছে। বিশেষত রবি শস্যের ক্ষেত্রেই সবচেয়ে বেশি ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে। কৃষি বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, আলু চাষে সবচেয়ে বেশি ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে, কারণ অতিরিক্ত জল জমে থাকা মাটিতে আলু তোলা ও সংরক্ষণে সমস্যা হতে পারে। বসন্তের এই বৃষ্টির প্রভাব শুধু পশ্চিম বর্ধমানেই নয়, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ থেকে তেলেঙ্গানা পর্যন্ত একটি অক্ষরেখা তৈরি হয়েছে, যার কারণে সক্রিয় ঘূর্ণাবর্তও দেখা যাচ্ছে। ফলে ঝোড়ো হাওয়া এবং বজ্রবিদ্যু-সহ বৃষ্টি চলতে থাকবে আগামী কয়েকদিন। বিশেষ করে আজ, বৃহস্পতিবার এবং শনিবার বজ্রবিদ্যু-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে যে, এসব জেলায় ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়।

‘দ্য স্টোরিটেলার’ ঃ শিল্প এবং বাজারের মধ্যে দ্বন্দ্ব

কল্পনা পান্ডে ঃ সত্যজিৎ রায়ের গল্প ‘গপ্পো বলিয়ে তারিণী খুরো’ অবলম্বনে নির্মিত অনন্ত মহাদেবনের ‘দ্য স্টোরিটেলার’ (২০২৫) চলচ্চিত্রটি প্রকৃত কঠোর

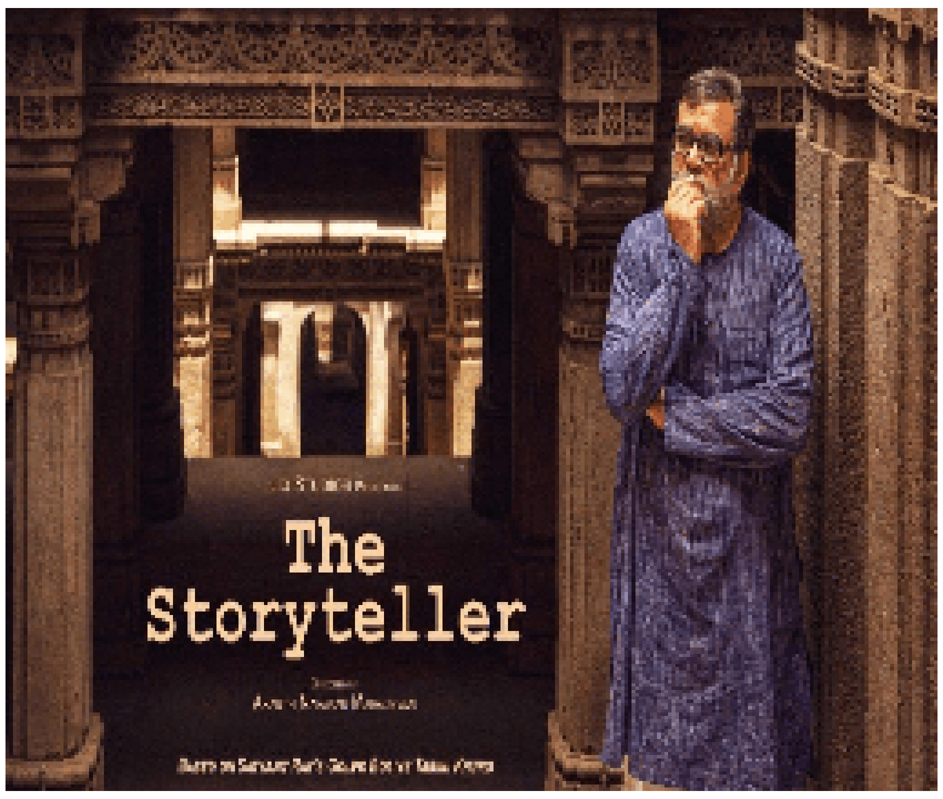

পরিশ্রম এবং পুঁজিবাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব তুলে ধরে। ছবিটি দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যক্তিত্বের গল্প বলে। তাদের মধ্যে একজন হলেন তারিণী বন্দোপাধ্যায় (পরেশ রাওয়াল), একজন বয়স্ক বাঙালি গল্পকার যিনি কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী। অন্য প্রধান চরিত্রটি হলেন রতন গারোদিয়া (আদিল হুসেন), একজন ধনী গুজরাটি ব্যবসায়ী যিনি অনিদ্রার কারণে বছরের পর বছর ধরে ঘুমাতে পারেননি। তাদের বিপরীত জগৎ দেখায় যে কীভাবে মুনাফা-চালিত ব্যবস্থায় সৃজনশীলতাকে কাজে লাগানো হয়। ছবিটি কেবল বিনোদনই দেয় না, বরং গুরুতর প্রশ্নও উত্থাপন করে - গল্পের আসল অধিকার কার? এর কৃতিত্ব কে পাবে? এবং একজন স্রষ্টা কীভাবে তার শিল্পের শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। ক্ষদ্য স্টোরিটেলারক্ষ-এ দেখানো হয়েছে, কিভাবে শিল্পের ব্যবহার করা হয় এবং শিল্পীদের ভুলভাবে কাজে লাগিয়ে তাদের থেকে সুবিধা নেওয়া হয়। তারিণী, যিনি বাঙালি সাহিত্যিক ঐতিহ্য থেকে আসা এক প্রাণোচ্ছল, উৎসাহী গল্পকথক, তিনি নতুন নতুন গল্প শোনাতে ভালোবাসেন। তাঁকে আহমেদাবাদের এক কাপড় ব্যবসায়ী;রতন গারোডিয়া; চাকরিতে রাখে, কারণ রতনের অনিদ্রার সমস্যা আছে। সে রাতে ঘুমোতে পারে না, তাই ঘুম আনার জন্য তাকে গল্প শোনানোর লোক দরকার ছিল। শুরুর দিকে এটি খুব সাধারণ এক চুক্তি মনে হয়। কিন্তু ধীরে ধীরে রতনের আসল চরিত্র প্রকাশ পেতে থাকে। অঢেল অর্থ থাকার পরও, রতন তার বুদ্ধিমতী ও শিক্ষিত বান্ধবী সরস্বতী (রেবতী)-কে টাকার জোরে প্রভাবিত করতে পারে না। তার প্রেম ও স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য এবং তার চোখে নিজের ভাবমূর্তি উন্নত করতে, রতন তারিণীর নতুন মৌখিক গল্পগুলো চুরি করে। সেই গল্পগুলো সে ক্ষগুজ্জু গোর্কিক্ষ নামের ছদ্মনামে প্রকাশ করতে শুরু করে এবং অল্প সময়েই জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এই বৌদ্ধিক চুরি স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেয়, কিভাবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সৃষ্টিশীল মানুষ; ঘোস্টরাইটার, শিল্পী, শ্রমিক;তাদের শিল্পকর্ম থেকে মুনাফা লুটতে শোষণ করে।

ফিল্মে কলকাতার বাঙালি সংস্কৃতি এবং আহমদাবাদের গুজরাটি সংস্কৃতির মধ্যে একটি তীব্র বৈসাদৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। তারিণীর কলকাতায় জীবন ও ঐতিহ্যের এক আনন্দময় প্রবাহ রয়েছে;মাছের বাজার, পুরনো ঐতিহাসিক স্থাপত্য, এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বয়ে চলা গল্প বলার সংস্কৃতি। সেখানে গল্প শোনানো কোনো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়; এটি গোটা সমাজের ঐতিহ্য ও অংশীদারিত্বের প্রতীক। এর ঠিক বিপরীতে, আহমদাবাদের রতনের প্রাসাদ পুঁজিবাদী নিষ্ঠুরতার প্রতীক হিসেবে দাঁড়ায়;সেখানে দামি আসবাবপত্র, না-পড়া বইয়ে ঠাসা আলমারি, আর পিকাসোর প্রিন্টের মতো শিল্পকর্ম শুধু লোকদেখানো শোভা বাড়ানোর জন্য সাজানো। ফিল্মটি এই তথাকথিত ক্ষসংস্কৃতিক্ষ নিয়ে ব্যঙ্গ করে, যেখানে শিল্প ও গল্পের আত্মা হারিয়ে সেগুলোকে শুধুমাত্র বিক্রির উপযোগী পণ্যে পরিণত করা হয়। পুঁজিবাদ বিভিন্ন সংস্কৃতিকে একরকম বাজারি পণ্যে রূপান্তরিত করে, তাদের নিজস্ব স্বকীয়তা ও বৈচিত্র্য মুছে ফেলে। নিরামিষাশী রতন, যার স্বভাবের মধ্যে সর্বদা একধরনের দ্বৈততা লক্ষ্য করা যায়, সে তার চাকরকে প্রশ্ন করে, ক্ষতুই মাছকে খাবার দিয়েছিস?ক্ষ এবং তার পরেই জিজ্ঞেস করে, ক্ষতুই দানার (তারিণী) কাছে মাছ পৌঁছালি তো?ক্ষ এই কথোপকথনের মাধ্যমে তারিণীর প্রতি পুঁজিপতির দৃষ্টিভঙ্গি পরিষ্কার হয়ে যায়;তারিণী যেন শুধুমাত্র একটি উপকরণ, যাকে ব্যবহার করা হচ্ছে। ফিল্মে কলকাতার মিলেমিশে থাকা সামাজিক আনন্দ আর আহমদাবাদের নিঃসঙ্গ, শূন্য প্রাসাদ; এই দুই চিত্র পরস্পরের বিপরীতে দাঁড়িয়ে দুটি সংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্য ও সংঘাতকে প্রতীকীভাবে প্রকাশ করে। এই ছবিতে, একটি বিড়াল রয়েছে যার প্রাকৃতিক পছন্দের খাদ্য মাছ। তাকে সবসময় নিরামিষ খাবার খেতে বাধ্য করা হয়। সুযোগ পেলে, বিড়ালটি মালিকের মাছের ট্যাঙ্ক থেকে চুপচাপ মাছ চুরি করে খেয়ে ফেলে। বিড়ালের এই সংগ্রাম; প্রাকৃতিক ইচ্ছা এবং সামাজিক নিয়মের মধ্যে টানাপোড়েন;একটি রূপক। নিরামিষ খাদ্য সাংস্কৃতিক দমনপ্রথার প্রতীক, আর চুরি করা মাছ নিজস্ব পরিচয় এবং স্বাধীনতা প্রদর্শন করে। তারিণী, যিনি বিড়ালের স্বভাব ভালোভাবে বুঝেন, তাকে মাছ খাওয়ান। তিনি আহমদাবাদ ছেড়ে যাওয়ার সময় বিড়ালটিকে কলকাতা নিয়ে যান। এই দৃশ্যটি ছবিতে সাংস্কৃতিক চাপ এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মধ্যে সংঘর্ষকে প্রতীকীভাবে উপস্থাপন করে। বিড়ালের গল্প, তারিণী এবং রতনের সম্পর্কের একটি প্রতিচ্ছবি, যেখানে সৃজনশীলতার শোষণ এবং মুক্তি উভয়ই প্রদর্শিত হয়। আহমদাবাদ থেকে কলকাতার যাত্রাটি সাংস্কৃতিক পরিচয়ের ফিরে আসার প্রতীক।

এই ছবিতে মহিলা চরিত্রদের স্বাধীন এবং শক্তিশালী হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। বিধবা সরস্বতী (রেবতী) বুদ্ধিমান এবং তাঁর নিজস্ব নৈতিক মূল্যবোধ রয়েছে; তিনি তাঁর নীতিতে অটল থাকেন। রতনের চোরি ধরা পড়ার পর, তিনি বলেন, তআমি ব্যবসায়ীর নীতিগুলো মেনে নিতে পারতাম, কিন্তু চোরের নীতিগুলো নয়,দ এবং তাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে চলে যান। এই মুহূর্তে, ধনী রতন দুর্বল ও অসহায় মনে হয়। সরস্বতী ভৌত সম্পত্তির চেয়ে জ্ঞান ও বুদ্ধিকে বেশি মূল্য দেন। লাইব্রেরিয়ান সুজি (তনিষ্ঠা চাটার্জী) ও আত্মবিশ্বাসী দেখানো হয়েছে, এবং তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্বকে দেখার ক্ষমতা রয়েছে। তারিণীর প্রয়াত স্ত্রীর স্মৃতি, যিনি তাঁকে লেখার জন্য একটি কলম দিয়েছিলেন, প্রেরণার এক স্থায়ী উৎস হয়ে ওঠে। এটি প্রকাশ করে যে শিল্প ও সৃজনশীলতার উপর মহিলাদের প্রভাব কতটা শক্তিশালী। এই মহিলারা পুরনো সাহিত্যের দুর্বল চরিত্র নয়, বরং সত্যজিৎ রায়ের প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গড়ে ওঠা শক্তিশালী চরিত্র, যারা গল্পটিকে এক সমৃদ্ধ ও ইতিবাচক মাত্রা প্রদান করে। মহিলা চরিত্ররা সাংস্কৃতিক রীতির বাঁধন ভেঙে স্বায়ত্তশাসন ও নৈতিকতার প্রতীক হয়ে ওঠে। সরস্বতীর রতনকে ছেড়ে যাওয়া নীতির বিজয় এবং বস্তুবাদের সীমাবদ্ধতা প্রকাশ করে। তারিণীর স্ত্রীর কলম সৃজনশীলতার ঐতিহ্য, যা লিঙ্গভিত্তিক ভূমিকার প্রচলিত কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করে।

এই আধুনিক চলচ্চিত্রগুলির দ্রুত গতির বিপরীতে, ক্ষদ্য স্টোরিটেলারক্ষ দর্শকদের মানব জীবনের গতিকে ধীর করে গভীরভাবে অনুভব করার আমন্ত্রণ জানায়। মহাদেবন ধীর গতির ব্যবহার করেন, যখন আলফোনস রয়ের চিত্তাকর্ষক সিনেমাটোগ্রাফি কলকাতার হাতে টানা রিকশা এবং আহমেদাবাদের আড়ম্বরপূর্ণ মার্বেল স্থাপত্যের মতো পুরানো সময়ের দৃশ্যকে ক্যাপচার করে। এই শান্ত, প্রায় ধ্যানমগ্ন শৈলীটি আজকের ত্বরা কাট এবং চকচকে এডিটিংয়ের চলচ্চিত্রগুলির থেকে একেবারেই ভিন্ন। একটি চিন্তাশীল এবং অন্তর্দৃষ্টি প্রদানকারী অভিজ্ঞতার মাধ্যমে, চলচ্চিত্র ধীরে ধীরে নির্মিত হওয়া শিল্পের চিরস্থায়ী শক্তি তুলে ধরছে। এটি আমাদের শেখায় যে আসল শিল্পের জন্য সময় প্রয়োজন,এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যা তাড়াহুড়োয়ে নয়, বরং ধৈর্য, ত্যাগ এবং সাহসের সঙ্গে সম্পন্ন করা হয়। জীবন এবং গল্পের মর্মকে সত্যিই বোঝার জন্য, প্রাকৃতিক ধীরগতিকে গ্রহণ করা এবং চিন্তাভাবনার জন্য সময় বের করা হল আসল শিল্পের শক্তি।

এই ছবির প্রভাব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে এর প্রধান অভিনেতাদের দ্বারা। তারিণীর চরিত্রে পরেশ রাওয়াল অসাধারণ অভিনয় করেছেন। যখন তারিণী রতনের প্রতারণা জানতে পারে, তখন সে চিন্তাভাবনা করে এবং শান্তভাবে তিন-চার মাস তার বাড়িতে থেকে তাকে শিক্ষা দেয়। তারিণী বিদ্রোহ করে এবং প্রতারণার বিরুদ্ধে নীরব প্রতিরোধ গড়ে তোলে। একজন সাধারণ মানুষ হওয়া সত্ত্বেও, তারিণীর নিজস্ব সহকর্মী-বন্ধু আছে যারা সময়প্রেমী, স্নেহশীল এবং আড্ডাবাজ। অন্যদিকে, রতনকে একজন একাকী ধনী ব্যক্তির ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখা যায়। রতন গারোদিয়ার চরিত্রে আদিল হুসেন তার নিজের নিরাপত্তাহীনতায় আটকে পড়া একজন পুঁজিপতির চরিত্রে দুর্দান্ত কাজ করেছেন।

ক্ষদ্য স্টোরিটেলারক্ষ কেবল সত্যজিৎ রায়ের ক্লাসিক উপন্যাসের পুনর্নির্মাণ নয় - এটি আমাদেরকে মুনাফা-চালিত সমাজে শিল্পের ভূমিকা পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য করে। এই চলচ্চিত্রে দেখানো হয়েছে কিভাবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সৃজনশীল শ্রমকে শোষণ করে এবং এর মূল্য হ্রাস করে। শৈল্পিক সত্যতা সাহসের সাথে এই পুঁজিবাদী চাপগুলিকে প্রতিহত করতে পারে। অবশেষে, তারিণী এবং রতন একে অপরের গল্প লিখতে শুরু করে তারিণী তার বৌদ্ধিক সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য লেখেন, অন্যদিকে রতনও লেখালেখিতে মনোনিবেশ করেন। ছবিটি শেষ হয় তারিণী এবং রতন লেখা শুরু করার মাধ্যমে, পরিবর্তনের সম্ভাবনার উপর জোর দিয়ে, কিন্তু সৃষ্টির সার্বজনীনতার দিকেও ইঙ্গিত করে। দুটোই পরিবর্তিত হয়, কিন্তু এই পরিবর্তন একটি আদর্শবাদী পরিণতির দিকে নিয়ে যায়, যার ফলে প্রশ্ন ওঠে - পুঁজিবাদ এবং শিল্পের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব কি আসলেই এত সহজ? চলচ্চিত্র জগতে এখন শিল্পপতিদের দাপট বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। শিল্প সংস্কৃতি এখন অতীত।

বাংলাদেশ সীমান্তে আটক দেড় কোটির সোনা, ধৃত এক

নদিয়া, ২০ ফে ঃ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বিপুল পরিমাণ সোনা পাচার রুখল বিএসএফ। নদিয়া জেলায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ) ব াসড় সোনা পাচারের চেষ্টা ব্যর্থ করেছে। ৩২তম বিএসএফ ব্যাটালিয়ন এক ভারতীয় নাগরিককে গ্রেফতার করেছে। ওই ব্যক্তি বাংলাদেশ থেকে ভারতে ১.৪৮ কোটি টাকার সোনার বার পাচারের চেষ্টা করছিলেন বলে অভিযোগ। বিএসএফ জানিয়েছে, গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তির কাছ থেকে ১০টি সোনার বার এবং একটি ছোট সোনার টুকরো উদ্ধার করা হয়েছে, যার মোট ওজন ১.৭৪৫ কেজি এবং বাজারমূল্য ১,৪৮,৯৩,৫৭৫ টাকা। এদিন, বিএসএফের ৩২তম ব্যাটালিয়ন একটি গোপন সূত্র থেকে জানতে পারে, নদিয়ার বানপুর গ্রাম থেকে একটি পাচারকারী চক্র বাংলাদেশ থেকে ভারতে সোনা পাচার করার চেষ্টা করছে। সেই তথ্যের ভিত্তিতে, বিএসএফ একটি বিশেষ দল বানপুর সীমান্তে আক্রমণাত্মকভাবে প্রস্তুতি নেয়। কিছুক্ষণ পর, বিএসএফ সদস্যরা ফুলবা ি গ্রাম থেকে এক ভারতীয় পাচারকারীকে সন্দেহভাজন হিসেবে দেখতে পান। ওই ব্যক্তি আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাছে পৌঁছে বাংলাদেশ দিক থেকে ফেন্সিংয়ের ওপর থেকে দুটি প্যাকেট তুলে নিয়ে আসছিলেন। পাচারকারী যখন প্যাকেটগুলো নিয়ে ফিরে যাচ্ছিলেন, বিএসএফ জওয়ানরা তাকে ঘিরে ফেলে এবং তাঁকে থামতে বলেন। পাচারকারী পালানোর চেষ্টা করলে, বিএসএফ তাঁকে সতর্ক করতে একটি পিএজি (নন-লিথাল গোলাবারুদ) রাউন্ড ছোঁ ়ে। পাচারকারী দাঁড়িয়ে পরলে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। ৪টি সোনার বার, ৫টি সোনার বিস্কুট এবং একটি ছোট সোনার টুকরো-সহ ওই পাচারকারীকে আটক করা হয়েছে। বাজেয়াপ্ত সোনার মোট ওজন আনুমানিক ১.৭১৫ কেজি, যার আনুমানিক মূল্য ১ কোটি ৪৮ লক্ষ ৯৩ হাজার ৫৭৫ টাকা।

ধৃত পাচারকারী এবং উদ্ধার হওয়া সোনা সহ তাঁকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। বিএসএফ দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের ডিআইজি ও পাবলিক রিলেশন অফিসার এন কে পাণ্ডে জানিয়েছেন, বিএসএফ নিয়মিতভাবে সীমান্তে পাচার ও অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করছে এবং তার ফলে সীমান্ত নিরাপত্তা আরও শক্তিশালী হচ্ছে। বিএসএফ এখন আরও কড়া হতে শুরু করেছে। কাউকে সীমান্ত পার করে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। অবৈধ প্রবেশ একেবারে বন্ধ।

তদন্ত থেকে দময়ন্তী সেনকে অব্যাহতি

দুরন্ত বার্তা, ২০ ফে ঃনেতার মৃত্যু রহস্যের তদন্ত থেকে দময়ন্তী সেনকে অব্যাহতি! কেন এই সিদ্ধান্ত নিল আদালত? কাকদ্বীপে স্থানীয় সিপিএম কর্মী দেবপ্রসাদ দাস এবং তাঁর স্ত্রী ঊষারানি দাসের অগ্নিদগ্ধ দেহ উদ্ধার হয়। অভিযোগ, ঘরে আগুন লাগিয়ে ওই দম্পতিকে পুড়িয়ে খুন করা হয়। কলকাতা কাকদ্বীপে জোড়া খুনের ঘটনার মামলা থেকে আইপিএস অফিসার দময়ন্তী সেনকে অব্যাহতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বুধবার বিচারপতি রাজশেখর মান্থা তাঁকে তদন্ত প্রক্রিয়া থেকে ছাড় দিয়েছেন। আদালত জানিয়েছে, পরবর্তী শুনানির দিন দময়ন্তীর জায়গায় অন্য কোনও অফিসারকে নিয়োগ করা হবে।

২০১৮ সালের ১৪ মে কাকদ্বীপে স্থানীয় সিপিএম কর্মী দেবপ্রসাদ দাস এবং তাঁর স্ত্রী ঊষারানি দাসের অগ্নিদগ্ধ দেহ উদ্ধার হয়। অভিযোগ, ঘরে আগুন লাগিয়ে ওই দম্পতিকে পুড়িয়ে খুন করা হয়। সেই ঘটনায় ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে বিচারপতি মান্থার সিঙ্গল বেঞ্চ সিট গঠনের নির্দেশ দেয়। দময়ন্তীর নেতৃত্বে চার জনের দল ওই তদন্তে কাজ করে।

কলকাতাসহ রাজ্যে ব্রজবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি

দুরন্ত বার্তা, ২০ ফে ঃ আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস ছিলই। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে ঘন মেঘে ঢাকল কলকাতার আকাশ। সারা দিনই কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। কোথাও কোথাও শিলাবৃষ্টি এবং বজ্রপাত হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। বিক্ষিপ্ত ভাবে ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে উত্তরবঙ্গেও।

আাগামী রবিবার পর্যন্ত বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। বৃহস্পতিবার কলকাতা-সহ দক্ষিণের সর্বত্র ঝড়বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে আলিপুর। কোথাও কোথাও শিলাবৃষ্টিও হতে পারে। বৃষ্টির পাশাপাশি ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান এবং হুগলি জেলায়। ওই জেলাগুলির জন্য কমলা সতর্কতা জারি হয়েছে। কলকাতা, পূর্ব মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনায় হাওয়ার গতিবেগ থাকবে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার। রবিবার পর্যন্ত কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। তবে সোমবার থেকে আবহাওয়ার পরিবর্তন হবে বলে জানিয়েছে আলিপুর।

বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরের জেলাগুলিতেও। বৃহস্পতিবার থেকে জলপাইগুড়ি, কোচবিহার-সহ উত্তরের সব জেলাতেই হালকা বৃষ্টি হবে। দার্জিলিঙে হালকা তুষারপাতের সম্ভাবনাও রয়েছে। তবে টানা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও আগামী পাঁচ দিনে রাজ্যের কোথাও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার বিশেষ হেরফের হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আলিপুর জানিয়েছে, উত্তর ও পূর্ব ভারতে রাজস্থান এবং অসমে রয়েছে জোড়া ঘূর্ণাবর্ত। এ ছাড়া বঙ্গোপসাগরে একটি বিপরীত ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে। সঙ্গে উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে পূর্ব ভারতের দিকে এগোচ্ছে নতুন একটি পশ্চিমি ঝঞ্ঝা। এ সবের কারণেই বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বঙ্গে। তবে এই সময়ে রাজ্য জুড়ে বৃষ্টিতে রবি শস্যের ক্ষতির আশঙ্কা করছেন কৃষিবিজ্ঞানীরা। সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হতে পারে আলু চাষে।

বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই ঘন কালো মেঘে ঢেকেছে কলকাতার আকাশ। সারা দিনে বিক্ষিপ্ত ভাবে কয়েক পশলা হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিতে ভিজতে পারে শহর। সঙ্গে বইবে দমকা হাওয়া। বৃহস্পতিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা হয়েছে ২৩.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৪.২ ডিগ্রি বেশি। দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ৩০ ডিগ্রির আশপাশে।

মেট্রোর কাজ থমকে গেল চিড়িংঘাটাতে

দুরন্ত বার্তা, ২০ ফে ঃ মিলছে না অনুমতি, মেট্রোর কাজ থমকে চিংড়িঘাটায়... গড়িয়া-বিমানবন্দর প্রকল্পে একাধিক জট দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু জানিয়েছেন, কাজ আটকে রাখা বা কাজ করতে দেব না এমন উদ্দেশ্য আমাদের নেই। চিংড়িঘাটা মোড়ের প্রস্তাবিত অংশটি একাধিক রাস্তার সংযোগস্থল। ওই অংশে রাস্তা বন্ধ থাকলে তার বড়সড় প্রভাব পড়তে পারে শহরের যান ব্যবস্থাপনায়। তাই সমস্ত দিক খতিয়ে দেখেই দ্রুত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া হবে।

দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা গড়িয়া-বিমানবন্দর মেট্রো প্রকল্পের কাজে বাধা। যথাযথ অনুমতি না মেলায় অত্যন্ত শ্লথ গতিতে চলছে কাজ। মেট্রো প্রকল্পের গার্ডার সংযুক্তি হচ্ছে না। চিংড়িঘাটা সংলগ্ন ওই কাজের দেরিতে থমকে আছে মেট্রো রেলের কাজ।

মেট্রো সূত্রের খবর, চিংড়িঘাটা মোড়ের কাছে ওই মেট্রোপথের ৩১৭, ৩১৮ এবং ৩১৯ নম্বর স্তম্ভের উপরে গার্ডার উত্তোলনের কাজ না হওয়ায় ৩৬৬ মিটার অংশ সংযুক্তির কাজ করা যাচ্ছে না ানির্মাণকারী সংস্থা আরভিএনএলের অভিযোগ, বারবার আবেদনের পরেও এই অনুমতি মেলেনি। এর পরে গত ১৬ ফেব্রুয়ারি কলকাতা মেট্রোর জেনারেল ম্যানেজার এবং দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু একত্রে ওই অংশ পরিদর্শন করেন। কিন্তু, তার পরেও রাজ্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে এ নিয়ে কিছুই জানানো হয়নি বলে অভিযোগ মেট্রো কর্তৃপক্ষের। ফলে কাজ শেষ করতে সমস্যা হচ্ছে। একই রকম ভাবে বাড়ছে প্রকল্প খরচ।

দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু জানিয়েছেন, কাজ আটকে রাখা বা কাজ করতে দেব না এমন উদ্দেশ্য আমাদের নেই। চিংড়িঘাটা মোড়ের প্রস্তাবিত অংশটি একাধিক রাস্তার সংযোগস্থল। ওই অংশে রাস্তা বন্ধ থাকলে তার বড়সড় প্রভাব পড়তে পারে শহরের যান ব্যবস্থাপনায়। তাই সমস্ত দিক খতিয়ে দেখেই দ্রুত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া হবে। কোথাও বাধা দেওয়া বা ইচ্ছাকৃত ভাবে কাজ আটকে রাখা উদ্দেশ্যে কারও নেই।

শিক্ষায় রাজস্থান মডেল কেন মানছে না

দুরন্ত বার্তা, ২০ ফে ঃকেন রাজস্থান মডেল মানা হচ্ছে না? রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন হাইকোর্টের! এবার কি বেসরকারি স্কুলের ফি কমবে? বহু বেসরকারি স্কুলে ফি বৃদ্ধি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে রাজ্যের এবার কিছু করা দরকার’, রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়েই এভাবে কড়া পর্যবেক্ষণ করল কলকাতা হাইকোর্ট। মঙ্গলবার চেন্নাইয়ের সঙ্গে রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার তুলনা করেছিলেন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম। বুধবার বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর এজলাসে শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়ল রাজ্য। বহু বেসরকারি স্কুলে ফি বৃদ্ধি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়েছে। বুধবার এই সংক্রান্ত মামলার শুনানির সময় বিচারপতি মন্তব্য করেন, ‘অনেক ক্ষেত্রে অনৈতিকভাবে ফি বৃদ্ধি।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক ৮২ সংখ্যা, শুক্রবার ৮ ফাল্গুন, ১৪৩১

শিক্ষাবিদ সৈয়দ মুজতবা আলি

শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক। ১৯০৪ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর পিতার কর্মস্থল শ্রীহট্ট (সিলেট) জেলার করিমগঞ্জে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল হবিগঞ্জের উত্তরসুর গ্রামে। তাঁর পিতা সৈয়দ সিকন্দর আলী ছিলেন সাব-রেজিস্ট্রার। চাকরিসূত্রে পিতার কর্মস্থল পরিবর্তনের কারণে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নের পর মুজতবা আলী শেষপর্যন্ত শান্তিনিকেতন-এ ভর্তি হন এবং পাঁচ বছর অধ্যয়ন করে ১৯২৬ সালে তিনি স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। বিশ্বভারতীতে তিনি বহু ভাষা শেখার সুযোগ পান। বিধুশেখর শাস্ত্রী ও ফরমিকির অধীনে তিনি সংস্কৃত ভাষা, সাংখ্য ও বেদান্ত অধ্যয়ন করেন; ড. মার্ক কলিন্স ও মরিসের নিকট ইংরেজি, ফরাসি ও জার্মান, বগদানফের নিকট ফারসি ও আরবি এবং তুচ্চির নিকট ইতালিয়ান শেখেন। এ সময় তিনি হিন্দি ও গুজরাটি ভাষাও শেখেন। বাল্যকালে পারিবারিক সূত্রে উর্দুর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। ভারতের অন্যত্র বিশ্বভারতীর ডিগ্রি স্বীকৃত না হওয়ায় মুজতবা আলী প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রবেশিকা (১৯২৬) পাস করে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে আই এ শ্রেণিতে ভর্তি হন। ১৯২৯ সালে 'হুমবল্ট' বৃত্তি নিয়ে তিনি জার্মানি গিয়ে বার্লিন ও বন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। সেখানে তিনি দর্শন বিভাগে তুলনামূলক ধর্মশাস্ত্রে গবেষণা করে ১৯৩২ সালে ডি ফিল ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ১৯৩৪-৩৫ সালে মিশরের আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলিম ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। মুজতবা আলীর চাকরিজীবন শুরু হয় কাবুলের কৃষিবিজ্ঞান কলেজে ফরাসি ও ইংরেজি ভাষার প্রভাষকরূপে (১৯২৭-১৯২৯)। বরোদার মহারাজ সয়াজী রাও-এর আমন্ত্রণে ১৯৩৫ সালে তিনি বরোদা কলেজে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপক হন। তিনি বগুড়া আজিজুল হক কলেজের অধ্যক্ষ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামের ইতিহাস বিভাগে খণ্ডকালীন প্রভাষক হিসেবেও কিছুকাল দায়িত্ব পালন করেন। পরে পেশার পরিবর্তন করে মুজতবা আলী ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশনস-এর সচিব ও অল ইন্ডিয়া রেডিওর কর্মকর্তা হন। সবশেষে তিনি বিশ্বভারতীর ইসলামের ইতিহাস বিভাগে রীডার (১৯৬১) হিসেবে যোগদান করে সেখান থেকে ১৯৬৫ সালে অবসর গ্রহণ করেন শান্তিনিকেতনে অধ্যয়নকালে হস্তলিখিত বিশ্বভারতী পত্রিকায় তাঁর কয়েকটি লেখা প্রকাশিত হয়। তিনি সত্যপীর, রায়পিথোরা, ওমর খৈয়াম, টেকচাঁদ, প্রিয়দর্শী ইত্যাদি ছদ্মনামে আনন্দবাজার, দেশ, সত্যযুগ, শনিবারের চিঠি, বসুমতী, হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় কলাম লিখতেন। এছাড়া মোহাম্মদী, চতুরঙ্গ, মাতৃভূমি, কালান্তর, আল-ইসলাহ্ প্রভৃতি সাময়িক পত্রেরও তিনি নিয়মিত লেখক ছিলেন। গ্রন্থাকারে তাঁর মোট ত্রিশটি উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ ও ভ্রমণকাহিনী প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো ভ্রমণকাহিনী দেশে-বিদেশে (১৯৪৯), জলে-ডাঙায় (১৯৬০); উপন্যাস অবিশ্বাস্য (১৯৫৪), শবনম (১৯৬০), শহ্-ইয়ার (১৯৬৯); রম্যরচনা পঞ্চতন্ত্র (১৯৫২), ময়ূরকণ্ঠী (১৯৫২) এবং ছোটগল্প চাচা-কাহিনী (১৯৫২), টুনি মেম (১৯৬৪)।

ফায়ারিং স্কোয়াডে লেখক

মৃত্যুর জন্য তাঁর হাতে সময় ছিল মাত্র পাঁচ মিনিট। ফায়ারিং স্কোয়াডের মুখে দাঁড়িয়ে এই পাঁচ মিনিট সময়কেই সে নিখুঁতভাবে ভাগ করে নিলো। প্রথম দুই মিনিট খরচ করা হবে তাঁর সাথেই ফায়ারিং স্কোয়াডে দাঁড়ানো বন্ধুদের কাছে থেকে বিদায় নিতে। পরের দুই মিনিট সে ভাববে নিজের সমগ্র জীবন নিয়ে। আর অবশিষ্ট এক মিনিট শেষবারের মতো দেখে নেবে এই প্রিয় পৃথিবীকে। কিন্তু ফায়ারিং স্কোয়াডে মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে সেই পাঁচ মিনিটই তাঁর কাছে মনে হচ্ছিল অনন্তকাল। সবার কাছে থেকে বিদায় নিয়ে, নিজের জীবনের সব উল্লেখযোগ্য স্মৃতি রোমন্থন করেও পৃথিবী দেখার শেষ এক মিনিট সে কিছুতেই শেষ করতে পারছিল না। সময় এতোটাই ধীর গতিতে আগাচ্ছিল যে, যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে সে বলে উঠেছিল- 'আমাকে তাড়াতাড়ি গুলি করো! আর সহ্য হচ্ছে না!' এই অভিজ্ঞতা রাশিয়ান ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্পকার 'ফিয়োদর দস্তয়েভস্কি'র। তাঁর কাছে শেষ একটি মিনিট এক অসহ্য অনন্তকাল হয়ে উঠেছিল। সেইন্ট পিটার্সবার্গ, ১৮৪৯ সাল। আট মাস ধরে তিনি জেলে বসে অপেক্ষা করেছিলেন ফায়ারিং স্কোয়ারের সামনে দাঁড়ানোর আশঙ্কা নিয়ে। প্রথম দিকে তিনি আশায় ছিলেন, ঘটনাটা বোধহয় ঘটবে না। পরবর্তীতে তিনি মনস্থির করে নেন, যখন হবে তখন দেখা হবে। শেষের দিকে তিনি চাইছিলেন ঘটনাটা এখনই ঘটে যাক, যত তাড়াতাড়ি হয় ততই মঙ্গল। কারণ মৃত্যুর থেকেও মৃত্যুর এই প্রতীক্ষা আরও অসহ্য। অবশেষে যন্ত্রণামুক্তি। একদিন সকালে হঠাৎই অন্যান্য সহবন্দীদের সঙ্গে তাকেও শেকলে বেঁধে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হল সেমোনোভস্ক চত্ত্বরে, নেভার কিনারায়। কমান্ডারের কণ্ঠে বাজল প্রথম নির্দেশ। বন্দুকধারী সেপাইরা মৃত্যুপথযাত্রীদের চোখ বেঁধে দিল। দ্বিতীয় নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে সবগুলো বন্দুক থেকে 'কক' করার ক্লিক-ক্ল্যাক শব্দ ভেসে এল। তৃতীয় নির্দেশ এল। 'লক্ষ্য স্থির করো'। শেষবারের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা, গোঙানি, ফুঁপিয়ে কান্না...। তারপর সব চুপচাপ। নীরবতা। আরও নীরবতা। মনে হচ্ছিল যে এই নৈশব্দ আর ফুরোবেই না। শেষে তাদের বলা হল, রাশিয়ার মাহান সর্বশক্তিমান জার, পরম করুণাময় তিনি তাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। ১৮৪৮ সালের কোনো একটা সময় থেকে তিনি বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী পেত্রাশেভস্কির প্রগতিশীল পাঠচক্রে যাতায়াত শুরু করেন। পরে পেত্রাশেভ্ স্কির জনৈক সহযোগী পরিচালিত গোপন বিপ্লবী সংগঠনে যোগদান করে নিষিদ্ধ সাহিত্য ছাপিয়ে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কাজে উৎসাহিত হয়ে পড়েন।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

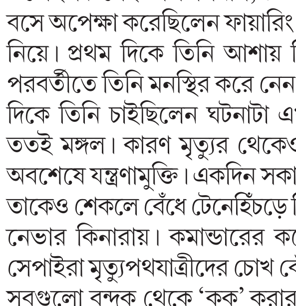

মা শত্রুকে পরাস্ত করার শক্তি দিয়েছিলেন। মা তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করার শক্তি দিয়েছিলেন। অর্ধমকে ত্যাগ করে মানব ধর্মকে গ্রহণ করতে হবে। তবেই মানব জীবন মহৎ পথ ধরে এগিয়ে যেতে পারবে। ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখাবে। সে ধর্ম হচ্ছে সেবা। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। সব ধর্মে ওপরে তার স্থান। সত্যের বিকাস করতে হবে। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। প্রাণের বিকাশ করতে হবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে।

স্বামী বিবেকানন্দ দর্শন

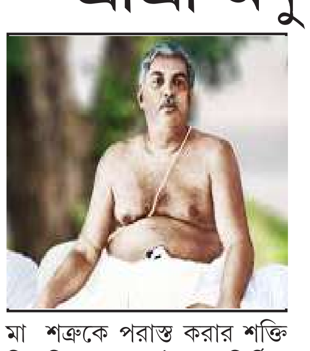

স্বামী বিবেকানন্দ শক্তির কথা বলতেন অর্ধমকে ত্যাগ করে মানব ধর্মকে গ্রহণ করতে হবে। তবেই মানব জীবন মহৎ পথ ধরে এগিয়ে যেতে পারবে। ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখাবে। সে ধর্ম হচ্ছে সেবা। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। সব ধর্মে ওপরে তার স্থান। সত্যের বিকাস করতে হবে। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। প্রাণের বিকাশ করতে হবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে দিকে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সমানে দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সরদা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। স্বামী বিবেকানন্দকে তিনি জয়ী হওয়ার শক্তি দিয়েছিলেন। শত্রুকে পরাস্ত করার শক্তি দিয়েছিলেন।

স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন উৎসব পালিত হবে?

রবীন্দ্রকুমার শীল

বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিবর্তন হয়েছে। আওয়ামি লিগ সরকারের পতন ঘটেছে। সেখানে এখন তদারকি সরকার চলছে। সেই তদারকি সরকারের প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন মহম্মদ ইউনূস। তিনি সরকার পরিচালনা করছেন। কিন্তু সেখানকার রাজনৈতিক পরিবেশ ক্রমশ ঘোরালো হয়ে উঠতে শুরু করেছে। ভারত বিরোধী রাজনৈতিক দল মাথা তুলে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল মূলত বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পশ্চিম পাকিস্তানের নেতাদের সঙ্গে বাংলাদেশের নেতাদের সংঘাত শুরু হয়। উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ভাষায় পরিণত করতে গেলে পূর্ব

পাকিস্তানের বাঙালি মুশলিম এর তীব্র প্রতিবাদ করতে শুরু করে। বাংলা ভাষাকে রক্ষা করতে দুই বাংলার সাধারণ মানুষ এক হয়ে গিয়েছিল। তার ফলে বাংলা ভাষাকে রক্ষা করা আন্দোলনের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ সমর্থন করতে শুরু করে। পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের সহযোগিতা লাভ করেই শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাকে স্বাধীন করার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন। তার ফলেই আর তীব্র সংঘাত দেখা দিতে শুরু করলো। বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে তৈরি হল পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন বাংলাদেশে পরিণত কররা ইচ্ছা। সেই ইচ্ছাকে সফল করেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। তারপরে বহুবার আওয়ামি লিগের হাত থেকে ক্ষমতা চলে গিয়েছে। কিন্তু বাংলা ভাষাকে কেউ কোনও সময়ে অস্বীকার করতে চায়নি। বিএনপির নেত্রী প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াও বাংলা ভাষাকে রক্ষা কররা ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি আওয়ামি লিগ বিরোধী থাকলেও শেখ মুজিবুর রহমানকে অস্বীকার করেননি। জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমানে বাড়ি ভাঙচূর করার কোনও দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়নি। আসলে এখন বাংলাদেশের আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। তার জন্যই চিন এখন বাংলাদেশের ওপরে বেশি করে নরজর রাখতে শুরু করেছে। এর ফাঁকে পাকিস্তানে আইএসআই প্রবেশ করেছে। তারা বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থার ওপরে প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করছে। শুধু পাকিস্তান নয়, বহু ইসলাম দেশ বাংলাদেশকে এই মুহূর্তে সমর্থন করতে শুরু করেছে। জামায়েতের বেশ কয়েকজন কর্মী চিন সফর করেছেন। চিন বাংলাদেশে পদ্মার সেতু তৈরি করে দিলেও শ্রীলঙ্কার কাণ্ডের পর চিনকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সেই কারণে চিন বেশ বেকায়দায় ছিল। বাংলাদেশকে বাগে আনতে সেখানে সরকার বিরোধী ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। চিন সরকার তার পুরো ফায়দা গ্রহণ করছে। চিন এবং পাকিস্তান যৌথভাবে সেখানে প্রবেশ করে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিবেশের ওপরে প্রভাব বিস্তার করছে। ভারত বিরোধীরা ক্রমশ সেখানে শক্তিশালী হচ্ছে। তার ফলে সেখানে ভাষা আন্দোলনের সমর্থনে কোনও সভা সমিতি হবে কিনা তা বোঝা একেবারে মুশকিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা উন্নতি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বহু আলোচনা হতো। আজকে বাংলাদেশের পরিস্থিতি যাতে বাংলা ভাষা অস্তিত্ব থাকবে কিনা তা নিয়ে সেখানকার পরিবেশ ক্রমশ ঘোরালো হতে শুরু করেছে। ভারত বিরোধীরা ক্রমশ শক্তিশালী হচ্ছে। বাংলাদেশের বাংলা ভাষা রক্ষার সমর্থনে যে সংগ্রাম শুরু হয়েছিল তা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছিল। আসলে ভারত বিরোধিতা করতে এবং ভারত বিরোধী একটি রাষ্ট্র তৈরি করতে তৎপর হয়ে উঠেছে পাকিস্তান। পাকিস্তান ভাগ করার প্রতিশোধ নেওয়ার কৌশল গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। যার ফলে এই উপমহাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। বর্তমানে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কিন্তু বাংলাদেশের ব্যাপারে নিরব রয়েছেন। সেখানে তিনি কোনও রকম কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে নারাজ। তিনি চান বাংলাদেশের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক উন্নতি লাভ করুক। ব্যবসার সম্পর্ক ছাড়া এখন আমেরিকা আর কোনও মানবিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং রাষ্ট্রপুঞ্জের আর্থিক অনুদান বন্ধ করে দিয়েছে। এমনকী বাংলা দেশকে যে আর্থিক অনুদান দিত আমেরিকা তাও প্রায় তুলে দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন ট্রাম্প। ট্রাম্প এখন রাশিয়ার সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলার চেষ্টা করছে। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট আমেরিকার ট্রাম্পের সিদ্ধান্তে অখুশি। রাশিয়া আমেরিকার বৈঠক হয়েছে ইউক্রেন নিয়ে। সেখানে ইউক্রেনকে ডাকা হয়নি। তার ফলে ইউক্রেনবাসীরা এই বৈঠক হওয়ার ব্যাপারে বেশ ক্ষুদ্ধ। আমেরিকরা রাশিয়া এক হয়ে গিয়ে ইউক্রেন স্বার্থকে বিসর্জন দিচ্ছে বলে দাবি করেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি। তিনি বলেছেন যে বৈঠকের সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করা হবে না। ইসরায়েলের ব্যাপারে আমেরিকা বেশ সতর্ক হয়ে পা ফেলতে শুরু করেছে। ইসরায়েলকে না চটিয়ে ট্রাম্প পশ্চিম এশিয়াতে শান্তি আনতে চায় এবং ইসলামিক দেশগুলির সঙ্গে ব্যবসা.কি সম্পর্ক তৈরি করতে ইচ্ছুক আমেরিকা। গাজা আমেরিকা তাদের দখলে রাখতে চায়। এতে ইসরায়েলের কোনও আপত্তি নেই। তবে ভারত এখন বেশ সতর্ক হয়ে পা ফেলতে শুরু করেছে। ঘরের কাছেই শত্রু দেশ তৈরি হচ্ছে। আর সেটা করতে চাইছে পাকিস্তান। সেই কারণে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এখন আওয়ামি লিগের কোনও প্রভাব নেই। আওয়ামি লিগকে নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার চেষ্টা করছে প্রশাসন। তার ফলে সেখানে যে ভাষা আন্দোলন তৈরি হয়েছিল তার অস্তিত্ব বজায় থাকবে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিতে শুরু করেছে। তবে বাংলাদেশের বাঙালি মুসলিম এবং বাঙালি হিন্দুরা ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলন উদযাপন করবে। এদিকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ইউনূস ভাষা আন্দোলনের শহিদ বেদিতে মাল্যদান করেননি কিনা সেটা দেখার খুবই প্রয়োজন। যদি ভাষা আন্দোলনের শহিদ বেদীতে মাল্যদান সরকারি অনুষ্ঠান। তবে স্কুল কলেজে ভাষা আন্দোলনের অনুষ্ঠান চালু ছিল। সেই সব অনুষ্ঠান এ বছরে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হওয়ার ফলে তা বজায় থাকবে কিনা সেটা একেবারে বোঝা অসম্ভব হয়ে পড়ছে। এদিকে বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্ভব দিল্লি থেকে ভাষা আন্দোলনের ওপরে ভিত্তি করে কোনও বক্তব্য রাখতে পারেন। সেই দিকে সবার নজর রয়েছে। তবে বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন একটি স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম দিয়েছিল এটা নিশ্চিত করে বলে দেওয়া যেতে পারে। যদি সেই সময়ে ভারতের জনগণ বাংলাদেশের নাগরিকদের পাশে ছিল। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি মানুষ বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনকে সমর্থন করতে শুরু করে দিয়েছিল যা আজকে বাংলাদেশের কট্টরপন্থীরা অস্বীকার করছে। ভারত পাশে না থাকলে স্বাধীন বাংলাদেশ করাটা একেবারে অসম্ভব ছিল। বাংলাদেশের স্বাধীন করার ব্যাপারে যে ইতিহাস রয়েছে তাকে একেবারে মুছে ফেলার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে জামায়েতে ইসলাম। যদিও বিএনপি মধ্যপন্থা অবলম্বন করে ভারতের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলার চেষ্টা করছে। তবে ভাষা আন্দোলনকে নিয়ে উৎসব পালন করার ব্যাপারে বাংলাদেশের জনগণের কোনও আপত্তি নেই। তবে রাজনৈতিক কারণে যেভাবে বাংলাদেশের ইতিহাসকে বদলে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে তার থেকে এটা পরিস্কার হয়ে গিয়েছে যে বাংলাদেশের আগামি দিনে বাংলা ভাষার অস্তিত্ব থাকবে কিনা সেটা চিন্তার বিষয়। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ইউনূস এ ব্যাপারে কোনও মত প্রকাশ করেননি বটে। তবে এদিকে ভারতের আশ্রিত শেখ হাসিনা বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনকে গৌরবময় দিন বলে ভাবতে শুরু করেছেন। তিনি বহুবার পরিস্কার করে বলে দিয়েছিলেন বাংলাদেশের জনগণ যদি বাংলা ভাষাকে ভালো না বেসে জোরদার করতে বাধা দান করতো তাহলে স্বাধীন বাংলাদেশ তৈরি করাটা একেবারে অসম্ভব ছিল। পাকিস্তানের খান সেনাদের হাত থেকে স্বাধীন বাংলাদেশ তৈরি করাটা কতখানি কঠিন ঠিল সেটা সবাই বুঝতে পারছে। ভারত বিরোধিতাকে সমানে রেখে এখন বর্তমান সরকার এগিয়ে চলতে শুরু করেছে। কিন্ত আবার তারা এটাও বুঝতে পারছে যে ভারত ছাড়া স্বাধীন বাংলাদেশ বেশ বিপন্ন। বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ভারতের দালাল বলেও প্রচার করা হয়েছিল। একনও সেই প্রচার বহাল রয়েছে। বাংলাদেশের জাতির জনক মুজিবুর রমমানের নাম মুছে ফেলার উদ্যোগ সরকারের নয় এটা স্পষ্ট।

মাতৃভাষা বাংলা শিখতে বলতে খুবই কষ্ট হয়

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ কলকাতার বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা দ্বিখণ্ডিত। অধিকাংশ ছাত্ররাই ইংরেজি মাধ্যমের ছাত্র। আর যেসব গরিব সন্তানরা রয়েছে তাদের জন্য বাংলা মাধ্যম স্কুল। একন বাংলা মাধ্যম স্কুলে ছাত্র নেই। তবে গ্রামাঞ্চলে কেন বেশ কয়েকটি বাংলা মাধ্যম স্কুলে ছাত্র রয়েছে।

কলকাতার রাস্তায় সকাল বেলা ঘুরলেই বুঝতে পাওয়া যায় যে অসংখ্যা ছাত্রছাত্রীরা পিঠে বইরে বোঝা নিয়ে স্কুলে যেতে শুরু করেছে। তারা বলতে গেলে অধিকাংশ ইংরেজি মাধ্যমে স্কুলের ছাত্রছাত্রী। তাদের পিতামাতা প্রায় সময়ে বলতে থাকে যে তাদের সন্তানরা মাতৃভাষাটা ঠিক মতো করে বলতে পারে না এবং লিখতে পারে না। এটা বেশ গর্ব করে বলতে শোনা যায়। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় বাংলা মাধ্যম স্কুলগুলি বিশেষ করে শহরের বাংলা স্কুলগুলি অধিকাংশ তালাবন্ধ হয়ে গিয়েছে। বাংলা মাধ্যমে পড়াশুনা করানোর ইচ্ছা এখন আর অভিভাবকদের নেই। তারা এখন তাদের সন্তানদের ইংরেজি মাধ্যমে স্কুলে পড়াতে আগ্রহী। তার ফলে পশ্চিমবঙ্গে প্রতি বছর বেশ কয়েকটি করে বাংলা মাধ্যম স্কুলগুলি ছাত্রদের অভাবে বন্ধ হয়ে যেতে শুরু করেছে। এর মূল কারণ হচ্ছে বাংলা মাধ্যমে পড়ে ছাত্রদের আর মুর্খ রাখার ইচ্ছা অভিভাবকদের নেই। কিন্তু শহর কলকাতা ছেড়ে যদি একবার গ্রামের দিকে তাকানো যেতে পারে তাহলে দেখতে পাওযা যায় সেখানে বাংলা মাধ্যম স্কুলগুলি বেশ রমরমা করে চলছে। সেখনকার স্কুলে ছাত্রদের অভাব নেই। স্কুলে বাংলার পাশাপাশি ইংরেজি শিক্ষার ওপরে জোর দিতে শুরু করেছেন সেখানকার শিক্ষকেরা। বাংলাভাষার পাশাপাশি ইরেজি শিক্ষা গ্রহণ করা ওপরে বেশি করে পদক্ষেপ দিতে শুরু করেছিলেন রাজা রামমোহন রায়। বিলাত যখন বাংলায় স্কুল খেলার কথা চিন্তা করতে শুরু করে তখন রাজা রামমোহন রায় বলেছিলেন ইংরেজি এবং বাংলা ভাষার ওপরে শিক্ষার গুরুত্ব দিতে হবে। রামমোহন রায়ের নীতি ধরে পথ চলতে শুরু করে দিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। তিনি তো প্রথম থেকেই বাংলা এবং ইংরেজি ভাষা শিক্ষার ওপরে জোর দিয়েছিলেন। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা করতে শুরু করে দিয়েছিলেন অক্ষয় কুমার দত্ত। তিনি তো সেই সময়ে তত্ত্ববেধিনী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার বিজ্ঞান চর্চার ওপরে জোর দিয়েছিলেন। ইংরেজি ভাষাকে বাংলার ভাষার পাশাপাশি রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন বেথুন সাহেব। তিনি তো মহিলাদের শিক্ষা ব্যাপারে এগিয়ে এসে বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন। সেই বেথুন স্কুলে ছাত্রী জোগাড় করতে এগিয়ে এসেছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। বাংলা ভাষা বা মাতৃভাষার চর্চার শ্রীবৃদ্ধি করার ওপরে বেশি করে জোর দিয়েছিলেন সহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি একটি বাংলা পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। 'বঙ্গদর্শন' নাম ছিল সেই পত্রিকার। সেই সময়ে বাংলার অধিকংশ মানুষেরা বাংলা ভাষা চর্চার ওপরে বেশি করে গুরুত্ব দিতে শুরু করে দিয়েছিল। তারা একদিকে যেমন বাংলা ভাষার চর্চা করতো অপরদিকে তারা আবার ইংরেজি ভাষার চর্চা করতো। তা বড় প্রমাণ হচ্ছেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তিনি তো একেবারে সাহেব তৈরি হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর মুখ দিয়ে কোনও সময়ে বাংলা ভাষা শুনতে পাওয়া যেত না। কিন্তু ভাগ্য তাকে আবার মাতৃভাষার দিকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিল। তিনি ইংরেজি ভাষায় কাব্য রচনা ত্যাগ করে বাংলা ভাষায় কাব্য রচনা করতে শুরু করলেন। বাংলা ভাষাকে বহু অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে বাংলা ভাষার পত্রপত্রিকার ওপরে ষিধাজ্ঞা জারি করতে শুরু করে দিয়েছিল ইংরেজ সরকার। ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড বাংলা ভাষার পত্রিপত্রিকার ওপরে নিষেধ আরোপ করতে শুরু করেন। তার ফলে 'বন্দে মাতরম' এবং 'যুগান্তর' পত্রিকা এক সময়ে প্রকাশিত হওয়া একেবারে অসম্ভব হয়ে উঠতে শুরু করেছিল। বিপ্লবী তখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল কিংসফোর্ডকে একেবারে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবে। কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি। কিংসফোর্ডকে মারতে গিয়ে ক্ষুদিরাম এবং প্রফুল্ল চাকিকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। বিপ্লবী অরবিন্দ একটি সময়ে বাংলা ভাষা বলতে পারতেন না এবং লিখতে পারতেন না। পরে তিনি যখন ভারতে এসে উপস্থিত হলেন তখন তিনি সংস্কৃত এবং বাংলা ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করতে শুরু করলেন। মাতভাষাকে কোনও সময়ে ভুলে থাকা যায না একটি সময়ে বলতে শুরু করে দিয়েছিলেন কবি নজরুল এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁরা প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে বাংলা ভাষা য়থেষ্ট শক্তিশালী ভাষা। আজকে হিন্দি ভাষার ওপরে বেশি করে জোর দেওয়ার কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে সরকার। কিন্তু সরকার কোনও সময়ে বলছে না যে ইংরেজি ভাষা এবং মাতৃভাষাকে ত্যাগ করা কিন্তু চলবে না। হিন্দি ভাষাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার ফলে বহু ভাষা চর্চার পথ একেবারে সুগম হচেছ না। প্রতিতি ভাষাকে মর্যাদা দিতে হবে। কোনও বাঙালি সন্তান যদি বলেন তার মুখে ঠিক মতো বাংলা ভাষাটা আসে না সেটা কিন্তু লজ্জার বিষয়। তবুও এই কথাটি পথেঘাটে ঘরে বাড়িতে প্রায় সময়ে শুনতে হয়। এটা কিন্তু বাঙালির জাতির নিশ্চয় গর্বের কথা নয়। বরং লজ্জার কথা। ইংরেজি ভাষা শিখবে নিশ্চয়। তবে বাংলা ভাষকে পরিত্যাগ করে নয় সেটা দেখার প্রয়োজন রয়েছে প্রতিটি পরিবারের।

বাংলার চিত্রশিল্পকে রক্ষা করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন জোড়াসাঁকার শিল্পী অবন ঠাকুর

শঙ্করলাল কর্মকার

আধুনিক চিত্রকলার কালি-তুলি -কাগজের পথিকৃৎ বাঙালি কার্টুনিস্ট গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শিল্পরসিক ও মঞ্চাভিনেতা হিসেবেও তাঁর সুনাম রয়েছে। ১৮৬৭ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। জোড়াসাঁকোর এ জমিদার পরিবারের যুগপৎ খ্যাতি ছিল বিপুল বৈভব ও শিল্প-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতার জন্য। ১৮৮১ সালে মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে পিতৃহারা হওয়ার পর তাঁর স্কুলের পড়াশুনা বন্ধ হয়, তার বদলে শুরু হয় জমিদারির কাজ এবং সে সঙ্গে পরিবারের প্রধান হিসেবে সামাজিক দায়-দায়িত্ব পালন। কিন্তু

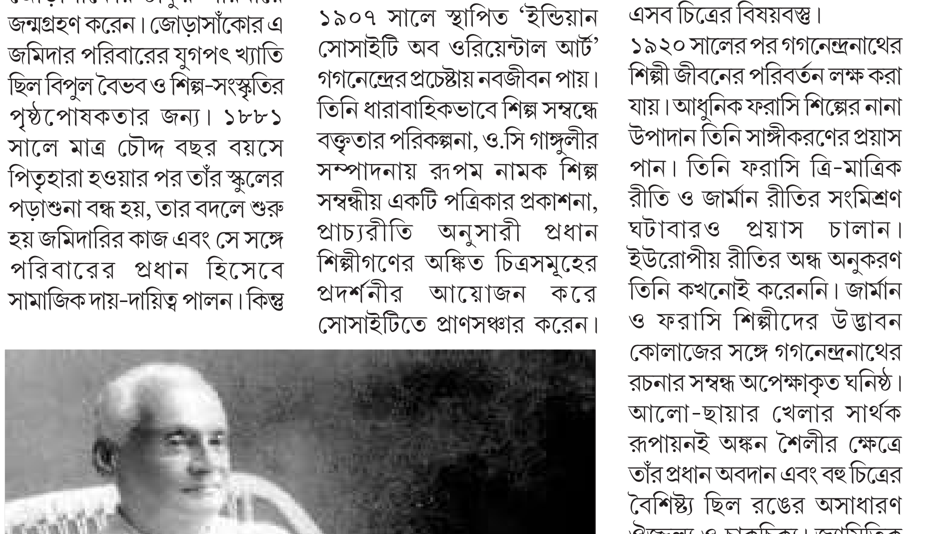

এতদ্সত্ত্বেও ভারতীয় ও পাশ্চাত্য সাহিত্যে তাঁর ছিল প্রবল আগ্রহ। নিজের বাড়িতেই তিনি বিশাল এক গ্রন্থাগার গড়ে তোলেন। স্কুলের বন্ধন ছিন্ন হওয়াতেই তিনি স্ব-শিক্ষার সুযোগ পান, যেমনটি পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গগনেন্দ্রনাথের চিত্রবিদ্যা শিক্ষার কোনো নির্দিষ্ট পথ লক্ষ্য করা যায় না। হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে তিনি প্রথম পাশ্চাত্য জলরঙে ছবি আঁকা শিখেন। পরে জাপানি শিল্পী ইওকোহামা (ওকাকুরু) এবং টাইকান (তাইকোয়ান)-এর দ্বারা তিনি প্রভাবান্বিত হন। রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতির (১৯১২) জন্য কয়েকটি চিত্র তিনি অঙ্কন করেন যেগুলিতে জাপানি প্রভাব স্পষ্ট। ১৯০৭ সালে স্থাপিত 'ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট' গগনেন্দ্রের প্রচেষ্টায় নবজীবন পায়। তিনি ধারাবাহিকভাবে শিল্প সম্বন্ধে বক্তৃতার পরিকল্পনা, ও.সি গাঙ্গুলীর সম্পাদনায় রূপম নামক শিল্প সম্বন্ধীয় একটি পত্রিকার প্রকাশনা, প্রাচ্যরীতি অনুসারী প্রধান শিল্পীগণের অঙ্কিত চিত্রসমূহের প্রদর্শনীর আয়োজন করে সোসাইটিতে প্রাণসঞ্চার করেন। ১৯১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতার গভর্নমেন্ট হাউসে প্রথম প্রদর্শনী আয়োজিত হয়। ১৯১০ থেকে ১৯২১ সালের মধ্যে তাঁর সৃষ্ট উল্লেখযোগ্য শিল্পকীর্তি হলো হিমালয়ের স্কেচসমূহ, চৈতন্য -এর জীবন অবলম্বনে ধারাবাহিক চিত্রালেখ্য এবং ভারতীয় জীবনধারা অবলম্বনে অঙ্কিত অপূর্ব ব্যঙ্গচিত্রসমূহ। তাঁর এ শিল্প সম্ভার অবধূত লোক (১৯১৫), বিরূপ বজ্র (১৯১৭), এবং নয়া হুল্লোড় (১৯২১) এ ৩ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। শিল্প সমালোচকগণ গগনেন্দ্র-এর ব্যঙ্গচিত্রসম্ভার 'দক্ষতায় ও মৌলিকতায় অতুলনীয়' বলে মন্তব্য করেন। ধনী ও অভিজাত সম্প্রদায়ের ক্রিয়াকলাপই তাঁর এসব চিত্রের বিষয়বস্তু।

১৯২০ সালের পর গগনেন্দ্রনাথের শিল্পী জীবনের পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। আধুনিক ফরাসি শিল্পের নানা উপাদান তিনি সাঙ্গীকরণের প্রয়াস পান। তিনি ফরাসি ত্রি-মাত্রিক রীতি ও জার্মান রীতির সংমিশ্রণ ঘটাবারও প্রয়াস চালান। ইউরোপীয় রীতির অন্ধ অনুকরণ তিনি কখনোই করেননি। জার্মান ও ফরাসি শিল্পীদের উদ্ভাবন কোলাজের সঙ্গে গগনেন্দ্রনাথের রচনার সম্বন্ধ অপেক্ষাকৃত ঘনিষ্ঠ। আলো-ছায়ার খেলার সার্থক রূপায়নই অঙ্কন শৈলীর ক্ষেত্রে তাঁর প্রধান অবদান এবং বহু চিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল রঙের অসাধারণ ঔজ্জ্বল্য ও চাকচিক্য। জ্যামিতিক আকার প্রবর্তন গগনেন্দ্রনাথের পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বিতীয় পর্বে লক্ষ করা যায়। ১৯৩০ সালের দিকে তাঁর চিত্রে মৃত্যু এবং অতিলৌকিক জগতের কিছু প্রতীকী অনুভূতি প্রকাশের লক্ষণ সুস্পষ্ট।

আধুনিক চিত্রকলার ক্ষেত্রে কালি-তুলি কাজের পথিকৃৎ গগনেন্দ্রনাথ কেবল একজন চিত্রকরই ছিলেন না, দেশীয় ঐতিহ্য অনুসরণে আসবাবপত্রের নকশা অঙ্কনে তাঁর মৌলিকতা এবং অভ্যন্তরীণ গৃহসজ্জার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকার কথা অনস্বীকার্য। বিশ শতকের প্রথম দিকে স্বদেশী আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের সময় থেকে সংরক্ষিত পাশ্চাত্য রীতির বিলাসবহুল ফুলদানি ও ভিক্টোরীয় আমলের আসবাবপত্র জোড়াসাঁকোর পৈতৃক বাড়ি থেকে সরিয়ে নেন। স্বদেশজাত দ্রব্যসম্ভারের পুনরুদ্ভাবনে তিনি বিশেষ অবদান রাখেন। বাংলার কুটির শিল্পকে জনপ্রিয় করে তোলার কাজে তিনি প্রয়াসী হন এবং ১৯১৬ সালে বাংলার তৎকালীন গভর্নর লর্ড কারমাইকেল -এর পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলার গৃহনির্মিত কারুশিল্পের প্রচারার্থে স্থাপিত 'বেঙ্গল হোম ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশন'-এর অন্যতম সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

অভিনয়কলাতেও গগনেন্দ্রনাথের দক্ষতা ছিল। তিনি জোড়াসাঁকোর বিচিত্রা হলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ফাধনী (১৯১৬) নাটক মঞ্চস্থ করেন এবং স্বয়ং রাজার ভূমিকায় অভিনয় করেন। অ্যানী বেস্যান্ট তাঁর অভিনয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন। ঋণশোধ-শারদোৎসব অভিনয়ে (১৯২২) সম্রাট বিজয়াদিত্যের ভূমিকায় এবং বৈকুণ্ঠের খাতার অভিনয়ে বৈকুণ্ঠ চরিত্রে তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে রূপদান করেন। মঞ্চসজ্জা, দৃশ্যপট রচনা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও তিনি অভিনবত্বের পরিচয় দেন। তিনি পোশাক-পরিচ্ছদ নিয়ে পরীক্ষা -নিরীক্ষা চালান এবং রবীন্দ্রনাথ পরিণত বয়সে তিববতি বকু ধরনের যে জোববা পরতেন তার নকশা সর্বপ্রথম গগনেন্দ্রই করেন। গগনেন্দ্রনাথ ১৯২৬ সালে শিশু সাহিত্য ভোঁদড় বাহাদুর রচনা করেন। তাঁর মৃত্যুর ৩০ বছর পর এটি প্রকাশিত হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ তাঁর নানাবিধ আনুকূল্যে উপকৃত হয়েছে। গগনেন্দ্রনাথের চিত্রাবলির সংগ্রহ কলকাতায় রবীন্দ্রভারতী সমিতিতে রয়েছে।

ঃ পাঠকদের দরবার ঃ
জলভরা তালশাঁস মিষ্টি

বিশেষ প্রতিবেদক

জিভে জল আনা মিষ্টির দিক থেকে হুগলি জেলাও কম যায় না। এখানকার জলভরা সন্দেশ জগৎবিখ্যাত।

জলভরা সন্দেশের আবিষ্কর্তা হলেন সূর্য কুমার মোদক। কীভাবে প্রথম এই মিষ্টি তৈরি হল? একটা মজার গল্প লুকিয়ে আছে কড়া পাকের এই সন্দেশের পিছনে। সেটা ১৮১৮ সাল। তখন ভদ্রেশ্বরের তেলেনিপাড়ায় ছিল বন্দ্যোপাধ্যায়দের জমিদারবাড়ি। সেই পরিবারের গিন্নিরা বায়না ধরলেন, জামাইষষ্ঠীর দিন ঠকাতে হবে জামাইকে। এমন মিষ্টি খাওয়ানো হবে তাকে, মুখে দিয়েই সে বোকা বনে যাবে। এমন আবদারে কর্তারা পড়লেন ভারি মুশকিলে। কিন্তু, যেভাবেই হোক, গিন্নিদের মন তো জোগানো দরকার! শেষ পর্যন্ত সূর্য কুমার মোদকের ডাক পড়ে। ভদ্রেশ্বর -চন্দননগর লাগোয়া জায়গায় ছিল সূর্য মোদকের মিষ্টির দোকান। সব কিছু শুনে জামাইকে হাঁদাগঙ্গারাম বানানোর দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিলেন তিনি। জামাইষষ্ঠীর দিন বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়ির মেয়েরা আদর করে জামাইয়ের পাতে দিলেন নতুন ধরনের এক মিষ্টি। সূর্য মোদকের বানানো তালশাঁসের মতো আকারের বিশাল কড়াপাকের সন্দেশ। এমন খাবার দেখে জামাই তো খুশিতে ডগমগ। মনের আনন্দে যেই না তিনি ওই সন্দেশে কামড় দিয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে তার ভিতর থেকে গোলাপ জল ছিটকে লাগল জামাইয়ের পাঞ্জাবিতে। জামাইকে ভ্যাবাচ্যাকা খেতে দেখে হেসে উঠলেন উপস্থিত সবাই। এভাবেই জলভরা সন্দেশের জন্ম হয়েছিল। তখনকার দিনে মাজাইকে ঠকানো সামাজিক রীতি ছিল- **বিক্রম চট্টোপাধ্যায়।**

বাঁদর নিয়ে বাঁদরামি

আমিদা ন্যোরাই যাকে আমরা অমিতাভ তথাগত বলে জানি। জাপানি ভাষায় আমিদা অর্থ অমিতাভ (অমিতা, আভা ও অমিতাভ)। অর্থাৎ, অসীম আভা। বুধ-এর (বুদ্ধের) আরেক নাম। জাপানিতে আমিদা বুতসুও বলা হয় এনাকে। বুতসু অর্থ বুধ।

চীনা ভাষায় অমিতাভ বুধ হচ্ছে তএ মি তুও ফো। এ মি তুও হচ্ছে অমিতা আর ফো হচ্ছে বুধ। আর, কোরিয়ার ভাষায় অমিতা বুল। বুল অর্থ বুধ। আর তঅমিতাদ অর্থ আপনারা জানেন। ভিয়েতনামে এটাই আ দি দা ফাটদ। আ দি দা মানে। যাক,এসব এখানে বিষয় না। আমাদের বিষয় তিন বাঁদর যাদের ওপর আমিদা ন্যোরাই দাঁড়িয়ে আছে। ১৬৭৭ সাধারণ অব্দের এই মূর্তি খোসিন।

কলা যা বর্তমানে জাপানের কামাকুরা তে আছে।। এই তিন বাঁদর - একজন চোখ ঢেকে,একজন কান ঢেকে, আরেকজন মুখ ঢেকে। জাপানের খোসিন প্রথা একটি লৌকিক মান্যতা যা তাওবাদ, শিন্টো,মহাযান, বজ্রযান ও স্থানীয় পরম্পরার মেলবন্ধনে সৃষ্টি।

খোসিন প্রথায় বিশ্বাস যে প্রতি মানুষের দেহে তিনটে কীট থাকে। যা প্রতি ৬০ দিন অন্তর ওই মানুষের সকল ভালো ও বদ কর্মের হিসেব নিয়ে তেন্তাই (ইশ্বর) এর কাছে পৌঁছে দেয়।তারপর তেন্তাই যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ করে ব্যবস্থা নেয় অসুস্থ করে,আয়ু কমিয়ে বা মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়ে। এর থেকে বাঁচতে তাই প্রতি ৬০ দিনের শেষের রাতে অনিদ্রা। যেগে থাকলে আর ওই তিন কীট দেহ ছেড়ে যেতে পারবে না। বিদেশি ভাষার সঙ্গে তারতম্য রয়েছে।

লেখক ঃ দেবাঞ্জন চক্রবর্তী

মাধ্যমিকের শেষ দিনে অসুস্থ পরীক্ষার্থীকে হাসপাতালে পরীক্ষার ব্যবস্থা প্রশাসনের

দুরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ২০ ফেব্রুয়ারি ঃ মাধ্যমিক পরীক্ষার শেষ দিন ভৌতবিজ্ঞান পরীক্ষা চলাকালীন অসুস্থ হয়ে পড়ল এক ছাত্র। তড়িঘড়ি উদ্ধার করে তাকে ভর্তি করা হয় হাসপাতালে। চিকিৎসার পর হাসপাতালের বেডে পরীক্ষা শেষ করে অসুস্থ হয়ে পড়া ওই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার দুপুরে প্রাচীনমায়াপুর জাতীয় বিদ্যালয় পরীক্ষা কেন্দ্রে। সূত্রের খবর বৃহস্পতিবার পরীক্ষা চলাকালীন অসুস্থ হয়ে পড়ে এক পরীক্ষার্থী। খবর পেয়ে দ্রুত অ্যাম্বুলেন্স সহকারে

পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছে যায় এক চিকিৎসকের নেতৃত্বে মেডিকেল টিম। সেখানে ওই ছাত্রের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় নবদ্বীপ হাসপাতালে। দীপঙ্কর পাল নামক ওই ছাত্রকে চিকিৎসার পর হাসপাতালেই পরীক্ষার ব্যবস্থা করে প্রশাসন। অসুস্থতার ব্যাপারে ওই ছাত্রের বাবা জানান, বুধবার পর্যন্ত সমস্ত পরীক্ষা ভালোভাবে দিয়েছিল। বৃহস্পতিবার ভোর থেকে প্রচন্ড পেটে ব্যথা ও বমি করতে থাকলে ওকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাই হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসার পর পরীক্ষা দিতে বসেছিল দীপঙ্কর পাল নামে ওই ছাত্র। এই বিষয়ে মাধ্যমিকের সেন্টার সেক্রেটারি বিজন কুমার সাহা জানান, নবদ্বীপ শিক্ষামন্দির স্কুলের পড়ুয়া দীপঙ্কর পাল সকাল থেকেই অসুস্থ ছিল। পরিবারের লোকেরা তাকে হাসপাতালেও নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসার পর সেন্টারে পরীক্ষা দিচ্ছিল। পরীক্ষা শেষ দিকে আবারও অসুস্থ হওয়ায় তাকে চিকিৎসার পর পুলিশের কড়া নজরদারিতে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

ছোট ও প্রান্তিক চাষিদের স্বার্থ রক্ষায় আগাম ব্যবস্থা রাজ্যের

কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি ঃ এবার রাজ্যে আলুর বাম্পার ফলনের প্রেক্ষিতে ছোট ও প্রান্তিক চাষিদের স্বার্থ রক্ষায় রাজ্য সরকার আগাম ব্যবস্থা নিচ্ছে। হিমঘরগুলিতে ৩০ শতাংশ জায়গা তাদের জন্যবরাদ্দ রাখতে হবে বলে কৃষি বিপণন দফতরের তরফে জানানো হয়েছে। ২০ মার্চ পর্যন্ত ওই ব্যবস্থা বলব থাকবে। রাজ্যে এবার ১ কোটি ৩০ লক্ষ থেকে ১ কোটি ৪০ লক্ষ টন আলু উৎপাদন হতে পারে বলে কৃষি বিপণন দফতর সূত্রে জানা গেছে। এবার আবহাওয়া আলুচাষের অনুকূল ছিল। পাশাপাশি চাষের জমিও কিছুটা বেড়েছে। গতবছর ৪ লক্ষ ৬০ হাজার হেক্টর জমিতে আলু চাষ হয়েছিল। এবার তা বেড়ে হয়েছে ৫ লক্ষ ১০ হাজার হেক্টর। ফলে হিমঘরে আলু রাখার জায়গা পেতে সমস্যা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই বিষয়টি নিয়ে কৃষি বিপণন দফতরের সঙ্গে হিমঘর মালিকদের আলোচনা হয়েছে। সেখানেই ছোট চাষীদের জন্য জায়গা সংরক্ষণের এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অ্যাসোসিয়েশন কর্তা পতিতপাবন দে জানান, এই ব্যবস্থায় তাঁদের কোনও আপত্তি নেই। তবে ছোট ও প্রান্তিক চাষিদের জন্য ৩০ শতাংশ জায়গার সংরক্ষণ নিয়ে যে বিধি রয়েছে, সেটি ২০ মার্চের পর উঠে যাবে। প্রশাসনের এই নির্দেশের বিষয়ে তাঁদের আপত্তি রয়েছে। বৈঠকে ওই তারিখ নির্দিষ্ট করা হয়েছিল ১৫ মার্চ। এই দিনটিকেই বহাল রাখার জন্য সংগঠনের তরফে দফতরের কাছে দাবি জানানো হয়েছে। একইসঙ্গে হিমঘরের ভাড়া বৃদ্ধিরও দাবি করেছে অ্যাসোসিয়েশন। তাদের দাবি, অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় এখানে ভাড়া অনেক কম। এই কারণে বহু হিমঘর লোকসানে চলছে।

১১ মাসের শিশু পুত্রের রহস্যজনক মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ২০ ফেব্রুয়ারি ঃ কালনার ধর্মডাঙ্গা এলাকায় একটি আত্মীয় বাড়িতে শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ খেতে এসে ১১ মাসের শিশু পুত্রের রহস্যজনক মৃত্যু। মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে মৃতদেহ পাঠানো হলো কালনা থেকে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হসপিটালে। এদিন বৃহস্পতিবার ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় কালনা মহকুমা হসপিটাল চত্বরে। জানা গেছে, মৃত ও শিশুর নাম আরিফ শীল। তার বাড়ি হুগলি জেলার মগরা জয়পুর এলাকায়। স্থানীয় এলাকারই এক যুবক বচ্চন শীলের সাথে স্থানীয় এলাকারই আরেক যুবতী রুমা সমাদ্দারের বিয়ে হয় বছর তিনেক আগে। এরপরই তাদের একটি পুত্র সন্তান হয়। গত দু মাস ধরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সাংসারিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ঝামেলা অশান্তির জেরে, ওই গৃহবধূ বাপের বাড়ি চলে আসে গত দুদিন আগে। গত মঙ্গলবার সে কালনার ধর্মডাঙ্গা এলাকায় একটি আত্মীয় বাড়িতে সে তার পুত্র সন্তানকে নিয়ে নিমন্ত্রণ খেতে আসে। এরপরই গতকাল বিকেল নাগাদ তার শিশুকে খাইয়ে দাইয়ে একটি ঘরে শুয়ে রেখে খেতে যাওয়ার পরেই, তার এক মাসি দেখতে পায় শিশুটি উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে। সেই কোনরকমই সাড়া শব্দ দিচ্ছে না। তাকে তড়িঘড়ি কালনা হসপিটালে নিয়ে এলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। মৃত ওই শিশুর বাবা বচ্চন শীল কালনা মহকুমা হসপিটালে এসে শিশুর মৃত্যু স্বাভাবিক নয় এর পেছনে কোন রহস্য রয়েছে। রহস্যর সত্যতা উদ্ঘাটন হোক বলে দাবি জানান তিনি। একই সাথে তার স্ত্রী সাথে যে তার বনিবনা ও হতো না সেই বিষয়েও সংবাদ মাধ্যমের সামনে তুলে ধরেন। যদিও মৃত ওই শিশুর মা এবং তার পরিবার কিভাবে তার দের বাচ্ছার মৃত্যু হল সেই নিয়ে সন্দিহান। পাশাপাশি তিনি ফের অন্তঃসত্ত্বা হয়ে যাওয়ায় তাকে জোর করে তার বাচ্চা কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত করেন বলেও অভিযোগ তুলেছেন তিনি। ঘটনা জেরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। বৃহস্পতিবার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য কালনা হসপিটাল থেকে বর্ধমান পাঠায় কালনা থানার পুলিশ।

প্রবল দুর্যোগে পরীক্ষার্থীর পাশে ওসি

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২০ ফেব্রুয়ারি ঃ বৃহস্পতিবার ছিল মাধ্যমিক পরীক্ষার শেষ দিন। কিন্তু আবহাওয়া দপ্তরের ঘোষণা অনুযায়ী এদিন সকাল থেকেই রাতের অন্ধকার নেমে আসে আকাশ জুড়ে। বেলা বাড়তেই আকাশ ভেঙে নামে বৃষ্টি তার সাথে চলতে থাকে ঝড়। শুরু হয় শিলাবৃষ্টিও। স্বভাবতই ওই সময় জামালপুরে বিভিন্ন মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছাতে সমস্যার সম্মুখীন হয় মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা। পূর্ব বর্ধমানের রায়না থানার অন্তর্গত পলাসন এম এম হাইস্কুলের পরীক্ষার্থী, শেখ রেজওয়ান আলী নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষা শুরু হওয়ার পরেও অনুপস্থিত থাকায় রায়না থানার ওসি নিমাই ঘোষকে বিষয়টি জানান স্কুল কর্তৃপক্ষ। ওসির নেতৃত্বে রায়না থানার পুলিশ দ্রুত ব্যবস্থা নেয়। তারা রেজওয়ানের বাড়ি রায়না থানার বহরমপুর এলাকায় যোগাযোগ করে। পুলিশ জানতে পারে, প্রবল বৃষ্টির কারণে রেজওয়ান বাড়ি থেকে বের হতে পারেননি। রায়না থানার ওসি নিমাই ঘোষের নেতৃত্বে পুলিশ দ্রুত রেজওয়ানকে তার বাড়ি থেকে নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছে দেয়। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার প্রায় সাড়ে এগারোটা নাগাদ রেজওয়ানকে নিরাপদে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়া হয়। অকাল এবং প্রবল বৃষ্টির মধ্যে রায়না থানার ওসি নিমাই ঘোষের এই মানবিক উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন রেজওয়ানের পরিবার সহ স্থানীয় বাসিন্দারা।

লরির ধাক্কায় মৃত্যু দুই পুণ্যার্থীর

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ২০ ফেব্রুয়ারি ঃ উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভ মেলায় যাওয়ার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দুই পুণ্যার্থীর। বুধবার রাত ১১.৩৫ মিনিট নাগাদ আসানসোলের কুলটি থানার অন্তর্গত চৌরঙ্গি মোড়ে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। নিহতরা হলেন - শান্তনু মুখোপাধ্যায় (৬৫) এবং শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায় (৬০)। আহত হয়েছেন শান্তনুর পুত্র সৌরভ মুখোপাধ্যায়, স্ত্রী মনসা মুখোপাধ্যায়, পুত্রবধূ অনন্যা মুখোপাধ্যায়, শৈলেনের স্ত্রী রুম্পা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শৈলেনের আত্মীয় শিউলি কর্মকার ও গাড়ির চালক সোমনাথ। এর মধ্যে শিউলির অবস্থা সঙ্কটজনক। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের অযোধ্যা গ্রাম থেকে দু'টি পরিবারের সাত জন বুধবার একটি গাড়িতে চেপে কুম্ভে স্নান করার উদ্দেশ্যে প্রয়াগরাজ যাচ্ছিলেন। পথে কুলটি থানার চৌরঙ্গি মোড়ে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে গাড়িটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। একটি লরি ওই গাড়িকে ধাক্কা মারে। গাড়িটি বেসামাল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কন্টেনারে ধাক্কা মারে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কুলটি থানার পুলিশ। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে দু'জনের এবং দুই পরিবারের চার মহিলা-সহ মোট ছ'জন গুরুতর আহত, আসানসোল জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

মৃত্যুকে হাতে নিয়ে এই সময়ে সুন্দরবনের জঙ্গলে মধু সংগ্রহে মৌলেরা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ২০ ফেব্রুয়ারি ঃ সুন্দরবনের মানুষের অন্যতম পেশা হলো মাছ কাঁকড়া ধরা ও মধু সংগ্রহ করা। আর এর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য পেশা হল মধু সংগ্রহ করা। সাধারণত যারা মধু সংগ্রহ করে, তাদেরকে মৌলে বলে। এরা বছরের একটা নির্দিষ্ট সময় জঙ্গলে যায় এবং মধু সংগ্রহ করে। জীবনের পরোয়া না করেই মৌলেরা জঙ্গলে যায় এবং নিজেরা ও জানে জঙ্গল থেকে তাঁরা নাও ফিরতে পারে। তবুও জীবন-জীবিকার তাগিদে তাদের জঙ্গলে যেতে হয়, যুদ্ধ করতে হয় বাঘ, কুমির, বিষধর সাপেদের সাথে। সাধারণত ফাল্গুন মাসেই হেঁতাল গাছে ফুল ফোটে এবং তার পরেই অন্যান্য গাছগুলিতে ফুল ফুটতে দেখা যায়। যেমন- আষাঢ় মাসের প্রথমদিকে খলসে ফুল ফোটে আর মৌমাছিরা এই সময় জঙ্গলে তাদের বাসা তৈরি করে এবং মধু সংগ্রহ করে চাক পরিপূর্ণ করে। সাধারণত ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ এই তিন মাস মৌলেরা মধু সংগ্রহ করে। অন্য সময় জঙ্গলে

মৌচাক থাকলেও তাতে তেমন মধু থাকে না। কারণ অন্য সময়ে জঙ্গলের কোনো গাছে ফুল ফোটেনা ফলে মৌমাছিরা মধু সংগ্রহ করার পরিবর্তে বাসায় বসে মধু খেতে থাকে। এছাড়া ফাল্গুন চৈত্র মাসে তেমন ঝড় বৃষ্টি হয় না, ফলে মৌচাকের কোন ক্ষতি হয় না, আবার বৃষ্টি না হবার দরুণ ফুলের মধুতে জলের পরিমাণ কম থাকে ফলে মধু গাঢ় হয়। তাই ফাল্গুন- চৈত্র এই দুই মাসই হল মৌলেদের মধু সংগ্রহের উপযুক্ত সময়। যারা জঙ্গলে মধু সংগ্রহ করতে যায় তাঁরা প্রথমে বন বিভাগের দপ্তর থেকে পাশ সংগ্রহ করে। এরা দলে প্রায় ৭-৮ জন থাকে, আবার কখনও আরো বেশী লোকেরও দল তৈরি করতে দেখা যায়। তারপর শুরু হয় জঙ্গলে যাওয়ার পূর্বপ্রস্তুতি। মধু সংগ্রহের জন্য মৌলেদের জঙ্গলে প্রায় ১০-১৫ দিন থাকতে হয়। তাই জঙ্গলে থাকার রসদ অর্থাৎ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও উপকরণ জঙ্গলে যাওয়ার পূর্বেই সংগ্রহ করে নিতে হয়। কারণ জঙ্গলের মধ্যে একবিন্দু পানীয় জল ও পাওয়া যায় না। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও উপকরণ সংগ্রহ হয়ে গেলে পঞ্জিকা দেখে একটি ভালো দিন নির্বাচন করে এবং জঙ্গলের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে। জঙ্গলে যাওয়ার পূর্বে মা বনবিবির উদ্দেশ্যে পুজো দেয়। ১০-১৫ দিনের খাবার সামগ্রী বাদেও তাঁরা সঙ্গে নেয় একটি বড় 'দা' বা 'হেসো', যা মধুর চাক কাটতে প্রয়োজন হয়। দলে যে ক'জন লোক থাকে, প্রত্যেকের জন্য ছোট অথবা মাঝারি দা থাকে, এছাড়াও সঙ্গে থাকে বড় নেট জাল, ২-৩টি হাঁড়ি, বালতি, বড় মোটা দড়ি, খড়, প্লাস্টিকের ড্রাম, টিনের ড্রাম, প্রত্যেকের জন্য একটি কদাকার মুখোশ, দুটি গামলা প্রভৃতি। এ সবই তাদের মধু সংগ্রহ করার সময় প্রয়োজন হয়। মৌলেরা সাধারণত জোয়ারের জলেই গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করার চেষ্টা করে। এদের জঙ্গলের পথঘাট সবই জানা থাকে, ফলে কোন পথে গেলে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছানো যাবে তা সহজেই নির্ধারণ করে নেয়। এই ভাবেই চলে মৌলেদের জীবন জীবিকা মৃত্যুকে হাতে নিয়ে।

নওদায় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু যুবতীর, জখম আরও ২ জন

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২০ ফেব্রুয়ারি ঃ মুর্শিদাবাদের নওদায় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক যুবতীর। মৃতের নাম, রেহেনা বিবি (৩০)। তাঁর বাড়ি ঝাউবোনা ঈদগাহ পাড়া। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সকালে আমতলা-বেলডাঙা রাজ্য সড়কে শব্দনগর বাজার এলাকায় একটি ট্র্যাক্টর ও টোটোর মুখোমুখি ধাক্কা লাগে। ফলে টোটোতে থাকা দু'জন আরোহী ও টোটো চালক গুরুতর জখম হন। পরবর্তীতে স্থানীয়রা তাঁদের আমতলা ব্লক হাসপাতালে পাঠালে চিকিৎসক রেহেনা বিবিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। গুরুতর জখম দু'জনকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

প্রবল বৃষ্টিতে বিদ্যুৎহীন পরীক্ষা কেন্দ্র, বিডিওর তৎপরতায় পুনরায় বিদ্যুৎ সংযোগ

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২০ ফেব্রুয়ারি ঃ আজ মাধ্যমিক পরীক্ষার শেষ দিনে ঠিক পরীক্ষা শুরু হওয়ার

মুহূর্তে আকাশ কালো করে প্রচন্ড বজ্রপাত সহ প্রবল বৃষ্টিতে বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়ে হরিপালের বাসুদেবপুর বিদ্যা মন্দিরের পরীক্ষা কেন্দ্রটি। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সভাপতি স্বরূপ মিত্র কে ঘটনাটি জানান। স্বরূপবাবু তৎক্ষণাত হরিপালের বিডিও পারমিতা ঘোষকে বিষয়টি জানালে তিনি তৎক্ষণাত পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ বন্টন সংস্থার আধিকারিকের সাথে যোগাযোগ করে অবিলম্বে বিদ্যুৎ সংযোগের নির্দেশ দেন। এরপরই যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে ১১ হাজার কেভির লাইনের ত্রুটি মেরামত করে দ্রুততার সাথে বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা করা হয়। এতে পরীক্ষার্থীরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, সাথে সাথে অভিভাবকরা ও স্কুল কর্তৃপক্ষ চিন্তামুক্ত হন , তারা হরিপালের বিডিও ম্যাডামকে ধন্যবাদ জানান।

হাওড়ায় গুলিবিদ্ধ পুলিশ অফিসার, আটক সঙ্গী মহিলা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২০ ফেব্রুয়ারি ঃ মধ্য হাওড়ার ঘোষপাড়া পেট্রোল পাম্পের সামনে বুধবার রাতে গাড়ির মধ্যে গুলিবিদ্ধ হন এক পুলিশ অফিসার। তাঁর হাতে গুলি লাগে বলে জানা গেছে। এদিন রাত প্রায় এগারোটা নাগাদ ওই ঘটনা ঘটে। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে হাওড়ার ব্যাঁটরা ও শিবপুর থানার পুলিশ। উদ্ধার হয় একটি গুলির খোল। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গুলিবিদ্ধ ওই অফিসারের নাম জয়ন্ত পাল। তিনি হুগলির চণ্ডীতলা থানার আইসি বলে জানা গেছে। তাঁকে হাওড়ার এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঘটনার সময় ওই অফিসারের সঙ্গে একজন মহিলা এবং আরও ২ জন পুরুষ ছিলেন। গাড়িটি আটক করেছে পুলিশ। গাড়ি থেকে বেশ কিছু জিনিস বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ওই মহিলাকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। হাসপাতালে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে ওই অফিসারকেও। এদিন রাতে হাওড়া সিটি পুলিশের উচ্চপদস্থ অফিসারেরা ঘটনাস্থলে যান। ওই মহিলার সাথে জয়ন্ত বাবুর কি সম্পর্ক তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। পুলিশ আধিকারিকরা মনে করছেন গুলি চলেছে জয়ন্ত বাবুর সার্ভিস রিভলভার থেকেই। এদিন রাতে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন হাওড়া সিটি পুলিশের পদস্থ আধিকারিকরা। গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করেন তাঁরা। মহিলাকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশ জানতে পেরেছে জয়ন্ত বাবু তাঁর ব্যক্তিগত কারণে হাওড়ায় আসেন। ওইদিন কি ঘটনা ঘটেছে, কি কারণে গুলি চলল তা জানার জন্য ওই মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। অনুমান ওই মহিলার সঙ্গে বিবাদের জেরে এমন ঘটনা ঘটতে পারে। স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য অনুযায়ী, রাত প্রায় ১১টা নাগাদ এলাকার বাসিন্দারা গুলির আওয়াজ পান। গুলির আওয়াজ পেয়ে তারা সঙ্গে সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখেন এক ব্যক্তি গুলিবিদ্ধ। রাস্তায় চাপচাপ রক্ত পড়ে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরাই পুলিশে খবর দেন। রাতে ঠিক কি ঘটনা ঘটেছিল তা জানতে পুলিশ সিসিটিভির ফুটেজ সংগ্রহ করেছে। পুলিশ জানতে পেরেছে জয়ন্ত পালের বান্ধবী ওই মহিলা হাওড়ার সাঁকরাইলের বাসিন্দা। দীর্ঘদিনের পরিচয় রয়েছে তাঁদের। এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সুমন দাস বলেন, 'আমরা ওখানে যখন গল্প করছিলাম তখন দেখলাম একজন পড়ে রয়েছে। তিনি পুলিশের লোক বলে নিজের পরিচয় দেন। তারপর ওনাকে জল দিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য বলি। সকলে মিলে বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ওরা ৪ জন ছিলেন। ১ জন মহিলা ছিলেন। তিনি গাড়িতে বসেছিলেন। পুলিশ আধিকারিকের হাতে গুলি লাগে। মহিলার মুখে রক্ত ভর্তি ছিল। কে গুলি করেছে বা আদপে গুলি চলেছে কিনা তা জানা নেই। যিনি গুলিবিদ্ধ হয়েছেন তিনি নিজের পরিচয়পত্র দেখিয়েছিলেন। উনি বলেছিলেন বিষয়টি বড় যাতে না করা হয়। এই ব্যাপারটা তাঁরাই বুঝে নিচ্ছেন।' এদিকে, হাওড়া সিটি পুলিশের এক পদস্থ কর্তা বলেন, আটক মহিলাকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। কি কারণে এই ঘটনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। জয়ন্তবাবু সুস্থ হলে তাঁকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

বিপুল পরিমান গাঁজা উদ্ধার বর্ধমানেঃ গ্রেপ্তার ১

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২০ ফেব্রুয়ারি ঃ গাঁজা পাচার করতে গিয়ে শক্তিগড় থানার হাতে ধরা পরল এক পাচারকারী। ধৃতের নাম মিঠু পাশোয়ান, সে বর্ধমান শহরের লক্ষ্মীপুর মাঠের বাসিন্দা। শক্তিগড় থানার পুলিশ ও বর্ধমান-২ ব্লকের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে ধৃতের কাছ থেকে ২২কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়েছে বলে পুলিশের দাবী। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সূত্রে খবর আসে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে বিপুল পরিমাণে গাঁজা নিয়ে এক ব্যক্তি বর্ধমানের দিকে আসছে। সেই খবর অনুযায়ী বুধবার রাতে বড়শুল এলাকায় নাকাচেকিং শুরু করে পুলিশ। ওই সময় এলাকায় উপস্থিত হন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট। নাকাচেকিং চলাকালীন সন্দেহজনক এক বাইক আরোহী কে আটকায় পুলিশ এবং তল্লাশি চালাতেই বাইকে থাকা ব্যাগ থেকে উদ্ধার হয় ২২ কেজি গাঁজা। সঙ্গে সঙ্গে ওই ব্যক্তি কে আটক করে শক্তিগ. থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার ধৃত মিঠু পাশোয়ানের বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলা রুজু করে বর্ধমান জেলা আদালতে পাঠায় পুলিশ। তদন্তের স্বার্থে ধৃতের সাতদিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানালে বিচারক পাঁচ দিনের হেফাজতের নির্দেশ দেন। এতো পরিমাণ গাঁজা সে কোথা থেকে আনছিল ও কাদের কাছে সেগুলি পাচার করত এবং তার সঙ্গে আর কারা কারা যুক্ত আছে তা ধৃত মিঠু সিং কে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

এশিয়াটিক সোসাইটি এবং আইলিড ঐতিহাসিক গবেষণা ও সংরক্ষণের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য সহযোগিতা করলো

কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি ঃ এশিয়াটিক সোসাইটি, একটি সাংস্কৃতিক অধ্যয়নের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক অধ্যয়নের অগ্রগতির জন্য একটি মর্যাদাপূর্ণ প্রতিষ্ঠান, ইনস্টিটিউট অফ লিডারশিপ, এন্টারপ্রেনারশিপ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইলিড)-এর সঙ্গে একটি ঐতিহাসিক স্মারক চুক্তিতে (এমওইউ) স্বাক্ষর করলো। এই পথপ্রদর্শক সহযোগিতা ভারতীয় ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং নথিভুক্ত করার জন্য অত্যাধুনিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) এবং উদ্ভাবনী গবেষণা পদ্ধতির ব্যবহার করবে। ঐতিহাসিক গবেষণা এবং প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের একটি নতুন যুগ এই এমওইউ স্বাক্ষরের ফলে সহযোগিতার জন্য একটি কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছেঃ

মেরিন প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা - সুন্দরবন এবং মুর্শিদাবাদের জলের সামুদ্রিক প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা পরিচালনা করা।

হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ এবং অনুবাদ - ব্রাহ্মী এবং অন্যান্য প্রাচীন লিপিতে লেখা পাণ্ডুলিপি গুলি ইংরেজিতে ডিজিটালাইজ এবং অনুবাদ করতে এআই ব্যবহার করা, পাশাপাশি ম্লান পাঠ্য এবং চিত্রগুলিকে উন্নত করা।

মিউজিয়োলজি এবং আর্কাইভ সংরক্ষণ - ঐতিহাসিক নথি এবং বস্তু সংরক্ষণের জন্য এআই ব্যবহার করে সংরক্ষণ পদ্ধতি গুলি কে উন্নত করা।

ডকুমেন্টারি এবং ওয়েব সিরিজ নির্মাণ - ভারতীয় ইতিহাস, এশিয়াটিক সোসাইটির ঐতিহ্য এবং

গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব এবং ঘটনার উপর চিত্রনাট্য ভিত্তিক বিষয়বস্তু তৈরি করা।

টেক্সটাইল ডকুমেন্টেশন - ভারতের বস্ত্রের ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পর্কে জনসাধারণের সচেতনতা বাড়ানোর জন্য শিক্ষামূলক বইপত্র তৈরি করা।

দায়িত্ব এবং যৌথ প্রচেষ্টা ঃ চুক্তির অধীনে, এশিয়াটিক সোসাইটি তার ব্যাপক আর্কাইভ সংগ্রহ এবং ঐতিহাসিক রেকর্ডগুলোর অ্যাক্সেস প্রদান করবে, পাশাপাশি গবেষণা প্রচেষ্টাকে পথনির্দেশ করার জন্য পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিশেষজ্ঞতা সরবরাহ করবে। আইলিড, যার এআই-ভিত্তিক উদ্ভাবন এবং মিডিয়া প্রোডাকশনে দক্ষতা রয়েছে, পাণ্ডুলিপি পুনর্স্থাপনের জন্য উন্নত ডিজিটাল সরঞ্জাম ব্যবহার করবে, পাশাপাশি আকর্ষণীয় ডকুমেন্টারির বিষয়বস্তু তৈরি করতে নেতৃত্ব দেবে যা ইতিহাসকে আরও বিস্তৃত শ্রোতার কাছে পৌঁছে দেবে। এই সহযোগিতায় এআই-এর ব্যবহার, ঐতিহাসিক গবেষণা এবং সংরক্ষণে, পাশাপাশি মিউজিয়োলজি এবং বস্তু সংরক্ষণে বিশেষায়িত কর্মশালা, সেমিনার এবং প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের ভবিষ্যতকে শক্তিশালী করাঃ যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে, এশিয়াটিক সোসাইটি এবং আইলিড গবেষণা এবং প্রোডাকশন প্রকল্পের জন্য তহবিল সংগ্রহের সুযোগ গুলি অন্বেষণ করবে, যাতে তাদের উদ্যোগের স্থায়িত্ব নিশ্চিত হয়। উভয় প্রতিষ্ঠান তাদের অনুসন্ধানগুলি পণ্ডিত, ছাত্র এবং বৃহত্তর জনগণের সঙ্গে ভাগ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যা ভারতের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা বাড়ানোর জন্য। এই অংশীদারিত্ব সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে, লেফটেন্যান্ট কর্নেল অনন্ত সিনহা, প্রশাসক, এশিয়াটিক সোসাইটি বলেন, এই সহযোগিতা ভারতের ঐতিহাসিক রত্নসমূহ অধ্যয়ন এবং সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে একটি রূপান্তরমূলক পদক্ষেপ হিসেবে কাজ করবে। ঐতিহ্যবাহী পাণ্ডিত্য এবং এআই-ভিত্তিক উদ্ভাবন কে একত্রিত করে, আমরা গবেষণা এবং গল্প বলার নতুন মাত্রা উন্মুক্ত করতে পারব। শ্রী প্রদীপ চোপড়া, চেয়ারম্যান, আইলিড মন্তব্য করেন, আমরা ঐতিহাসিক সংরক্ষণে আধুনিক প্রযুক্তিগত অগ্রগতি আনতে পেরে উত্তেজিত। এই উদ্যোগটি শুধুমাত্র অমূল্য রেকর্ডগুলি সংরক্ষণ করবে না, বরং নতুন প্রজন্মকে ইমার্সিভ ডকুমেন্টারি এবং ডিজিটাল কনটেন্টের মাধ্যমে ভারতের ইতিহাসে যুক্ত করবে। এশিয়াটিক সোসাইটি এবং আইলিড-এর মধ্যে এই ঐতিহাসিক অংশীদারিত্ব প্রমাণ করে যে কীভাবে একাডেমিয়া এবং প্রযুক্তি ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ, বর্ধন এবং প্রচারে একত্রিত হতে পারে।

NIQ, Govt. of West Bengal.
Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works.
1. Name of Work: "Provision for Temporary high speed internet service during the programme to be attended by VVIP's at Dhanadhanya Auditorium, Kolkata on 24-02-2025" **[Job No. KIT/RW/100 of 24-25]**
SHORT NOTICE INVITING QUOTATION **(No-057/KIT/Q of 24-25)** Bid Submission Closing : **22.02.2025 up to 03.00 PM**
2. Name of Work: "Provision for temporary IT infrastructural arrangement during the programme to be attended by VVIP's at Dhanadhanya Auditorium, Kolkata on **24-02-2025" [Job No. KIT/RW/101 of 24-25]**
SHORT NOTICE INVITING QUOTATION **(No-058/KIT/Q of 24-25)** Bid Submission Closing : **22.02.2025 up to 03.00 PM**
Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.
Sd/-
Executive Engineer, PWD
Kolkata IT Division

পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা আমি আর্ক প্রভ দত্ত, ম্যানেজমেন্ট হেড, রাধা কানাই রেনু ইনস্টিটিউট অফ বিজনেস ম্যানেজমেন্ট এর, যা ওল্ড মালদাহ পৌরসভার অর্ন্তভুক্ত ৫ নম্বর ওয়ার্ডের ভৈল মুন্ডি রোড এ মালদা থানার অন্তর্গত এলাকায় অবস্থিত। আমাদের ইনস্টিটিউট একাধিক ডিগ্রি কোর্সে ভর্তির সুযোগ করে দেয় ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজন অনুযায়ী এবং এটি একাধিক Authorized Admission Study Centre, BCI UGC Approved University-র অধীনে।

আমাদের এই ইনস্টিটিউটটি আইএসও সার্টিফাইড ইনস্টিটিউট

আমরা BA-LLB, B.B.A-LL.B, LL.B, LL.M, PhD, B-Pharma, D-Pharma, M-Pharma, BBA, MBA ডিগ্রির কোর্সে ছাত্র-ছাত্রীদের Admission করি এবং করাচ্ছি, যা সম্পূর্ন আইনী পথে। এই নোটিশটি ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে সকল মানুষের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত করা হল।

ধন্যবাদান্তে
রাধা কানাই রেনু ইনস্টিটিউট
অফ বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কর্তৃপক্ষ

আমমোক্তারনামা

মোঃ মাসুদ হাসান, পিতা- মোঃ আলফাজ হোসেন, সাং- ইচ্ছাখালি, পোঃ- কুলগাছি, থানা-রঘুনাথগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, জঙ্গীপুর A.D.S.R. **অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত গত ইং ২০১৮ সালে Book-IV, 708 নং আমমোক্তার দলিল মূলে লালবানু বিবি** আমাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন।
উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী রঘুনাথগঞ্জ থানার **৯৮ নং ঘোড়শালা মৌজাস্থিত এল, আর, ১৪২৭ নং দাগের এল. আর. ৭৬২৭ নং খতিয়ানের মোট ১১ শতক** সম্পত্তি হইতেছে।
উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন Dispute থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O. RAGHUNATHGANJ-I অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

Saharjora Gram Panchayat
Shitla Barjora Bankura
e NIT No - 06/SGP/24-25
Dated - 18/02/2025
All details of Schemes, Schedule dates and trams & condition can be obtained from **www.wbtenders.gov.in** and Saharjora Gram Panchayat Office.
Sd/-
Pradhan
Saharjora Gram Panchayat

ফর্ম নং INC-26

[কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) বিধি, ২০১৪ এর বিধি ৩০ অনুসারে]
এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে কোম্পানির নিবন্ধিত অফিস পরিবর্তনের জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারের আগে (আঞ্চলিক পরিচালক) পূর্ব অঞ্চল, কলকাতা
কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ক্ষেত্রে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩ (৪) এবং কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) বিধি, ২০১৪ এর বিধি ৩০ (৫) (ক)
এবং
লিডিং কমোসেলস প্রাইভেট লিমিটেডের নিবন্ধিত অফিসের বিষয়ে
সি/ও শেউ কুমার পোদ্দার, গঙ্গা যমুনা ভবন, ১১৩, অরবিন্দ রোড, ৩য় তলা, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭১১১০৬
...আবেদনকারীর
বিজ্ঞপ্তি হল এতদ্বারা সাধারণ জনগণকে জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানিটি ২০ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত এক্সট্রা অর্ডিনারি জেনারেল মিটিংয়ে গৃহীত বিশেষ প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে কোম্পানির স্মারকলিপির পরিবর্তন নিশ্চিত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করার প্রস্তাব করছে, যাতে কোম্পানিটি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের 'কলকাতা' থেকে 'মহারাষ্ট্র' রাজ্যের 'মুম্বাই' তে তার নিবন্ধিত অফিস পরিবর্তন করতে পারে।
কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসের প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে যার স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তিনি MCA-21 পোর্টালে (www.mca.gov.in) বিনিয়োগকারী অভিযোগ ফর্ম দাখিল করে অথবা জমা দিতে পারেন অথবা নিবন্ধিত ডাকযোগে তার আপত্তির ধরণ এবং বিরোধিতার কারণ উল্লেখ করে একটি হলফনামা দিয়ে জমা দিতে পারেন। নিজাম প্যালেস, দ্বিতীয় এমএসও বিল্ডিং, ২য় তলা, ২৩৪ / ৪, এ.জে.সি. বোস. রোড, কলকাতা-৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গে পূর্ব অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালকের কাছে। এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৪ দিনের মধ্যে আবেদনকারী কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে, সি /ও, শেউ কুমার পোদ্দার, গঙ্গা যমুনা ভবন, ১১৩, অরবিন্দ রোড, তৃতীয় তলা, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭১১১০৬-এ একটি অনুলিপি সহ আবেদনকারী কোম্পানিকে পাঠাতে হবে।
লিডিং কমোসেলস প্রাইভেট লিমিটেড
শেউ কুমার পোদ্দার
বোর্ডের পক্ষে
স্থানঃ কলকাতা — পরিচালক
তারিখঃ ২১।০২।২০২৫ — DIN: 06420262

ফর্ম নং.আইএনসি-২৬

[কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) বিধি, ২০১৪ এর বিধি ৩০ অনুসারে]
এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে কোম্পানির নিবন্ধিত অফিস পরিবর্তনের জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করতে হবে
কেন্দ্রীয় সরকারের সামনে (আঞ্চলিক পরিচালক) পূর্ব অঞ্চল, কলকাতা
কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ক্ষেত্রে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩ (৪) এবং কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) বিধি, ২০১৪ এর নিয়ম ৩০ (৫) (ক)
এবং
শিবগঙ্গা ট্রেডলিঙ্ক প্রাইভেট লিমিটেড-এর নিবন্ধিত অফিসের ক্ষেত্রে, প্রযত্নে- শেউ কুমার পোদ্দার, গঙ্গা যমুনা ভবন, ৩য় তল, ১১৩, শ্রী অরবিন্দ রোড, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭১১১০৬
...আবেদনকারী
এতদ্বারা সাধারণ জনগণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, কোম্পানিটি ২০ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত এক্সট্রা অর্ডিনারি জেনারেল মিটিংয়ে গৃহীত বিশেষ প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে কোম্পানির স্মারকলিপির পরিবর্তন নিশ্চিত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করার প্রস্তাব করছে, যাতে কোম্পানিটি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের কলকাতা থেকে মহারাষ্ট্র রাজ্যের মুম্বাইতে তার নিবন্ধিত অফিস পরিবর্তন করতে পারে।
কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসের প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে যার স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তিনি **এমসিএ-২১ পোর্টালে** (www.mca.gov.in) **বিনিয়োগকারী অভিযোগ ফর্ম** দাখিল করে অথবা জমা দিতে পারেন অথবা নিবন্ধিত ডাকযোগে তার আপত্তির ধরণ এবং বিরোধিতার কারণ উল্লেখ করে একটি হলফনামা দিয়ে আবেদন করতে পারেন। আঞ্চলিক পরিচালক, পূর্ব অঞ্চল, নিজাম প্যালেস, দ্বিতীয় এমএসও বিল্ডিং, দ্বিতীয় তল, ২৩৪/৪, এ.জে.সি. বোস রোড, কলকাতা-৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ। এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৪ দিনের মধ্যে আবেদনকারী কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে, প্রযত্নে- শেউ কুমার পোদ্দার, গঙ্গা যমুনা ভবন, ৩য় তল, ১১৩, শ্রী অরবিন্দ রোড, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭১১১০৬-এ একটি অনুলিপি সহ জমা দিতে হবে।
শিবগঙ্গা ট্রেডলিঙ্ক প্রাইভেট লিমিটেড
এর পক্ষে এবং জন্য
স্বা/- শেউ কুমার পোদ্দার
স্থানঃ কলকাতা — ডিরেক্টর
তারিখঃ ২১.০২.২০২৫ ডিআইএনঃ ০৬৪২০২৬২

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY
PARA :: PURULIA
TENDER NOTICE
Executive Officer, Para Panchayat Samity, District-Purulia invites Tender for the following items on:-
- NIT No.:- **23/EO/PPS of 2024-25 (Sl. No.-01 to 03)**
- No. of Work:- 3 (Three) nos.
- Last Date of Application:- **03.03.2025 up to 16.00 hours.**
- Date of issue of Tender paper:- **04.03.2025 at 11.00 hours. To 16.00 hours.**
- Last date of dropping of Tender papers **06.03.2025 up to 14:00 hours** in the Tender Box kept for the purpose at the office of the undersigned.
- Date of Opening of Tender **06.03.2025 after 14:00 hours.**

For more details go to website: **www.parablock.org** and **www.puruliazp.nic.in** and also may contact to Para Panchayat Samity office on working day's at office hours.
Sd/- Executive Officer
Para Panchayet Samity

পূর্ব রেলওয়ে

২০২৫ সালের মার্চ মাসের পূর্ব রেলওয়ের ই-অকশন কর্মসূচী

নং ঃ এস.৪/এস/ডিএপি/২০২৪-২৫, তারিখ ১৯.০২.২০২৫। চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার/অ্যাডমিন, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১, ২০২৫ সালের মার্চ মাসের জন্য নিম্নলিখিত ই-অকশন কর্মসূচী আহ্বান করছেন ঃ

ক্রঃ	ডিপো/ডিভিশন	অধিক্ষেত্র	তারিখ			
১.	বেলুড় ডিপো	বেলুড় ডিপো, হাওড়া এবং আসানসোল ডিভিশন	০৫.০৩.২০২৫	১১.০৩.২০২৫	১৯.০৩.২০২৫	২৬.০৩.২০২৫
২.	হালিসহর ডিপো	হালিসহর ডিপো এবং শিয়ালদহ ডিভিশন	০৪.০৩.২০২৫	১০.০৩.২০২৫	১৮.০৩.২০২৫	২৫.০৩.২০২৫
৩.	জামালপুর ডিপো	জামালপুর ডিপো এবং মালদা ডিভিশন	০৬.০৩.২০২৫	১২.০৩.২০২৫	২০.০৩.২০২৫	২৭.০৩.২০২৫
৪.	হাওড়া ডিভিশন	হাওড়া ডিভিশন	১২.০৩.২০২৫	১৯.০৩.২০২৫	২৪.০৩.২০২৫	২৭.০৩.২০২৫
৫.	আসানসোল ডিভিশন	আসানসোল ডিভিশন	০৬.০৩.২০২৫	১১.০৩.২০২৫	১৮.০৩.২০২৫	২৫.০৩.২০২৫
৬.	শিয়ালদহ ডিভিশন	শিয়ালদহ ডিভিশন	০৪.০৩.২০২৫	১০.০৩.২০২৫	১৭.০৩.২০২৫	২৬.০৩.২০২৫
৭.	মালদা ডিভিশন	মালদা ডিভিশন	০৫.০৩.২০২৫	১২.০৩.২০২৫	১৯.০৩.২০২৫	২৬.০৩.২০২৫

(STORES-79/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তি

হাওড়া ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশনে পার্কিং লট পরিচালনার চুক্তি প্রদান

নং ঃ সিওএম/ই-অকশন/এইচডব্লুএইচ/২০২৫, তারিখ ১৮.০২.২০২৫। সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, রেল যাত্রী নিবাস বিল্ডিং, হাওড়া স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। **কাজের নাম ঃ** ০৩ বছর সময়সীমার জন্য হাওড়া ডিভিশনের অন্তর্গত বিভিন্ন স্টেশনে পার্কিং লট পরিচালনার জন্য চুক্তি প্রদান। আরও বিশদ বিবরণ এবং ই-অকশনে অংশগ্রহণের জন্য অনুগ্রহ করে **ই-অকশন লিজিং** মডিউলের মাধ্যমে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখুন। **ক্যাটালগ নং ঃ পার্ক-এইচডব্লুএইচ-এফইবি-৩। অকশন শুরুর তারিখ/সময় ঃ** ০৪.০৩.২০২৫-এ দুপুর ১২টা। যথাক্রমে **ক্রঃ নং ও লট নং; স্টেশনের নাম ঃ (১)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ- বিবিএই-টিডব্লু-২২৬-২৫-১ (পার্কিং–দুই চাকার); বৈদ্যবাটী। **(২)** পার্কিং- এইচডব্লুএইচ-বিএইচএলএ-টিডব্লু-৫৯-২৫-১ (পার্কিং–দুই চাকার); বেহুলা। **(৩)** পার্কিং- এইচডব্লুএইচ-এসআরপি-টিডব্লু-৩৮-২৫-১ (পার্কিং–দুই চাকার); শ্রীরামপুর।
(HWH-616/2024-25) — **সিনি. ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, হাওড়া**
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

গৃহসজ্জা

সংগ্রহে থাকা বইগুলোকে পরিপাটি করে সাজিয়ে রাখতে কিনতে পারেন বইয়ের তাক

ছোটবেলায় ফেব্রুয়ারি মাস আসার আগে থেকেই ঠিক করে রাখতাম, বইমেলা থেকে কোন বই কিনব। এই বইমেলা ঘিরে কতই না স্মৃতি আমাদের! প্রযুক্তির এ সময়েও যাঁরা বই নিয়ে দিন কাটিয়ে দিচ্ছেন দিনের পর দিন, তাঁদের বাহবা দিতেই হয়। একজন বইপ্রেমীর কাছে বইয়ের চেয়ে প্রিয় জিনিস বোধ হয় কমই আছে। ভালোভাবে সংরক্ষণ করা না হলে খুব সহজেই নষ্ট হয়ে যায় বই। সংগ্রহে থাকা বইগুলোকে পরিপাটি করে সাজিয়ে রাখতে কিনতে পারেন বইয়ের তাক। তবে শুধু বই গুছিয়ে রাখাই না, অন্দরের সৌন্দর্য অনেকটা বাড়িয়ে দেয় মানানসই বইয়ের তাক। বেশ কয়েকটি আসবাবের ব্র্যান্ড ঘুরে দেখা গেল নানা রকম বইয়ের তাক। ছোট-বড় গতানুগতিক ধারার বইয়ের তাকের পাশাপাশি আছে দেয়ালজুড়ে বই রাখার তাক। বইয়ের তাকের আকার আকৃতিতেও দেখা মিলছে ভিন্নতার।

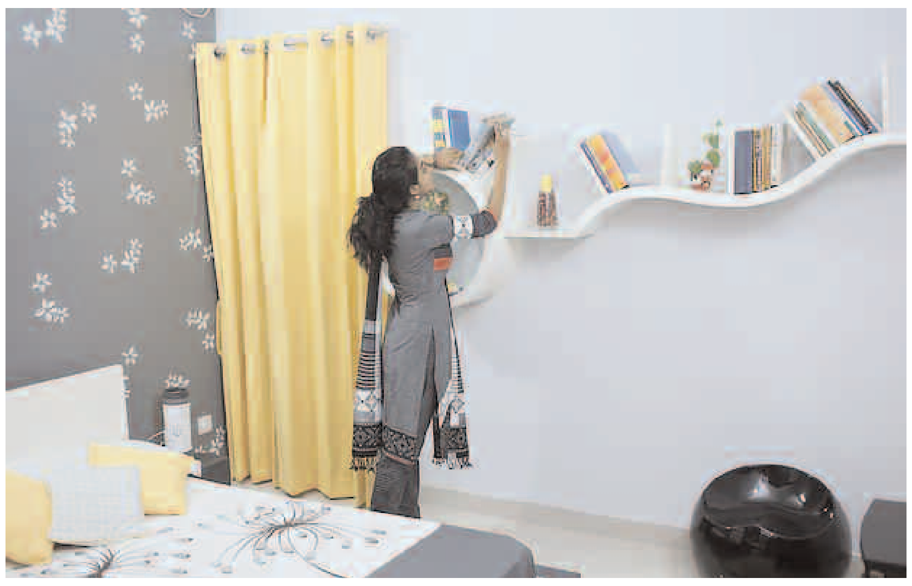

সাবেকি ধাঁচের বইয়ের তাকে নতুনত্ব

আমাদের দেশে বড় বড় আলমারির মতো কাচের দরজা দেওয়া বইয়ের তাক ব্যবহৃত হয়ে আসছে বহু বছর ধরে। এখনো সাবেকি ধাঁচ ধরে রাখতে কেউ কেউ বেছে নেন এমন বইয়ের তাক। তবে অনেকের আবার কাচে আবদ্ধ বইয়ের তাক পছন্দ নয়। বইয়ের তাক কিনতে আসা এক শিক্ষার্থী বলেন, বইয়ের তাকে কাচের ব্যবহার বইয়ের সঙ্গে একধরনের দূরত্ব তৈরি করে। এ কারণে খোলামেলা বইয়ের তাকই তাঁর পছন্দ। এ রকম বইয়ের তাকের আকৃতিতেও দেখা গেল বৈচিত্র্য। আছে চারকোনা, গোলাকার, উপবৃত্তাকার, বোতলা কৃতিসহ নানা আকারের বিভিন্ন জ্যামিতিক আকৃতির খোলা বা পাল্লাবিহীন বইয়ের তাক। সাধারণত পাঁচছয় ফুট আকারের হয়ে থাকে এসব তাক। আবার অনেককে দেখা যায়, মাটি থেকে ছাদ পর্যন্ত লম্বা বইয়ের তাক বানিয়ে নিতে।

কোন ঘরে কেমন তাক

আজকাল দেয়ালজুড়ে সাজানো তাকে বই রাখতে পছন্দ করেন অনেকেই। এতে যেমন শহরের ছোট্ট বাসায় বইয়ের জন্য একটি সুন্দর জায়গা তৈরি হয়, তেমনি ঘরের সৌন্দর্যে যুক্ত হয় ভিন্ন মাত্রা। সাদামাটা চারকোনা বইয়ের তাকে ব্যবহার করা হচ্ছে পছন্দসই মোটিফও। এসব তাকে বইয়ের পাশাপাশি ছোট ছোট গাছ বা শোপিস রাখেন অনেকে। বসার ঘরের এক পাশের দেয়ালজুড়ে রাখতে পারেন ছিমছাম নকশার বইয়ের তাক। আরেকটু বড় বইয়ের তাক রাখতে চাইলে ঘরের এক কোনায় রাখা যেতে পারে বোতলা কৃতির বইয়ের তাক। অনেকের আবার ঘুমানোর আগে বই পড়ার অভ্যাস আছে। শোবার ঘরে রাখতে পারেন পাল্লাবিহীন বইয়ের তাক। এ ছাড়া পড়ালেখার জন্য শিশুদের ঘরেও প্রয়োজন হয় বইয়ের তাকের। শিশুদের ঘরের জন্য বেছে নিতে পারেন 'বহুমুখী তাক'। কারণ, শিশুদের স্কুলের বই-খাতা, গল্পের বই, ছবি আঁকার রং ইত্যাদি সরঞ্জাম মিলিয়ে অনেকটা জায়গার প্রয়োজন হয়। পাল্লাবিহীন তাকগুলো সাধারণত বই রাখার জন্য আর পাল্লা দেওয়া তাকগুলোয় থাকতে পারে ব্যক্তিগত প্রয়োজনীয় জিনিস।

বইয়ের তাকের রং

অন্দরের অন্যান্য আসবাবের রঙের সঙ্গে মিল রেখে বইয়ের তাকের রং বেছে নিতে পারেন। এ ছাড়া দেয়ালজুড়ে থাকা বইয়ের তাকের রং নির্বাচন করার সময় দেয়ালের রং বিবেচনায় রাখুন। হালকা রঙের দেয়ালের জন্য বেছে নিতে পারেন কালো, কফি বা বাদামি রঙের বইয়ের তাক। আবার গাঢ় রঙের দেয়ালে মানিয়ে যায় সাদা বা উজ্জ্বল রঙের বইয়ের তাক। বহুসহ আসবাবের যেকোনো ব্র্যান্ডে পেয়ে যাবেন বিভিন্ন ধরনের বইয়ের তাক। এ ছাড়া কাঠের আসবাব তৈরি করে এমন কোনো দোকানে গিয়ে নিজের পছন্দমতো ডিজাইনের বইয়ের তাক বানিয়ে নিতে পারবেন। আজকাল অনেকেই ঘরের দেয়ালের সঙ্গে মিল রেখে নিজের পছন্দের ডিজাইনে বইয়ের তাক বানিয়ে নেন। পাল্লাবিহীন বইয়ের তাকের দাম পড়বে আকারভেদে ৬ থেকে ১০ হাজার টাকা। আলমারির মতো পাল্লাযুক্ত বইয়ের তাকের দাম ১২ হাজার টাকা থেকে শুরু আর দেয়ালে ঝুলন্ত বইয়ের তাকের দাম পড়বে আকারভেদে ২ থেকে ৫ হাজার টাকা।

নাটকওয়ালার বাস্তুভিটে

লিপি চক্রবর্তী

নাটকওয়ালা কলকাতা নাট্যদলের বিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে গত ১৬ ফেব্রুয়ারি শিশির মঞ্চে নাট্যদলের পক্ষ থেকে সদ্য প্রয়াত বিশিষ্ট নাট্যকার মনোজ মিত্রের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করা হল। নাট্যকারকে শ্রদ্ধা জানিয়েমনোজ মিত্রের পরবাস নাটকের দ্বিতীয় পর্ব বাস্তুভিটে মঞ্চস্থ করল তারা। গজমাধব মুকুটমনি সেই মানুষটি, যে ছত্রিশ বছর পর একসময় ছেড়ে যাওয়া তাঁর গ্রাম কাঁকড়াপোতায় ফিরে আসেন। কিন্তু সময়ের নিয়মে সেখানে হয়েছে অনেক অনেক পরিবর্তন। মেলাতে পারছেন না গজপতি। কিন্তু শিকড়ের টান এমন, তিনি খুঁজে চলেছেন সেই জায়গাটাকে, প্রায় তিন দশক আগে যে জায়গাটাকে তিনি চিনতেন। কল্পনা আর বাস্তবকে মেলাতে পারছেন না গজপতি। মানুষ তার উৎসের কাছে, অতীতের কাছে একটা সময় ফিরতেই চায়। ফিরে আসতে চায় তার ভিটেমাটির টানে।গল্প এগিয়েছে কাহিনির বিষয়ভিত্তিক বিস্তারে। এখানে সব থেকে বড় ভূমিকা হল সময়ের। সময় এই নাটকের মূল চরিত্র। পরিবর্তিত সময়, মানুষের বদলে যাওয়া মূল্যবোধ, পরিবর্তিত পরিবেশ ও সামাজিক প্রেক্ষাপট --- এই সবকিছু যখন গজপতির সামনে প্রকট হয়, তখন শুরু হয় তাঁর অস্তিত্ব সংকট।এই হারিয়ে ফেলা অতীত আর হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়ানো বর্তমান --- দুইয়ে মিলে সে সংকট তৈরি হয়, তারই প্রতিফলন ঘটেছে বাস্তুভিটেতে। সময় গ্রাস করে নিয়েছে গজমাধব মুকুটমনির ছোট্ট ভিটেবাড়ি। সেখানে দাতব্য চিকিৎসালয় হয়েছে, গড়ে উঠেছে ক্লাব। বর্তমান রাজনীতি, বেআইনি নির্মাণ, জমি দখল, অর্থলোভ, সামাজিক অবক্ষয় --- এই রকম সমকালীন বিভিন্ন বিষয় উঠে এসেছে নাটকের আঙ্গিকে। তবু নাটক উপস্থাপিত হয়েছে মজা ও হাসির মোড়কে। প্রত্যেকে অভিনয় করেছেন প্রাণ ঢেলে। বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে হয় গজমাধবের চরিত্রে দীপক দাস, গজমাধবের মেয়ে ঝুমকোর চরিত্রে শ্রমণা চক্রবর্তী, বৈরাগী চাওয়ালার চরিত্রে বিশ্বনাথ ভট্টাচার্যের অভিনয়। এছাড়াও আরো চরিত্রাভিনেতারা হলেন, মোহন ঃ জীবেশ ভট্টাচার্য , শোভন ঃ আরুষ দত্ত, শ্যামল ঃ সৌভিক গুপ্ত, পল্টুচরণঃ ইন্দ্রজিৎ ঘোষ, নীলমণী ঃ সুব্রত ব্রহ্ম, বিনোদঃ পার্থসারথী দাস, গৌতমঃ বিকাশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বুচন ঃ হারাধন দাস, বাস্তুবিদ ঃ শ্যামল কুমার চক্রবর্তী, স্নেহলতাঃ দেবযানী চক্রবর্তী, শীলাঃ তনুশ্রী দে, কাত্যায়নীঃ নূপুর দে চ্যাটার্জি, শিউলি ঃ রিয়া মণ্ডল, রোগীঃ মুকুল চক্রবর্তী ও শর্মিষ্ঠা দত্ত। নাটকে আলোর প্রক্ষেপণে সফল জয়ন্ত দাস। মঞ্চসজ্জায় আছেন অজিত রায়আবহ করেছেন সৌমেন দত্ত। নাট্যরূপ ও পরিচালনায় যথাযথ ভূমিকা পালন করেছেন শ্যামল কুমার চক্রবর্তী।

মস্কো এই যুদ্ধের শেষ দেখতে চায়

ইউক্রেন যুদ্ধে ইতি টানার জন্য কোনো শান্তি আলোচনার ক্ষেত্রে 'কার্ড' রাশিয়ার হাতে রয়েছে বলে মনে করেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এখানে কার্ড বলতে নিয়ন্ত্রণকে বুঝিয়েছেন তিনি। ট্রাম্পের মতে, রাশিয়া এরই মধ্যে ইউক্রেনের অনেক ভূখণ্ড নিজেদের দখলে নিয়েছে। তাই এমন ধারণা তাঁর। এক সাক্ষাৎকারে এসব কথা বলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। গতকাল বুধবার ফ্লোরিডায় সৌদি আরব-সমর্থিত বিনিয়োগসংক্রান্ত একটি আলোচনা শেষে রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে যাওয়ার পথে ওই সাক্ষাৎকার দেন তিনি। ট্রাম্প বলেন, তাঁর বিশ্বাস মস্কো এই যুদ্ধের শেষ দেখতে চায়। তিন বছর আগে ইউক্রেনে পুরোদমে অভিযান শুরু করেছিল রাশিয়া। ফ্লোরিডার বৈঠকে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিকে 'স্বৈরশাসক' হিসেবে আখ্যায়িত করেন ট্রাম্প। এ নিয়ে এক দিনে দুবার জেলেনস্কিকে স্বৈরশাসক বলেন তিনি।

স্বাস্থ্য উন্নয়নে তিন দিনে ছয় দেশের বিজ্ঞানী নিয়ে বিজ্ঞান সম্মেলন

আগামী ২ মার্চ ২০২৫ শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে আয়োজিত হতে চলেছে ১৬তম আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সম্মেলন। এই সম্মেলনে ভারত ছাড়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, নেপাল, থাইল্যান্ড, শ্রীলঙ্কার সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রায় একশো জন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী অংশগ্রহণ করবেন। এই সম্মেলনটি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর কর্নেল ডঃ রনজিৎ সেন প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞান সংগঠন, ওয়ার্ল্ড সায়েন্স কংগ্রেস এই সম্মেলনের আয়োজন করেছেন। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানা গেছে ওয়ার্ল্ড সায়েন্স কংগ্রেস হল একটি সরকার স্বীকৃত সামাজিক সেবামূলক বিজ্ঞান সংগঠন, যা বিগত চল্লিশ বছর ধরে বিজ্ঞান চর্চা, সমাজসেবা, সততা এবং বিশ্বাসযোগ্যতার মাধ্যমে একটি শক্তিশালী ভিত্তি গড়ে তুলেছে। এই সংগঠন বিজ্ঞানকে সমাজের সকল স্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে নিরন্তর কাজ করে, যাতে বিজ্ঞান মানুষের দৈনন্দিন জীবনে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।সংগঠনটির অন্যতম মূল লক্ষ্য হল বিজ্ঞানের মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তনের পথ সুগম করা, সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে একত্রিত করা এবং বিজ্ঞানের ব্যবহারিক ও মানবিক দিকগুলি তুলে ধরা। এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানী, গবেষক এবং শিক্ষাবিদরা অংশগ্রহণ করবেন যারা তাঁদের গবেষণা ও আবিষ্কার তুলে ধরবেন, যা ভবিষ্যতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে। সেই প্রযুক্তির সুফল কিভাবে স্বাস্থ্য পরিষেবা ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে কাজে লাগানো সম্ভব সে নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য গবেষণা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও রোবটিক্স, জৈবপ্রযুক্তি ও ন্যানোপ্রযুক্তির মত বিষয় নিয়েও আলোচনার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানা গেছে। ওয়ার্ল্ড সায়েন্স কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা।সভাপতি প্রফেসর কর্নেল ডঃ রনজিৎ সেন বলেন, ''আমাদের লক্ষ্য হল বিজ্ঞানের শক্তিকে ব্যবহার করে সমাজের কল্যাণ সাধন করা। এই আন্তর্জাতিক সম্মেলন শুধু জ্ঞান বিনিময়ের ক্ষেত্র নয়, বরং এটি একটি বৈশ্বিক সংযোগের সুযোগ এনে দেবে।১৬তম আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সম্মেলন নিঃসন্দেহে এক যুগান্তকারী অনুষ্ঠান হতে চলেছে, যা বিশ্ব বিজ্ঞানীদের একত্রিত করে নতুন গবেষণা ও প্রযুক্তির সন্ধান দেবে। এটি শুধুমাত্র একটি সম্মেলন নয়, বরং বিজ্ঞান ও মানবতার এক মিলনক্ষেত্র, যা বিশ্বকে আরও উন্নত, সুরক্ষিত এবং মজবুত করে তুলতে সাহায্য করবে।

আমরা চাই বিজ্ঞানের আশীর্বাদে নতুন নতুন আবিষ্কার আমাদের চিকিৎসা বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরো উন্নত করুক, বলে জানান শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সভাপতি ড.মলয় পীট।

লামডিং-ডিব্রুগড় সেকশনের রেলওয়ে বৈদ্যুতিকীকরণ সম্পূর্ণ হওয়ার পথে

মালিগাঁও, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ ১৯ ও ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ তারিখে মরিয়নি-সিমালুগুড়ি এবং সিমলুগুড়ি-ডিব্রুগড় সেকশন ভায়া মরানহাটে চলমান বৈদ্যুতিকী করণের কাজ পরিদর্শন করেন উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের প্রিন্সিপাল চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। এই বৈদ্যুতিকীকরণের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেলে ওভারহেড ইকুইপমেন্ট (ওএইচই)-এর মাধ্যমে গুয়াহাটির সাথে ডিব্রুগড়ের প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘটবে, ফলে ডিব্রুগড় রাজধানী এক্সপ্রেস এবং অন্যান্য সুপারফাস্ট ট্রেনগুলি ইলেক্ট্রিক ইঞ্জিন দিয়ে চলাচল করতে সক্ষম হবে। সিমলুগুড়ি-তিনসুকিয়া সেকশনের বৈদ্যুতিকীকরণের কাজ বর্তমানে চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে এবং ২০২৫-এর ২৫ মার্চ এটি চালু করার লক্ষ্য ধার্য করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে লামডিং-ডিমাপুর-ফরকাটিং-মরিয়নি সেকশন ইতিমধ্যেই চালু হয়ে গেছে। পাশাপাশি ৩১ জানুয়ারি, ২০২৫ তারিখে মরিয়নি-সিমলুগুড়ি-ডিব্রুগড় সেকশনের জন্য ইলেকট্রিক লোকোমোটিভের সফল পরীক্ষা সম্পূর্ণ করা হয়, যা আঞ্চলিক রেলওয়ে বৈদ্যুতিকীকরণের প্রচেষ্টায় এক উল্লেখযোগ্য মাইলস্টোন হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীনে

সিমালুগুড়ি-ডিব্রুগড় সেকশন এবং সহযোগী সাইডিংগুলির পাশাপাশি লামডিং-ডিব্রুগড় রুট ভায়া তিনসুকিয়ার রেলওয়ে বৈদ্যুতিকীকরণ প্রকল্পের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। লামডিং ও তিনসুকিয়া ডিভিশন জুড়ে বিস্তৃত এই প্রকল্পের কাজ ২০২২-এর মে মাস থেকে শুরু করা হয়েছিল এবং এর মধ্যে ব্যাপক পরিকাঠামোমূলক উন্নয়ন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই প্রকল্পের মধ্যে ৪৮৮ আরকেএম৬৫০ টিকেএম ওভারহেড ইকুইপমেন্ট (ওএইচই) স্থাপন, পাঁচটি ট্র্যাকশন সাবস্টেশন, ২৯টি সুইচিং স্টেশন এবং ৫০ কিমি-এর বেশি বিস্তৃত পাঁচটি ট্রান্সমিশন লাইন অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। পাশাপাশি এই প্রকল্পে পাঁচটি ওএইচইপিএসআই ডিপো নির্মাণ, পাঁচটি টাওয়ার ওয়াগন শেড এবং ১২১টি স্টাফ কোয়ার্টার, প্রশাসনিক ভবন ও স্টেশন আপগ্রেড সহ একাধিক সিভিল স্ট্রাকচার নির্মাণ করা হবে। এই প্রকল্পের অধীনে উল্লেখযোগ্য পরিকাঠামো বৃদ্ধির মধ্যে রয়েছে মানকোটায় রোড ওভার ব্রিজ (আরওবি)-এর পুনর্নির্মাণ, ডিব্রুগড় ও ডিব্রুগড় টাউন স্টেশন জুড়ে যোগাযোগ উন্নত করা। এই গুরুত্বপূর্ণ রেল করিডোরের বৈদ্যুতিকীকরণ সম্পূর্ণ হলে পরিচালনামূলক দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে, ডিজেলের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস হবে, কার্বন নির্গমন কম হবে এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হবে। এই সেকশনগুলির সফল সমাপ্তি রেলওয়ে পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক বৃহৎ মাইলস্টোন হিসেবে বিবেচিত হবে, যা এই অঞ্চলের জন্য মসৃণ, দ্রুত এবং আরও বেশি পরিবেশ-অনুকূল ট্রেন পরিচালনা নিশ্চিত করবে।

গুলিবিদ্ধ আইসি

হাওড়াঃ গুলিবিদ্ধ হয়েছেন হুগলির চণ্ডীতলা থানার আইসি জয়ন্ত পাল। বুধবার রাতে হাওড়ার এনএস রোডের ঘোষপাড়া পেট্রোল পাম্পের সামনে পুলিশ আধিকারিকের সার্ভিস রিভলভার থেকেই গুলি চলেছে, নাকি অন্য কেউ গুলি করেছে তা নিয়ে রয়েছে ধোঁয়াশা।

Name Change
I,ANSUR DAFADER,SON OF AKKAS DAFADER, RESIDING AT VILL & PO - ANULIA, RANAGHAT,NADIA - 741255, WESTSUSANTA BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ANSUR ALI DAFADER VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/02/2025.THAT ANSUR DAFADER AND ANSUR ALI DAFADER BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Alauddin (Old Name) son of Hazi Rachul Dafadar, residing at Kanthalia, Chhoto Jagulia, North 24 Pgs, Pin- 743294, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Alauddin Dafadar (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 20/02/2025. Alauddin Dafadar (New Name) and Alauddin (Old Name) both are same and identical person.

Name Change
I LAKSHMI DUPTARY,W/O TARUN KUMAR DAPTARI,R/O 9, SREEMA ROAD, BHAWANI DREEM, PO-RABINDRA NAGAR, NORTH 24 PARGANAS -700065,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS LAKSHMI DAPTARI,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/02/2025,THAT LAKSHMI DUPTARY AND LAKSHMI DAPTARI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I TANMOY DUPTARY,S/O TARUN KUMAR DAPTARI ,R/O 9, SREEMA ROAD, BHAWANI DREEM,PO-RABINDRA NAGAR,NORTH 24 PARGANAS -700065,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TANMOY DAPTARI,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/02/2025,THAT TANMOY DUPTARY AND TANMOY DAPTARI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I TARUN KUMAR DUPTARY,S/O LATE NIRANJAN KUMAR DUPTARY,R/O 9, SREEMA ROAD, BHAWANI DREEM, PO-RABINDRA NAGAR, NORTH 24 PARGANAS -700065,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TARUN KUMAR DAPTARI,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/02/2025,THAT TARUN KUMAR DUPTARY AND TARUN KUMAR DAPTARI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Abdul Latif Mollya (Old Name) son of Iyachin Mollya, residing at Uttar Panikhali, Kalisakhali, Basanti, Baruipur- 743329, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Abdul Latif Molla (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 20/02/2025. Abdul Latif Molla (New Name) and Abdul Latif Mollya (Old Name) both are same and identical person.

Name Change
I, Santosh Narayan (Old Name) son of Venkat Shankar, residing at 36J, Girish Mukherjee Road, P.O.- Bhowanipore, Kolkata- 700025, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as S Santosh Narayan (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 20/02/2025. S Santosh Narayan (New Name) and Santosh Narayan (Old Name) both are same and identical person.

Name Change
I, Md Irfan (Old Name) son of Maqbool Ahmad, residing at P-47, Mudiali Road, Garden Reach, Kolkata- 700024, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Mohammad Irfan (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 20/02/2025. Mohammad Irfan (New Name) and Md Irfan (Old Name) both are same and identical person.

Name Change
I, Sabila Khatoon (old name) wife of Abdul Samad Khan, residing at 43, Nando Ghosh Road, Kapoor Gali Masjid, Howrah- 711101, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Sabila Khatun (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 19/02/2025. Sabila Khatoon (old name) and Sabila Khatun (new name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Sekh Mobarak Ali (Old Name) son of Sk Aspiar Ali, residing at Bauria Sepai Para Baruia, P.O. & P.S.- Bauria, Dist.- Howrah, Pin- 711305, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Sk Mobarak Ali (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 20/02/2025. Sk Mobarak Ali (New Name) and Sekh Mobarak Ali (Old Name) both are same and identical person.

Name Change
I,MD MUJIB (OLD NAME), S/O LATE MD ISHAQUE, RESIDING AT 1,TOPSIA ROAD SOUTH, PO-GOBINDA KHATICK, KOLKATA-700046. WEST BENGAL,I HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD MUZIBUR RAHAMAN (NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE LD.1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT KOLKATA ON 28/01/2025. MD MD MUJIB (OLD NAME)AND MD MUZIBUR RAHAMAN (NEW NAME) ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I,SUVASHREE BHATTACHARYA CHAKRABORTY (OLD NAME) D/O AMITAVA BHATTACHARYA AND W/O ABHINANDAN CHAKRABORTY,RESIDENT OF P-24, BLOCK-B,LAKE TOWN,PO & PS -LAKE TOWN,PIN-700089, DIST-NORTH 24 PARGANAS,WEST BENGAL.I HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUVASHREE BHATTACHARYA (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/02/2025. SUVASHREE BHATTACHARYA CHAKRABORTY (OLD NAME) AND SUVASHREE BHATTACHARYA (NEW NAME) All ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I,PARAMJEET SINGH (OLD NAME) S/O JAKTAR SINGH, RESIDENT OF HUCHUK PARA LOWER CHELIDANGA, ASANSOL, PIN-713304, DIST-PASCHIM BURDWAN, WEST BENGAL.I HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PARAMJIT SINGH (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/02/2025. PARAMJEET SINGH (OLD NAME) AND PARAMJIT SINGH (NEW NAME)All ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Sudhir Shil S/o Late Abhay Charan Shil Residing at Ganti, P.o - Thakurnagar, P.s - Gaighata, District - 24 Pgs (N), Pin- 743287 West Bengal India shall henceforth be known as Sudhir Chandra Shil. I declare that Sudhir Shil and Sudhir Chandra Shil is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 20-02-2025.

Name Change
I, Suman Shil S/o Sudhir Chandra Shil Residing at Ganti, P.o - Thakurnagar, P.s - Gaighata, District - 24 Pgs (N), Pin- 743287 West Bengal India shall henceforth be known as Suman Chandra Shil. I declare that Suman Shil and Suman Chandra Shil is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 20-02-2025.

Name Change
I, Asgar Ali Quraishi S/o Late Abdul Ajij Residing at 307, Belilious Road, P.o - Howrah, P.s - Howrah, District - Howrah, Pin- 711101 West Bengal India shall henceforth be known as Asgar Ali. I declare that Asgar Ali Quraishi and Aagar Ali is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 20-02-2025.

Name Change
I, Pandey Varsha Rameshchandra W/o Vikash Pandey Residing at Staff Quarter-MQ/2, Reliance Jute Mills, Bhatpara (M), District - 24 Pgs(N), Pin - 743123 West Bengal India shall henceforth be known as Varsha Pandey. I declare that Pandey Varsha Rameshchandra and Varsha Pandey is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary public,Kolkata on 20-02-2025

Name Change
I, Ramesh Pandey S/o Vijay Shankar Pandey Residing at Dagahari Bhikhari Rampur, Suriyawa, Sant Ravi Das Nagar, Bhadohi, Uttar Pradesh - 221304 India shall henceforth be known as Ramesh Chandra. I declare that Ramesh Pandey and Ramesh Chandra is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary public,Kolkata on 20-02-2025

Name Change
I, R Padma (Old Name) wife of Venkat Shankar, residing at 36J, Girish Mukherjee Road, P.O.- Bhowanipore, Kolkata- 700025, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Padma Shankar (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 20/02/2025. Padma Shankar (New Name) and R Padma (Old Name) both are same and identical person.

Name Change
I, K M Rima Sah (Old Name) daughter of Hirdya Lal Shah, residing at OS-1, Narkeldanga Main Road, Narkeldanga Railway Quarter, Kolkata- 700011, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Rima Shah (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 19/02/2025. Rima Shah (New Name) and K M Rima Sah (Old Name) both are same and identical person.

Name Change
I, Arati Devi (Old Name) wife of Hirdya Lal Shah, residing at 213A, Narkeldanga Main Road, Narkeldanga Railway Quarter, Kolkata- 700011, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Arati Shah (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 19/02/2025. Arati Shah (New Name) and Arati Devi (Old Name) both are same and identical person.

Name Change
I, MOJAMMEL HOQUE MIDDYA S/O ISRAIL MIDDYA Resident of Vill-Saonto, P.O. Bhuenra, P.S. Pursurah, Dist-Hooghly, Pin-712415 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) MOJAMMEL HAQUE MIDDYA, vide an affidavit sworn before the Notary Office (affidavit No 533) at Arambagh Hooghly on 17/02/2025. MOJAMMEL HOQUE MIDDYA and MOJAMMEL HAQUE MIDDYA both are same and one identical person.

Name Change
I,Anindita Mazomdar Daughter of Atanu Nag,residing at 116,S.N. Banerjee Road,North Barrackpore,Dist-North 24Parganas,Pin-700120, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Anindia Nag as declared before the Ld.1st class judicial magistrate at Kolkata,dated 30/01/2025. Anindita Mazomdar and Anindia Nag both are same and one identical person.

Name Change
I, MOJAMMEL HOQUE MIDDYA S/O ISRAIL MIDDYA Resident of Vill-Saonto, P.O. Bhuenra, P.S. Pursurah, Dist-Hooghly, Pin-712415 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) MOJAMMEL HAQUE MIDDYA, vide an affidavit sworn before the Notary Officer at Arambagh Hooghly on 17/02/2025. MOJAMMEL HOQUE MIDDYA and MOJAMMEL HAQUE MIDDYA both are same and one identical person.

Name Change
I,Meherun Nesha Bibi (Old name) H/o-Tajamul Hoque, resident at, Vill-Rajaram Chak, Po-Mahakalbona, Ps-Gazole, Dist-Malda, 732102, I have changed my name to Meherun Nesha (New name) I shall be known as Meherun Nesha vide affidavit before the Notry at Berhampore on 20/02/2025 Meherun Nesha and Meherun Nesha Bibi same and one identical person.

Name Change
I, Monsur Rahaman (Old name) S/o-Arjad Ali, resident at, Vill-Rajaram Chak, Po-Mahakalbona, Ps-Gazole, Dist-Malda, 732102, I have changed my name to Munsur Rahaman (New name) I shall be known as Munsur Rahaman vide affidavit before the Notry at Berhampore on 20/02/2025 Munsur Rahaman and Monsur Rahaman same and one identical person.

Name Change
I, Swapan Kumar Karmakar (Old Name) S/O-Tapan Karmakar residing at Lokenathnagar, Anulia, Ranaghat, Dist-Nadia, West Bengal Pin-741255 do hereby decrale that I have changed my name from Swapan Kumar Karmakar to Swapan Karmakar and hencefort I shall be known as Swapan Karmakar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 20/02/2025. My name Swapan Karmakar & Swapan Kumar Karmakar both are same and one identical person.

Name Change
I, Tapan Kumar Karmakar (Old Name) S/O–Durgapada Karmakar residing at Lokenathnagar, Anulia, Ranaghat, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741255 do hereby decrale that I have changed my name from Tapan Kumar Karmakar to Tapan Karmakar and hencefort I shall be known as Tapan Karmakar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 20/02/2025. My name Tapan Karmakar & Tapan Kumar Karmakar both are same and one identical person.

Name Change
I, Endadul Haque (Old Name) S/O-Abdul Latif residing at Vill-Paschim Para Hazbibidanga , Po-Rasulpur , Ps-Nabagram , Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin- 742184 do hereby decrale that I have changed my name from Endadul Haque to Emdadul Haque and hencefort I shall be known as Emdadul Haque (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 20/02/2025 . My name Emdadul Haque & Endadul Haque both are same and one identical person.

Name Change
I, Kajal Mondal (Old Name) S/O-Sirajul Mondal residing at Vill-Santipur Gainpara Road, Po-Santipur, Ps- Santipur Dist-Nadia, West Bengal Pin-741404 do hereby decrale that I have changed my name from Kajal Mondal to Kajol Mondal and hencefort I shall be known as Kajol Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 20/02/2025. My name Kajol Mondal & Kajal Mondal both are same and one identical person.

নোনাই সেতুর জন্যই ধুঁকছে গোসাইরহাট ইকো পার্ক

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২০ ফেব্রুয়ারি ঃ নোনাই নদীর উপর ভগ্নপ্রায় দশা নোনাই সেতুর। বেহাল সেতুর উপর দিয়েই বিপজ্জনক ভাবে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রাস্তা পারাপার করছেন স্থানীয়রা। এই নড়বড়ে সেতুর উপর দিয়ে অবাধ যাতায়াতের কারণে দিনে দিনে আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠছে নোনাই সেতু। জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি মহকুমার ঝাড়আলতা ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের নোনাই নদীর উপর ভগ্ন দশায় নানাই সেতু। বেহাল সেতুর উপর দিয়েই বিপজ্জনক ভাবে চলছে যাতায়াত। স্থানীয়দের অভিযোগ, বেশ কয়েক বছর ধরে এভাবেই রয়েছে এই সেতুটি। গোসাইরহাট, খুকলুগু, মেলা বস্তি মোট তিনটি বনবস্তির মানুষ এই সেতু দিয়ে যাতায়াত করেন। বনাঞ্চল লাগোয়া এলাকার মানুষের যাতায়াতের একমাত্র ভরসা এই নানাই সেতুই। খুকলুগু জঙ্গলের গোসাইরহাট ইকো পার্কে যেতে হলে পর্যটকদের একমাত্র ভরসা এই দুর্বল সেতু। এর উপর দিয়েই ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করছেন পর্যটক থেকে সাধারণ মানুষ সকলেই। গোসাইরহাট ইকো পার্ক দীর্ঘ দিন ধরে বেহাল অবস্থায় বন্ধ ছিল। এবার নতুন করে নতুন রূপে বনদপ্তরের উদ্যোগে খুলতে চলেছে এই পর্যটন কেন্দ্রটি। পিকনিক মরসুমে বহু মানুষ পিকনিক করতে আসেন এই পার্কে। জঙ্গলে ঘেরা রাভা জনজাতির বস্তির মানুষেরা আবার পর্যটকদের দেখতে পাওয়ার আশায় চাতকের মতো দিন গুনছে। নতুন করে আশার আলো দেখতে বসছেন তাঁরা। কিন্তু এই নড়বড়ে সেতু কারণে গোসাইরহাট ইকো পার্ক জৌলুস হারাচ্ছে। এই বিপজ্জনক সেতু দিয়ে কোনো বড়ো গাড়ি চলাচল করতে পারে না। এই কারণে অনেকেই আসতে চান না এই পার্কে। এই সেতু দিয়ে চলাচল করতে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি পর্যটকদেরও ব্যাপক সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। স্থানীয়দের আরও অভিযোগ, এই সেতুকে ঠিক করার জন্য একাধিকবার স্থানীয় প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। সেতু পরিদর্শন করে গেছেন নেতা, মন্ত্রী, বিধায়ক সকলেই। এমনকি ২০২৩ সালে তৎকালীন ধূপগুড়ির বিডিও পরিদর্শন করে সেতু নির্মাণের আশ্বাসও দিয়েছিলেন কিন্তু আজও তার কোনো সুরাহা হয়নি। সেতু তৈরির দাবি এখনও অধরায় থেকে গেছে। কেন আসছে বর্ষা এবং বর্ষায় নদীর জল বাড়লে সেতুর উপর দিয়ে জলের স্রোতও বইতে থাকে। এতে আরও ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেতু। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বিগত বছরে বর্ষায় জলের তোড়ে ব্যাপক ক্ষতি হয় সেতুটির। মাটি ধসে বড়ো খাদ তৈরি হয় সেতুর মুখে। এই কারণে চলাচল স্বাভাবিক রাখতে কোনো রকমে কাঠের মাচা বানিয়ে লাগানো হয়েছে সেতুর মুখে। যদিও পুরোনো সেতুটির রেলিং ভেঙে নেই। নিচের অংশ থেকে সিমেন্ট, বালি, পাথর সরে ভেঙে পড়ছে। এর পরেও প্রশাসনের তেমন কোনও হেলদোল দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। যে কোনও সময় ঘটে যেতে পারে বড়োসড়ো দুর্ঘটনা, দাবি স্থানীয়দের। ধূপগুড়ি হাট-বাজার থেকে শুরু করে হাসপাতাল সমস্ত জায়গায় যেতে হলে এই সেতুই ভরসা বনবস্তির বাসিন্দাদের। কিন্তু তাঁদের এই সমস্যা, দুর্ভোগের কথা কেউই ভাবেন না। এমন কী প্রতিশ্রুতি মিললেও কাজ হয় না। সমস্যায় ভুক্তভুগি বাসিন্দারা চান তাঁদের যাতায়াতের এই রাস্তাটি যেন নতুন করে নির্মাণ করা হয়। তাঁরা চান প্রশাসন দ্রুত উদ্যোগ নিক।

শীর্ষে বাংলা! সারা দেশের ১০৬৮ পাখির মধ্যে শুধু পশ্চিমবঙ্গেরই ৫৪৩

দুরন্ত বার্তা, ২০ ফেব্রুয়ারি ঃ এই নিয়ে তিন বছর পর পর। বাংলাতেই আছে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক প্রজাতির পাখি! ৩৭টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল নিয়ে করা গ্রেট ব্যাকইয়ার্ড বার্ড কাউন্ট (জিবিবিসি)-এর রেজাল্টে সম্প্রতি এই তথ্য জানা গেল। গ্রেট ব্যাকইয়ার্ড বার্ড কাউন্টকে বলা হয় বিশ্বের ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট বার্ডিং ইভেন্ট। ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে হয়ে গেল এই বার্ড কাউন্ট ইভেন্ট, যেখানে গোটা ভারত থেকে ১০৬৮টি পাখির প্রজাতি রেকর্ড হয়েছে। যার মধ্যে শীর্ষে বাংলা। পশ্চিমবঙ্গ থেকে মিলেছে ৫৪৩ টি প্রজাতির পাখির খোঁজ! পশ্চিমবঙ্গের শুধু দার্জিলিং থেকেই মিলেছে ২৫২ টি প্রজাতির পাখির খোঁজ। জিবিবিসি-র এই তালিকায় ৪৪৬ টি প্রজাতির পাখি নিয়ে বাংলার পরেই আছে উত্তরাখণ্ড। এর পরে যথাক্রমে অসম-- ৪১৪ টি, কর্ণাটক-- ৩৮০টি, মহারাষ্ট্র-- ৪১৫টি, কেরালা-- ৩৪২টি। আগের সমীক্ষায় দেশে পাখির সংখ্যা পাওয়া গিয়েছিল ১০৩৬টি। সেটা বেড়ে এ বছর হয়েছে ১০৬৮টি! প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালেও বাংলার সংখ্যাটি ছিল ৫৪৩-ই। তবে গত বছরের তুলনায় এবার কাজের পরিধি একটু সীমায়িত ছিল। কেননা, এই কাজে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যাটা এ বছর বেশ কিছুটা কম ছিল। বার্ডওয়াচার্স সোসাইটি-র তরফে শান্তনু মান্না বলেছেন, মাধ্যমিকের আবহে এবারে বেশি অংশগ্রহণকারী পাওয়া যায়নি। এঁদেরকেও তিনি 'বার্ডার' বলে উল্লেখ করেছেন। শান্তনু মান্না বলেছেন এবারে 'বার্ডার' বেশি পাওয়া যায়নি, ফলে খুব বেশি এক্সপ্লোর করা যায়নি! গত সমীক্ষায় দার্জিলিংয়ে রেকর্ড হয়েছিল ৩০৮টি প্রজাতির পাখি। এবার সেটা নেমে দাঁড়িয়েছে ২৫২। তবে সেই সংখ্যাটিও বাংলার শীর্ষে। তবে চেকলিস্টে এন্ট্রির নিরিখে শীর্ষে দার্জিলিং নয়, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। সেখানে মোট ৫১৩টি প্রজাতির এন্ট্রি মিলেছে। এই ধরনের কাজ প্রথম শুরু হয়েছিল ২০১৩ সালে। সেবার ২০০ জন অংশ নিয়েছিলেন। আর এবার মোট ৫৩০০ জন অংশ নিয়েছিলেন। বাংলা থেকে অংশ নিয়েছিলেন ৩৪৪ জন।

বাংলাদেশ ভবনে পালিত হবে না, ভাষা দিবস

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ২০ ফেব্রুয়ারি ঃ বাংলাদেশ ভবনে পালিত হবে না, ভাষা দিবস। তবে বিশ্বভারতীতে যথারীতি পালিত হবে আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস। বিশ্বভারতী সূত্রে খবর, বাংলাদেশ ভবনের সংস্কার চলছে। তাই এবছর বাংলাদেশ ভবনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান স্থগিত থাকছে। এদিকে বাংলাদেশে হাসিনা সরকারের পতনের পর, সে দেশে টালমাটাল পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে বাংলাদেশ ভবনের ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তিত অনেকেই। যদিও, এর প্রভাব বাংলাদেশ ভবনের উপর আদৌ পড়বে না, বলে বাংলাদেশ ভবন আধিকারিক সূত্রে খবর। এই ব্যাপারে বিশ্বভারতীর জনসংযোগ আধিকারিক (ভারপ্রাপ্ত) এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানান, অন্যান্য বছরের মতো এবছরও যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে ২১ ফেব্রুয়ারি ইউনেস্কো-ঘোষিত 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' পালন করবে বিশ্বভারতী। ওইদিন সকাল সাড়ে আটটায় আন্তর্জাতিক অতিথি নিবাসের সামনে থেকে ('পূরবী' গেট) একটি সাংগীতিক পরিক্রমা পৌঁছোবে ইন্দিরা গান্ধী কেন্দ্রে। সেখানে ভাষাশহিদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হবে। উল্লেখ্য, ইংরেজি ২০১৭ সালে শান্তিনিকেতনে পূর্বপল্লীর পিছনের মাঠে ১ লক্ষ ৪০ হাজার বর্গ ফুট জায়গাজুড়ে তৈরি হয়েছিল আন্তর্জাতিক বাংলাদেশ ভবন । বাংলাদেশ সরকারের ৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়েছিল এই ভবন । দুই বাংলার সংহতির প্রতীক এই ভবনের নকশা নিজে হাতে তৈরি করেছিলেন বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা । পরের বছর অর্থাৎ ২০১৮ সালের ২৫ মে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই ভবনের উদ্বোধন করেছিলেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

পুরুলিয়ায় বজ্রপাতে মৃত্যু মহিলা শ্রমিকের, আহত ৪

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ২০ ফেব্রুয়ারি ঃ ইটভাটায় কাজ করতে গিয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু এক মহিলা শ্রমিকের। বাজ পড়ে মৃত্যু হয়েছে তাঁর। ঘটনায় জখম হয়েছেন আরও চার শ্রমিক। বৃহস্পতিবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে পুরুলিয়ার বোরো থানা এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত মহিলা শ্রমিকের নাম জবা মুদি। বয়স ৩১ বছর। তিনি বোরো থানার আঁকরোর মুদিডি এলাকার বাসিন্দা। ঘটনায় জখম হয়েছেন, সুমি মুদি, সুরা মুর্মু, প্রকাশ কর্মকার ও বাসন্তি মুদি। তাঁদের প্রত্যেকেই ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাঁরা সেখানেই চিকিৎসাধীন। এদিন সকালে আচমকা মেঘ কালো করে বৃষ্টি শুরু হয়। সেই সঙ্গে আকাশে বিদ্যুতের ঝলকানি। সেই আবহেই কাজ করছিলেন পাঁচ শ্রমিক। সেই সময় বাজ পড়ে মারা যান মহিলা। এদিন সকাল থেকেই মেঘলা ছিল পুরুলিয়ার আকাশ। সঙ্গে বৃষ্টি। গত ২৪ ঘণ্টায় পুরুলিয়ায় ৬ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। বৃহস্পতিবার থেকে সপ্তাহান্ত পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বৃষ্টিপাত হবে। সঙ্গে বজ্রপাতের পূর্বাভাস রয়েছে। আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, বাংলা থেকে তেলেঙ্গানা পর্যন্ত একটি অক্ষরেখা বিস্তৃত রয়েছে। তার জেরে বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকছে। বায়ুমণ্ডলের উপরের স্তরের তাপমাত্রা থেকে নিচের স্তরের থেকে অনেক কম। ফলে ব্রজগর্ভ মেঘ তৈরি হয়েছে। রাজ্যের চার জেলা-বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পূর্ব বর্ধমান ও পশ্চিম বর্ধমানে বজ্রবিদ্যুৎ- সহ বৃষ্টির আগাম সতর্কতা ছিলই। রবিবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ- সহ ঝড়-বৃষ্টি চলবে। বৃষ্টির সঙ্গে শিলা বৃষ্টি ও বজ্রপাতের আশঙ্কাও রয়েছে। আবহাওয়া দপ্তর আগেই জানিয়েছিল পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, হুগলিতে বজ্রবিদ্যুৎ- সহ বৃষ্টির সঙ্গে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে। হবে শিলাবৃষ্টিও।

মহাকুম্ভতে স্নান করতে গিয়ে পাপ বাড়াচ্ছেন একদল খারাপ মানুষ

দুরন্ত বার্তা, ২০ ফেব্রুয়ারি ঃ ইতিমধ্যে মহাকুম্ভতে কমবেশি ৫৫ কোটি মানুষ পুণ্য স্নানে গেছেন। সকলেই মনে করেন মহাকুম্ভতে স্নান করলে পাপ ক্ষয় হয় ও পুণ্য অর্জন হয়। কিন্তু কিছু মানুষ পাপ করতেই গিয়েছেন কুম্ভতে। পুলিশ সূত্রের খবর মহাকুম্ভতে মহিলাদের স্নানের দৃশ্যর ছবি তুলে তা বিক্রি করা হচ্ছে অনেক টাকায়। সম্প্রতিই উত্তরপ্রদেশ পুলিশের সোশ্যাল মিডিয়া মনিটরিং টিমের নজরে আসে, কিছু নির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্মে মহিলাদের স্নানের ও পোশাক বদলের ছবি আপলোড করা হচ্ছে। এরপরই তা খতিয়ে দেখা যায়, কুম্ভস্নানের একাধিক ছবি ও ভিডিয়োও রয়েছে তাতে। মহিলাদের সম্মানহানিকর এই ভিডিয়োগুলি দেখতে পেয়েই পদক্ষেপ গ্রহণ করে পুলিশ। উত্তরপ্রদেশ পুলিশের শীর্ষকর্তা প্রশান্ত কুমারের নির্দেশে কোতওয়ালি কুম্ভ মেলা পুলিশ স্টেশনে অভিযোগ দায়ের করা হয়। আইনি পদক্ষেপও শুরু হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, কেন এই বিষয়ে পুলিশ আগের থেকে সাবধান হলেন না? কেন মহিলারাই বা এই নিয়ে আগে অভিযোগ জানালেন না। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মহাকুম্ভে স্নান করতে আসা মহিলাদের আপত্তিকর ছবি, ভিডিয়ো তুলে ভাইরাল করা হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। এই নিয়ে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ দুটি সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে। পুলিশ ফেসবুক-ইন্সটাগ্রামের মালিক সংস্থা মেটা (Meta)-র কাছেও এই বিষয়ে তথ্য জানার জন্য সাহায্য চেয়েছে। কে অ্যাকাউন্টগুলি থেকে এই ধরনের ছবি ও ভিডিয়ো আপলোড করা হচ্ছে, তা শনাক্তকরণের জন্য সাহায্য চাওয়া হয়েছে।

তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধানের বাড়িতে হামলা, বোমাবাজি, ধৃত ১

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ২০ ফেব্রুয়ারি ঃ বৃহস্পতিবার ভোররাতে তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধানের বাড়িতে হামলা হয়। ব্যাপক বোমাবাজি হয় বলে অভিযোগ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রবল শোরগোল রায়গঞ্জের মাড়াইকুড়া এলাকায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রায়গঞ্জে স্বাভাবিকভাবে চরম আতঙ্ক ছড়িয়েছে। ইতিমধ্যেই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে এক তৃণমূল কর্মীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। শুরু হয়েছে তদন্ত। উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জের মাড়াইকুড়া পঞ্চায়েতের প্রধান তৃষা রায়। অভিযোগ, বৃহস্পতিবার ভোরে আচমকা তাঁর বাড়িতে হামলা চালায় সশস্ত্র বাহিনী। রীতিমতো ইঁটবৃষ্টি হয়। একের পর এক ভাঙতে থাকে জানলার কাঁচ। সেই সঙ্গে চলে ব্যাপক বোমাবাজি। ঘটনার জেরে স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন তৃষা ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা। খবর দেওয়া হয় থানায়। তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিশাল বাহিনী। আটক করা হয় এক তৃণমূল নেতাকে। এই ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্কিত ওই পঞ্চায়েত প্রধান। তিনি বলেন, আমি শাসক দলের প্রধান। তা সত্ত্বেও আমার উপর হামলা। তাহলে সাধারণ মানুষের কী অবস্থা। অভিযুক্তের কঠোরতম শাস্তির দাবি জানিয়েছেন সকলে। ঘটনার নেপথ্যে রাজনীতি নাকি অন্য কিছু, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

শিলা বৃষ্টির জেরে আলু চাষে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি

প্রকাশ মণ্ডল, হুগলি, ২০ ফেব্রুয়ারি ঃ শিলা বৃষ্টির জেরে আলু জমির দফারফা,আলুতে ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা চাষীদের। বৃষ্টি থামতেই আলু জমা জল সরাতে কোদাল হাতে জমিতে চাষীরা। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই হুগলি জেলার একাধিক ব্লকে প্রথমে শুরু হয় ঝড়বৃষ্টি তার পর শিলা বৃষ্টি। প্রায় আধ ঘন্টা ধরে চলে শিলা বৃষ্টি যার জেরে জমির পাকা আলু পচে নষ্ট হয়ে যেতে পারে বলে দাবি চাষীদের। আর কয়েক দিন পরেই পাকা আলু মাঠ থেকে তোলার কাজ শুরু হতো তার আগেই অসময়ে শিলা বৃষ্টির ফলে ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা প্রকাশ করছেন চাষীরা। হুগলির তারকেশ্বর হরিপাল ধনিয়াখালি সহ একাধিক ব্লকে হাজার হাজার বিঘা জমিতে দাঁড়িয়ে আছে জল, ফলে ক্ষতি হয়েছে আলুতেও। পাকা আলুতে শিলা বৃষ্টির ফলে ক্ষতি যেমন হবে ব্যাপক হারে লোকসানের মুখে পড়বেন চাষীরা। এক প্রকার শিলা বৃষ্টির জেরে মাথায় হাত আলু চাষীদের। চাষীদের ক্ষোভ আলুর দাম বাড়লে দাম নিয়ন্ত্রণে উঠে পরে মাঠে নামে সরকার কিন্তু প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে চাষে বিপুল পরিমাণ ক্ষতি হলে নজর দেয় না, এবার নজর দেবে তো ?প্রশ্ন চাষীদের।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ও/এসি/টি/১৯৯ টু ২০০ অ্যান্ড ২০২ টু ২০৫/২৪-২৫ (ওপেন), তারিখ ১৭.০২.২০২৫। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিশন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য ই-টেন্ডার (ওপেন) আহ্বান করছেন। **ক্রঃ নং ১। কেস নং ঃ** ও-এসি-টি-১৯৯-২৪-২৫। **কাজের নাম ঃ** আসানসোল ডিভিশনে ২৪টি ট্র্যাক মেশিন সাইডিং-এর সম্পর্কিত সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের জন্য ওপেন টেন্ডার। **টেন্ডারের মূল্য ঃ** ১৯,৯৬,৪৮,০০০ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১১,৪৮,২০০ টাকা। **কাজ শেষের মেয়াদ ঃ** ১০ মাস। **ক্রঃ নং ২। কেস নং ঃ** ও-এসি-টি-২০০-২৪-২৫। **কাজের নাম ঃ** এইএন/১/আসানসোলের অধিক্ষেত্রাধীনে এসএসই/পি-ওয়ে স্টোর, আসানসোলে মেরামতি ও পুনঃউন্নয়নের জন্য ওপেন টেন্ডার এবং এসএসই/ওয়ার্কস/১/অন্ডালের অধীনে অন্যান্য আনুষঙ্গিক মেরামতি কাজ। **টেন্ডারের মূল্য ঃ** ৫০,৪৯,৪০৮.৩৬ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১,০১,০০০ টাকা। **কাজ শেষের মেয়াদ ঃ** ০৬ মাস। **ক্রঃ নং ৩। কেস নং ঃ** ও-এসি-টি-২০২-২৪-২৫। **কাজের নাম ঃ** আসানসোল ইয়ার্ডে ডিপ স্ক্রিনিং, ট্র্যাক তোলা, নিকাশির উন্নয়নের জন্য কাদা অপসারণ সহ অন্যান্য বিবিধ পি-ওয়ে কাজকর্ম সমেত আসানসোল ইয়ার্ডের ইয়ার্ড লাইনের উন্নতির জন্য ওপেন টেন্ডার। **টেন্ডারের মূল্য ঃ** ৭৫,৩২,০৬৩.৯৯ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১,৫০,৭০০ টাকা। **কাজ শেষের মেয়াদ ঃ** ০৬ মাস। **ক্রঃ নং ৪। কেস নং ঃ** ও-এসি-টি-২০৩-২৪-২৫। **কাজের নাম ঃ** এইএন/১/আসানসোলের অধীনে অন্ডালে অতিরিক্ত সাম্পের ব্যবস্থাকরণ, পাম্পিং ব্যবস্থা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সহ এলএইচএস নং ৪৫২/বি-এর অ্যাপ্রোচে শেডের ব্যবস্থাকরণের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। **টেন্ডারের মূল্য ঃ** ১,৬৫,৮০,০৫৯.১২ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ২,৩২,৯০০ টাকা। **কাজ শেষের মেয়াদ ঃ** ০৬ মাস। **ক্রঃ নং ৫। কেস নং ঃ** ও-এসি-টি-২০৪-২৪-২৫। **কাজের নাম ঃ** আসানসোলে সুপারভাইজারের বিশ্রাম কক্ষের উন্নয়নের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। **টেন্ডারের মূল্য ঃ** ১৯,০২,০৬৩.৮৪ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ৩৮,১০০ টাকা। **কাজ শেষের মেয়াদ ঃ** ০৬ মাস। **ক্রঃ নং ৬। কেস নং ঃ** ও-এসি-টি-২০৫-২৪-২৫। **কাজের নাম ঃ** সিনি. ডিইএন/৪/ আসানসোলের অধীনে বিভিন্ন আরওবি-তে ডব্লু বিম ক্রস ব্যারিয়ার এবং ট্র্যাকশন গার্ডের ব্যবস্থাকরণের জন্য ওপেন টেন্ডার। **টেন্ডারের মূল্য ঃ** ৪৭,৪৩,০৯৫.৭৫ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ৯৪,৯০০ টাকা। **কাজ শেষের মেয়াদ ঃ** ০৬ মাস। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৭.০৩.২০২৫-এ দুপুর ১২টা প্রতিটির জন্য। রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ সম্পূর্ণ বিবরণ দেখা যাবে।

(ASN-339/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @Eastern Railway
@easternrailwayheadquarter

বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গের রাজভবনের প্রেক্ষাগৃহে শ্রী পি এস শ্রীধরন পিল্লাই এর দেবদূতের সান্নিধ্যে বইটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল মাননীয় ডঃ সি ভি আনন্দ বোস, গোয়ার রাজ্যপাল শ্রী পি এস শ্রীধরন পিল্লাই ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ। ছবি - সুবল সাহা

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ আরইএইচএবি-২৫-২৬, তারিখ ১৭.০২.২০২৫। ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/সি, পূর্ব রেলওয়ে ওয়ার্কশপ, কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, ২৪ পরগনা (উত্তর), পশ্চিমবঙ্গ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **অবস্থান সহ কাজের নাম ঃ** ক্যারেজ কমপ্লেক্স, কাঁচরাপাড়ায় ০১ (এক) বছরের সময়সীমার মধ্যে পিবি নং-৭৫২/২০২৪-২৫ দ্বারা স্যাঙশন বাল্ক আরএসপি কাজের প্রেক্ষিতে ১০৬টি কোচের মুখ্য রক্ষণাবেক্ষণকালে সাইকেল ডাউন টাইম কমাবার জন্য কোচের পুনর্বাসন/ওভারহলিং। **কাজের আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৮,৯২,৩৫,৭৬১.৮৬ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য(টিডিসি) ঃ** শূন্য। **ওয়েবসাইটের বিবরণ যেখানে টেন্ডার নথি পাওয়া যাবে ঃ** ভারতীয় রেলওয়ের ই-প্রোকিওরমেন্ট ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-তে ১৭.০২.২০২৫ থেকে ১১.০৩.২০২৫ তারিখের দুপুর ২টো পর্যন্ত টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ সেট পাওয়া যাবে। **জমাকৃত বিড সিকিউরিটিঃ** ৫,৯৬,২০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমাঃ** ০১ (এক) বছর। **বিজ্ঞপনের মেয়াদঃ** ১৭.০২.২০২৫ থেকে ১১.০৩.২০২৫ তারিখের দুপুর ২ টো পর্যন্ত। **অফার জমার সময়সীমাঃ** ১১.০৩.২০২৫ তারিখের দুপুর ২ টার ১৫ (পনেরো) দিন আগে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১১.০৩.২০২৫-এ দুপুর ২টা পর্যন্ত। **টেন্ডারের বৈধতাঃ** ৬৬ (ছেষট্টি) দিন। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ১১.০৩.২০২৫ তারিখে দুপুর ৩টা থেকে টেন্ডার খোলা হবে।

(MISC-338/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল পূর্ব বর্ধমান জেলার বর্ধমান থানার হরিনারায়ণপুর, বাজেপ্রতাপপুর এলাকার বাসিন্দা শ্রী বিশ্বজিত ঘোষ, পিতা মৃত শংকর ঘোষ, গত ইং-০৭.০৮.২০২৪ তারিখ বর্ধমান ডি. এস. আর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ২০২৪ সালের ৫৩৩৭ নং একখন্ড বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আসুরা খাতুন সেখ ওরফে আসুরা বিবি, মমতাজ বেগম, মনিতাজ বেগম, নূরতাজ বেগম গণের পক্ষে ২৩.০২.২০২৪ তারিখে বর্ধমান ডি. এস. আর-১ অফিসে ১নং বহির ২০২৪ সালের ১৪০৪ নং রেজিস্ট্রিকৃত আমমোক্তার নামা দলিল মূলে নিযুক্তীয় আমমোক্তারগণ মহঃ জিয়াউদ্দিন, পিতা- মরহুম মহম্মদ খোদানেওয়জ এবং মহঃ আলি সেখ, পিতা-মরহুম ইয়াদ আলি সেখ গণের নিকট হইতে বর্ধমান থানার অন্তর্গত সরাইটিকর মৌজার আর.এস ও এল. আর ২২৩২ দাগের, এল.আর ১৭৪১, ১৭৪২, ১৭৪৩, ১৭৪৪, নম্বর খতিয়ানভুক্ত মোট ৪৩৪৭ বর্গফুট - কমবেশি ৬ কাঠা সম্পত্তি খরিদ করিয়াছেন এবং উক্ত সম্পত্তির সম্পর্কে যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের এক মাসের মধ্যে বর্ধমান ১ নং বি. এল এন্ড এল আর. ও অফিসে আপত্তি জানাইতে পারেন। অন্যথায় উক্ত সম্পত্তিয় মিউটেশন / রেকর্ড আমার মক্কেলের নামে আইনানুযায়ী হইবে।

অঙ্কুর চ্যাটার্জ্জী
এ্যাডভোকেট
বর্ধমান জেলা জজ কোর্ট, পূর্ব বর্ধমান

হাওড়া পৌরনিগম

৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১১০১
ফোনঃ ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১ / ১২/ ১৩ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ www.hmcgov.in

কাগজ প্রকাশনার জন্য সংক্ষিপ্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

এইচএমসির নির্বাহী প্রকৌশলী, এইচএমসি বস্তি বিভাগে ১ (এক) নম্বর কাজের জন্য দরপত্র আহ্বান করেছেন। আগ্রহী দরদাতাদের প্যান কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স, হালনাগাদ জিএসটি সার্টিফিকেট এবং রিটার্ন (বর্তমান ত্রৈমাসিক), পিটিসিসি, আইটিসিসি এবং শংসাপত্র সহ দরপত্র জমা দিতে হবে।

দরপত্র জমা দেওয়ার (অনলাইনে) শুরুর তারিখঃ **১৮.০২.২০২৫ সন্ধ্যা ৬.০০ টা** থেকে।

দরপত্র জমা দেওয়ার (অনলাইনে) শেষ তারিখঃ **১০.০৩.২০২৫ সন্ধ্যা ৬.০০ টা পর্যন্ত।**

অনুগ্রহ করে এখানে যানঃ **https://wbtenders.gov.in**।

১৮০ (৩) / ২৪-২৫
২০।২।২৫

সচিব
হাওড়া পৌরনিগম

OFFICE OF THE KANDUAH GRAM PANCHAYAT

VILL-KANDUAH, P.O.-KANDUAH, P.S.-SANKRAIL, DIST.-HOWRAH
(1) NIeT No. KGP/126/eNIT/24-25, Dated: 17/02/2025

For and on behalf of the Kanduah Gram Panchayat, Pradhan invites tenders through E-tendering for the 12(Twelve) Nos. different works at different places. Document download/sale date from **20.02.2025 16:30 Hrs to 27.02.2025 16:30 Hrs**. Bid submission end date up to **27.02.2025 16:30 Hrs** or as per tender portal. Bid Opening Date: **03.03.2025 at 10.30 Hrs**. or as per tender portal. For details please visit office of the undersigned or website **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/- Pradhan
Kanduah Gram Panchayat

জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তি

কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটি, সাউথ ইস্টার্ন সার্কেল কর্তৃক ২১.০২.২০২৫ তারিখ খড়গপুর ডিভিসনের বেলদা-দাঁতনের মধ্যে নবনির্মিত তৃতীয় লাইন পরিদর্শন

এতদ্দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটি, সাউথ ইস্টার্ন সার্কেল, কলকাতা **২১.০২.২০২৫** তারিখে খড়গপুর ডিভিসনের বেলদা-দাঁতন-এর মধ্যে নবনির্মিত তৃতীয় লাইন পরিদর্শন করবেন। প্রয়োজনীয় পরিদর্শনটি ইনস্পেকশন স্পেশাল, মোটর ট্রলি, পুশ ট্রলি প্রভৃতির দ্বারা করা হবে এবং ইনস্পেকশন স্পেশাল দ্বারা স্পিড ট্রায়াল করা হবে **২১.০২.২০২৫ তারিখে।** সড়ক ব্যবহারকারী, স্থানীয় জনগণ এবং অন্যান্য ব্যবহারকারীদের এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞপ্তিটি মনে রাখতে এবং লাইন পারাপারের সময়ে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে ও অনধিকার প্রবেশ এড়িয়ে চলতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

(PR-1161) চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার (কন), গার্ডেনরীচ

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

ABRIDGED
TENDER NOTICE

Prodhan, Bewa-I Gram Panchayat ,FarakkaMurshidabad invites Tender NIeT No-06/ BEWA-I GP/2024-25 dated-20/02/2025 for 2 nos work under 15 th finance & 1 no work of 5th SFC within Bewa-I GP. Last date of submission application is 28/02/2025 up to 11:00 PM.

Details of Tender notice will be available in website &www.wbetenders.gov.in, Interested Tenderers may visit at the office of the undersigned in any working day.

Sd/-
Prodhan
Bewa-I GP
Farakka ,Murshidabad.

DEULPUR GRAM PANCHAYAT
Panchla, Howrah-711411
NOTICE INVITING TENDER No. (1) 648-652/DGP/NIT/15th CFC/TIED, (2) 653-662/DGP/NIT/15th CFC/UNTIED

Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful bonafide bidders for execution of total 15 (Fifteen)Nos. different works. Bid submission Starting from **21/02/2025 from 11.30 pm**. Last date of Bid submission on **27/02/2025 at 11.30 am.** Date of Opening of Technical Bid on **28/02/2025 at 12.30 PM**. For more details please visit:- **https://wbtenders.gov.in** or visit the office of the undersigned.

Sd/-Pradhan
Deulpur Gram Panchayat

OFFICE OF THE PRADHAN
JABARRAH-JHAPRA 1NO GRAM PANCHAYAT
Under Para Panchayat Samity
Vill + PO: Jhapra,Dist: Purulia
e-TENDER NOTICE
Memo No: 40/JJ-IGP/2025 Date: 20/02/2025
NIeT No. WB/PUR/PARA/PRADHAN/ JJ-I/NIT(e)-10/2024-25

Encrypted electronic bids are hereby invited by the Pradhan, Jabarrah-Jhapra 1 No GP under Para Panchayat Samity through a single stage two part e-procurement system (Part I Techno-commercial Bid, Part II: Financial Bid) using website https: **wbtenders.gov.in/** 1. Date and Time of Download/Sale: from **21/02/2025 6:30 pm to 01/03/2025 2:30 pm.** 2. Date and time of Bid Submission: from **21/02/2025 6:30 pm to 01/03/2025 02:30 pm**. 3. Date and time of Bid Opening: **03/03/2025 at 02:30 PM.** The list of schemes & other details will be available in the office notice board of the undersigned as well as above mentioned website.

Pradhan
Jabarrah-Jhapra 1 no Gram Panchayat
Para Panchayat Samity
Vill + PO- Jhapra, Dist - Purulia

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল পূর্ব বর্ধমান জেলার বর্ধমান থানার ট্রাফিক কলোনী, বাজেপ্রতাপপুর এলাকার বাসিন্দা শ্রী অরুণ মল্লিক, পিতা মৃত পরদেশী মল্লিক, গত ইং-০৩.০৬.২০২৪ তারিখে বর্ধমান ডি. এস. আর-১ অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ২০২৪ সালের ৪৪১৮ নং একখন্ড বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আসুরা খাতুন সেখ ওরফে আসুরা বিবি, মমতাজ বেগম, মনিতাজ বেগম, নূরতাজ বেগম গণের পক্ষে ২৩.০২.২০২৪ তারিখে বর্ধমান ডি.এস. আর-১ অফিসে ১নং বহির ২০২৪ সালের ১৪০৪ নং রেজিস্ট্রিকৃত আমমোক্তার নামা দলিল মূলে নিযুক্তীয় আমমোক্তারগণ মহঃ জিয়াউদ্দিন, পিতা- মরহুম মহম্মদ খোদানেওয়াজ এবং মহঃ আলি সেখ, পিতা-মরহুম ইয়াদ আলি সেখ-গণের নিকট হইতে বর্ধমান থানার অন্তর্গত সরাইটিকর মৌজার আর.এস ও এল.আর ২২৪২ দাগের, এল.আর ১৭৪১, ১৭৪২, ১৭৪৩, ১৭৪৪, নম্বর খতিয়ানভুক্ত মোট ১৮০০ বর্গফুট - কমবেশি ২ কাঠা ৮ ছটাক সম্পত্তি খরিদ করিয়াছেন এবং উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের এক মাসের মধ্যে বর্ধমান ১ নং বি.এল এন্ড এল.আর.ও অফিসে আপত্তি জানাইতে পারেন। অনাথায় উক্ত সম্পত্তির মিউটেশন / রেকর্ড আমার মক্কেলের নামে আইনানুযায়ী হইবে।

অঙ্কুর চ্যাটার্জ্জী
এ্যাডভোকেট
বর্ধমান জেলা জজ কোর্ট, পূর্ব বর্ধমান

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেলগন যথা আসুরা খাতুন সেখ ওরফে আসুরা বিবি, স্বামী- মরহুম সেখ মহম্মদ হানিফ, মমতাজ বেগম, মনিতাজ বেগম, নূরতাজ বেগম, সকলের পিতা- মরহুম সেখ মহম্মদ হানিফ গত ইংরাজীর ১৫।০২।২০২৪ তারিখে ডি.এস. আর-১, পূর্ব বর্ধমানে রেজিষ্ট্রীকৃত ১১৩৫ নং একখন্ড হেবানামা দলিল মূলে লুতফর রহমান সেখ ওরফে সেখ লুতফর রহমান, পিতা- মরহুম মহম্মদ হানিফ সেখ এর নিকট হইতে বর্ধমান থানার সরাইটিকর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সরাইটিকর মৌজাস্থিত আর.এস. ও এল.আর ২২৩২ দাগে ০.১৮৬ একর, আর.এস. ও এল.আর ২২৪২ দাগে ০.০৯৫ একর, আর.এস. ও এল.আর ২২৪৪ দাগে ০.০৯৮ একর যাহা একুনে মোট ০.৩৭৯ একর বা ৩৭.৯ শতক সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়েন, এছাড়া ও উক্ত আর.এস. ও এল.আর দাগ নং-২২৩২,২২৪২, ২২৪৪ দাগের বক্রী সম্পত্তি ও ২২৩৪ দাগের সম্পত্তি আমার উক্ত মক্কেলগন মহম্মদীয় ফারায়েজ অনুসারে ওয়ারিশান সূত্রে প্রাপ্ত হন। অতঃপর আমার উক্ত মক্কেলগন এল.আর. রেকর্ডে সরাইটিকর মৌজায় যথাক্রমে ১৭৪১, ১৭৪২, ১৭৪৩ ও ১৭৪৪ নং খতিয়ানের অন্দরে নিজ নিজ নাম নথিভুক্ত করিয়া অদ্যতক ভোগদখল ও আয় উপস্বত্ত্ব ভোগ করিয়া আসিতেছেন। অতপর আমার উক্ত মক্কেলগন নিম্নের তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয় ও হস্তান্তর করিবার প্রয়োজনে গত ইংরাজী ২৩।০২।২০২৪ তালিখ বর্ধমান ডি.এস.আর.-১ অফিসে ১ নং বহির ২০২৪ সালের ১৪০৪ নং রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তারনামা দলিল মূলে মহঃ জিয়াউদ্দিন, পিতা-মরহুম মহম্মদ খোদানেওয়াজ এবং মহঃ আলি সেখ পিতা- মরহুম ইয়াদ আলি সেখ মহাশয়গনকে আমমোক্তার হিসাবে নিযুক্ত করেন।

এক্ষনে আমার উক্ত মক্কেলগনের নিম্নের তপশীলে বর্ণিত সম্পত্তি সংক্রান্তে বা তাহাদের দ্বারা রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তারনামার বৈধতা সম্পর্কে যদি কাহারও কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের এক মাসের মধ্যে বর্ধমান ১ নং বি.এল এন্ড এল.আর.ও অফিসে বা ডিস্ট্রিক সাব রেজিষ্ট্রী অফিস, বর্ধমানে আপত্তি জানাইতে পারেন। অন্যথায় উক্ত আমমোক্তারনামা মূলে কোন ক্রেতা আমার মক্কেলগনের তপশীল বর্নিত সম্পত্তি ক্রয় করিলে তাহার তাহাদের নিজ নামে সম্পত্তির মিউটশেন রেকর্ড আইননুযায়ী পদ্ধতিতে করিতে কোন বাধা থাকিবে না।

তপশীল

জেলা-পূর্ব বর্ধমান, থানা ও সাব রেজিষ্ট্রী অফিস বর্ধমান, সরাইটিকর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সম্পত্তর মৌজা সরাইটিকর জে এল, নং-৪৬, ১) এল, আর খতিয়ান নং-১৭৪১. ১৭৪২,১৭৪৩ ও ১৭৪৪ এবং আর, এস, ও এল,আর, ২২৩২ দাগে ০.৩৪৪ একর, এবং এল.আর. খতিয়ান ৬৬৫৪ এর অন্দরে ০.১৮৬ একর।
২) এল. আর খতিয়ান নং-১৭৪১,১৭৪২,১৭৪৩ ও ১৭৪৪ এবং আর. এস. ও এল.আর. ২২৪২ দাগে ০.১৭৫ একর এবং এল, আর, খতিয়ান ৬৬৫৪ অন্দরে ০.০৯৫ একর।
৩) এল.আর খতিয়ান নং-১৭৪১,১৭৪২, ১৭৪৩ ও ১৭৪৪ এবং আর.এস ও এল, আর ২২৪৪ দাগে ০.১৮২ একর এবং এল.আর, খতিয়ান ৬৬৫৪ এর অন্দরে ০.০৯৮ একর।
৪) এল. আর খতিয়ান নং-১৭৪১, ১৭৪২, ১৭৪৩ ও ১৭৪৪ এবং আর.এস ও এল. আর. ২২৩৪ দাগে ০.১৪০ একর।
একুনে মোট আমমোক্তারকৃত সম্পত্তির পরিমান ০১ একর ২২ শতক বা ১১২ শতক।

অঙ্কুর চ্যাটার্জ্জী
এ্যাডভোকেট
বর্ধমান জেলা জর্জ কোর্ট, পূর্ব বর্ধমান

Muriganga-1 Gram Panchayat
Pakhirala. Sagarshibpur, South 24 Parganas
E-mail: murigangal.sagar@gmail.com

Office of the Muriganga-1 Gram Panchayat, Sagar Block, South 24 pgs, Online E-tender is invited from the Bonafide & successful agencies as per criteria mentioned in the tender website. **NIT No: 17/NIT/15thCFC/UNTIED/ MG-1/2025 dated 20/02/2025** Last Date of Bid Submission: **27/02/2025, 18:00 Hrs.** bate of Opening: **27/02/2025, 18:30 Hrs.** For details Pl. contact the Office of the Muriganga-1 Gram Panchayat,South24PGS,.or Visit: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Muriganga-1 Gram Panchayat

PUBLIC NOTICE

Before the Central Government Registrar of Companies, West Bengal In the matter of sub-section (3) of Section 13 of Limited Liability Partnership Act, 2008 and rule 17 of the Limited Liability Partnership Rules, 2009. In the matter of the Limited Liability Partnership Act, 2008, Section 13 (3) AND In the matter of INNVENTIK GLOBAL VENTURES LLP having its registered office at 61, B L Saha Road, South City Garden, Block 6, Tower 5, Flat 6E, Kolkata – 700 053, Petitioner. Notice is hereby given to the General Public that the LLP proposes to make a petition to Registrar of Companies, West Bengal, under section 13 (3) of the Limited Liability Partnership Act, 2008 seeking permission to change its Registered office from the state of "West Bengal" to the state of "Uttar Pradesh". Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the LLP may deliver or cause to be delivered or send by Registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition supported by an affidavit to the Registrar of Companies, West Bengal, within 21(twenty one) days from the date of publication of this notice with a copy to the petitioner LLP at its registered office at the address mentioned above.

FOR AND ON BEHALF OF
M/S INNVENTIK GLOBAL VENTURES LLP
LLPIN: AAS –9815
Sd/-
(ANKIT GUPTA) DESIGNATED PARTNER
DPIN: 08802282
Date: 21.02.2025 Place: Kolkata

MUTHOOT FINCORP LTD. | সোণা নিলাম সূচনা

Regd. Office: Muthoot Centre, TC No 27/3022, Punnen Road, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695001.
CIN : U65929KL1997PLC011518, Ph: +91 471 4911400, 2331427

এতদ্বারা সবাইকে সূচনা দেয়া হচ্ছে যে 31.03.2024 & MSGL, SPL-16, One plus, Guide Prepaid, Super value, ADGL and all other 6 months tenure Gold loans up to 30.06.2024 and MSGB, SME Suvarna & EMI due up to 31.12.2024 পর্যন্ত নিম্নোক্ত শাখাগুলিতে যেগুলি সোণা বন্ধক স্বরূপ জমা ছিল যাদের দায়মোচনের জন্যে পরিশোধ করার অন্তিম তারিখ পার হয়ে গেছে এবং বারংবার সূচিত করা স্বত্ত্বেও দায়মোচনের জন্যে পরিশোধ করা হয়নি ওই সোণাগুলি 07.03.2025 তারিখে সকাল 10 টা থেকে নিলাম করা হবে।

EAST BARDHAMAN DISTRICT - BURDWAN: 415700463, 415700473, 415700481, 415700482, 415700483, 415700484, 415700490, 415700495, 415700501, 415700519, 415700550, 415700566, 415700575, 415700586, 415700600, 415700607, 415700629, 415700637, 415700639, 415700643, 415700644, 415700645, 415700657, 415700659, 415700660, 415700661, 415700662, 415700675, 415700677, 415700682, 415700683, 415700687, 415700688, 415700690, 415700713, 415700714, 415700718, 415700719, 415700722, 415700730, 415700743, 415700745, 415700758, 415700765, 415700780, 415700783, 415700784. **KALNA-WEST BENGAL:** 290401212, 290401230, 290401235, 290401239, 290401241, 290401277, 290401288, 290401360, 290401361, 290401362, 290401368, 290401375, 290401386, 290401406, 290401415, 290401470, 290401471, 290401491, 290401498, 290401520, 290401547, 290401572, 290401582, 290401584, 290401599, 290401604, 290401620, 290401628, 290401688, 290401689, 290401690, 290401691, 290401692, 290401693, 290401697, 290401737, 290401752, 290401759, 290401769, 290401779, 290401789, 290401791, 290401795, 290401809, 290401812, 290401819, 290401820, 290401821, 290401827, 290401828, 290401834, 290401840, 290401841, 290401842, 290401843, 290401845, 290401850, 290401852, 290401853, 290401859, 290401867, 290401868, 290401869, 290401871, 290401873, 290401877, 290401880, 290401883, 290401884, 290401885, 290401886, 290401895, 290401898, 290401905, 290401912, 290401913, 290401917, 290401918, 290401919, 290401921, 290401934, 290401959, 290401960, 290401988, 290402003, 290402024, 290402042, 290402046, 290402064, 290402077, 290402078, 290402082, 290402094, 290402095, 290402100, 290402108, 290402114, 290402117, 290402119, 290402120, 290402143, 290402149, 290402150. **KATWA-WEST BENGAL:** 288901392, 288901411, 288901418, 288901459, 288901461, 288901475, 288901491, 288901497, 288901511, 288901526, 288901527, 288901539, 288901542, 288901550, 288901555, 288901570, 288901573, 288901575, 288901576, [illegible] 288000227, 288000234, 288000243, 288000273, 288000288, 288000294, 288000306, 288000312, 288000319, 288000331, 288000354, 288000368, 288000380, 288000392. **SERAMPORE-BELTING BAZAR:** 238601168, 238601184, 238601199, 238601200, 238601201, 238601202, 238601214, 238601224, 238601242, 238601268, 238601277, 238601281, 238601285, 238601314, 238601329, 238601330, 238601350, 238601369, 238601385, 238601388, 238601405, 238601420, 238601443, 238601456, 238601476, 238601493, 238601500, 238601509, 238601515, 238601542, 238601543, 238601553, 238601574, 238601575, 238601578, 238601579, 238601584, 238601586, 238601592, 238601618, 238601626, 238601635, 238601636, 238601639, 238601655, 238601658, 238601675, 238601678, 238601682, 238601687, 238601696, 238601700, 238601706, 238601708, 238601712, 238601717, 238601727, 238601735, 238601749, 238601751, 238601780, 238601790, 238601804, 238601813, 238601825, 238601841, 238601846, 238601865, 238601879, 238601880, 238601889, 238601921, 238601928, 238601950, 238601995. **SERAMPORE-MAHESH:** 2830001156, 2830001181, 2830001188, 2830001202, 2830001225, 2830001239, 2830001248, 2830001251, 2830001252, 2830001259, 2830001292, 2830001312, 2830001327, 2830001335, 2830001348, 2830001399, 2830001412, 2830001417, 2830001418, 2830001422, 2830001424, 2830001425, 2830001445, 2830001447, 2830001451, 2830001457, 2830001460, 2830001468, 2830001469, 2830001473, 2830001478, 2830001479, 2830001480, 2830001500, 2830001507, 2830001511, 2830001534, 2830001547, 2830001557, 2830001558, 2830001577, 2830001591, 2830001594, 2830001600, 2830001601, 2830001602, 2830001606, 2830001613, 2830001625, 2830001632, 2830001634, 2830001643, 2830001647, 2830001651, 2830001654, 2830001662, 2830001668, 2830001673, 2830001677, 2830001678, 2830001680, 283000204, 283000228, 283000251, 283000253, 283000257, 283000268, 283000269, 283000270, 283000273, 283000287, 283000308, 283000316, 283000363, 283000367, 283000368, 283000388, 283000389, 283000413, 283000417, 283000423, 283000433, 283000435, 283000436, 283000442, 283000456, 283000465, 283000477, 283000483, 283000485, 283000488, 283000490, 283000492, 283000496, 283000499, 283000500, 283000502, 283000503, 283000515, 283000534, 283000537, 283000541, 283000547, 283000552, 283000560, 283000567, 283000584, 283000605, 283000703, 283000706, 283000717, 283000762, 283000847, 283000885, F28813. **SHEORAPHULI:** 407300848, 407300863, 407300898, 407300909, 407300919, 407300933, 407300935, 407300936, 407300941, 407300979, 407300981, 407301007, 407301010, 407301011, 407301014, 407301019, 407301022, 407301032, 407301037, 407301041, 407301061, 407301082, 407301088, 407301095, 407301103, 407301141, 407301153, 407301162, 407301170, 407301182, 407301226, 407301234, 407301242, 407301247, 407301248, 407301258, 407301259, 407301265, 407301267, 407301273, 407301280, 407301281, 407301318, 407301320, 407301337, 407301348, 407301382, 407301384, 407301392, 407301417, 407301442.

নিলাম যথাযথ শাখাগুলিতে সম্পন্ন করা হবে। অনুগ্রহ করে জ্ঞাত হোন যে যদি কোনো কারণে একই দিনে নিলাম সম্পূর্ণ না হলে 20.03.2025 at 10.00 am at **KATWA-WEST BENGAL:** Muthoot FinCorp Ltd., First Floor, Gandhi Market, Kachari Road, Opposite State Bank of India, Katwa, West Bengal - 713130. **DANKUNI:** Muthoot FinCorp Ltd., Ground Floor, Gold, 638/1354, South Subhas Pally, Beside HDFC Bank, Dankuni, West Bengal - 712311. এই ঠিকানায় এই নিলাম সম্পন্ন করা হবে। যেগুলি ব্যক্তি নিলাম ডাকবে সবাইকে ফটো পরিচয় পত্র, প্যান কার্ড দেখানোর জন্যে অনুরোধ করা হচ্ছে। যে ব্যক্তি নিলামে সফল হওয়া ব্যক্তি তার টি জি এস (RTGS) এর মাধ্যমে টাকা স্থানান্তরণ করতে হবে।

মুথুট ফিনকর্প লিমিটেড

‘আরও কয়েক বছর খেলতে পারি’, অবসর নিয়ে অকপট ধোনি

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

কেরিয়ারে অনেক চাপের মুহূর্ত সামলেছিলেন তিনি। সেটা টি-২০ বিশ্বকাপের শেষ ওভার হতে পারে। কিংবা ব্যাট হাতে ওয়াংখেড়ের ফাইনাল। দলকে জিতিয়েছেন, কখনও স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে-একরাশ হতাশা নিয়ে মাঠ ছেড়েছেন। সাফল্য আর ব্যর্থতার দোলাচলেই ক্রিকেট জীবনের অনেকখানি সময় কেটে গেছে তাঁর। মহেন্দ্র সিং ধোনি আপাতত আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন। যদিও আইপিএলের লড়াইয়ে তিনি স্বমহিমায় বিরাজমান। তেতাল্লিশে পা দিয়েও চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে হলুদ জার্সি পরে মাঠে নামেন ধোনি। আর কতদিন? কত বছর ধরে খেলাটা চালিয়ে যাবেন? দীর্ঘ সময় ধরে এই প্রশ্ন ক্রিকেট মহলে ঘুরপাক খাচ্ছে। এবার তাই নিয়ে ঘুরিয়ে জবাব দিলেন ধোনি। জানালেন, ‘‘২০১৯ সালে আমি অবসর নিই। তারপর থেকে অনেকটা সময় পেরিয়ে গেছে। এই মাঝের সময়টুকু আমি খেলাটা উপভোগ করেছি। আর আগামিতে, যত বছরই খেলি না কেন, সেটাই করে যাব।’’ অর্থাৎ, ঠারেঠোরে ধোনি বুঝিয়ে দিয়েছেন আপাতত, অন্তত এক বছরের মধ্যে, তিনি অবসর নেবেন না। কীভাবে খেলতে চান আগামি সময়ে? রোজকার ট্রেনিং তো আপাতত উধাও। দেশের জার্সি পরে মাঠে নামার ঝক্কিঝামেলা নেই। প্রশ্ন শুনেই স্মৃতির সাগরে ডুব দেন ধোনি। বলেন, ‘‘আমি ছেলেবেলার দিনগুলিতে ফিরে যেতে চাই। যখন রোজ বিকেল চারটায় খেলতে বেরোতাম। পাড়ার বন্ধুদের ডেকে আনতাম। আবহাওয়া খারাপ হলে ক্রিকেটের বদলে ফুটবলে মেতে উঠতাম। সেই সহজ-সরল দিনে ফিরে গেলে ভাল হত। কিন্তু এত জানি যে, এটা করার থেকে বলা অনেক সহজ।’’ দেশের হয়ে খেলার চাপ কেমন ছিল? প্রশ্নে স্ট্রেট ড্রাইভ হাঁকালেন টিম ইন্ডিয়ার একদা ‘ক্যাপ্টেন কুল’। জানালেন, নিজের কেরিয়ারকে সবসময় পেছনে রেখেছিলেন তিনি। দেশের হয়ে খেলার সুযোগ সবাই পায় না। যারা পায় তারা ভাগ্যবান। তিনি নিজেও সেই সৌভাগ্যের অধিকারী। যখনই মাঠে নেমেছেন দলকে আগে রেখেছেন। টিম ছাড়া কোনওকিছুই চিন্তায় ছিল না। বন্ধুত্ব থেকে ব্যক্তিগত জীবন-সবকিছু পেছনের সারিতে। ঘুমোনোর সময় থেকে বিছানা ছাড়ার টাইমিং-ঠিক হত খেলার ও ট্রেনিংয়ের সময় অনুযায়ী। এর জন্য কষ্ট হয়? প্রশ্ন শুনে ধোনির উত্তরঃ ‘‘সবকিছুর সঠিক সময় রয়েছে। বন্ধুত্বেরও। আর আমি সেটা দেশের হয়ে খেলার সময় বুঝে ফেলেছিলাম। এটাই সবচেয়ে বড় বিষয়।’’

বলে শামি, ব্যাটে শুভমন!

জয় দিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি শুরু ভারতের

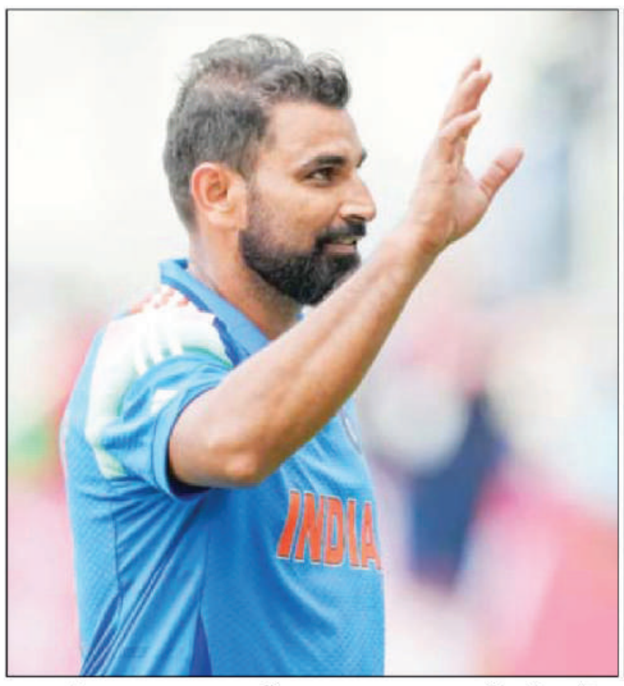

দুবাই, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ বোলাররা প্রাথমিক কাজটা করেছিলেন। যদিও চিন্তা ছিল পিচ। অক্ষর প্যাটেল ইনিংস ব্রেকে বলেছিলেন, এই পিচে ২২৯ সহজ টার্গেট। বল পুরনো হলেই খেলতে সুবিধা হবে। প্রত্যাশা ছিল, শিশিরেরও। সে সব কিছুই হল না। সময়ের সঙ্গে ব্যাটিং আরও কঠিন হল। বল থমকে আসছিল। বড় শট খেলতে সমস্যা হচ্ছিল। শুভমন গিল ১২৫ বলে সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন। ২০১৯ বিশ্বকাপের পর ভারতীয় ব্যাটারদের মধ্যে এটিই মন্থর সেঞ্চুরি। এর থেকেই পরিষ্কার, কতটা কঠিন পরিস্থিতিতে ব্যাট করতে হয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেটের প্রিন্স শুভমন গিল ভাইস ক্যাপ্টেনও। দায়িত্ব পালন করলেন। শুরু থেকে শেষ, ম্যাচ জিতিয়েই মাঠ ছাড়লেন শুভমন। যদিও উইনিং শট লোকেশ রাহুলের ব্যাটে। ছয় মেরে ম্যাচ ফিনিশ করেন রাহুল। ৬ উইকেটের জয়ে শুভ শুরু। টস জিতে ব্যাটিং নিয়েছিলেন বাংলাদেশ অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত। ভারতের অভিজ্ঞ পেসার মহম্মদ সামি এবং তরুণ হর্ষিত রানার দাপটে দারুণ শুরু ভারতের। কিছুক্ষণের মধ্যে অক্ষর প্যাটেল আক্রমণে। জোড়া উইকেট ওভার। মাত্র ৩৫ রানেই বাংলাদেশের পাঁচ উইকেট ফেলে দিয়েছিল ভারত। তবে ষষ্ঠ উইকেটে ১৫৪ রানের পার্টনারশিপ গড়ে বাংলাদেশকে ভালো জায়গায় পৌঁছে দেন জাকের আলি ও তৌহিদ হৃদয়। ওডিআই কেরিয়ারে প্রথম সেঞ্চুরি করেন তৌহিদ হৃদয়। সামির ফাইফারে ২২৮ রানে অলআউট বাংলাদেশ। টার্গেট ছোট মনে হতেই পারে। অন্তত শুভমন-রোহিত ওপেনিং জুটি ক্রিজে থাকার সময় তাই মনে হয়েছিল। বিধ্বংসী মেজাজে ব্যাট করছিলেন ক্যাপ্টেন ও ভাইস ক্যাপ্টেন। কিন্তু রোহিত ফিরতেই খেলা মন্থর হয়। বিরাট কোহলি অ্যাঙ্কর করার চেষ্টা করেন। সেট হয়েও লেগস্পিনারের ফাঁদে বিরাট। শ্রেয়স, অক্ষর প্যাটেল অল্প সময়ের ব্যবধানেই ফেরেন। লোকেশ রাহুল যোগ দেন শুভমনের সঙ্গে। ব্যক্তিগত ৯ রানে রাহুলের ক্যাচ ফসকেছিলেন জাকের আলি। সেটাও টার্নিং পয়েন্ট হয়ে দাঁড়ায়। শুভমনের সঙ্গ দিলেন শেষ অবধি। ছয় মেরে ম্যাচও ফিনিশ করেন রাহুল। ৪৭ বলে ৪১ রানে অপরাজিত থাকেন। বোলিংয়ে সামি, হর্ষিত, অক্ষর। ব্যাট হাতে সেঞ্চুরিতে নায়ক শুভমন। ওডিআই কেরিয়ারে অষ্টম সেঞ্চুরি। টানা দ্বিতীয়। কেরিয়ারে এখনও অবধি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেঞ্চুরিও বলা যায়।

দলের পারফরম্যান্স নিয়ে খুশি পেট্র ক্র্যাটকি

হায়দরাবাদ, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ গত অ্যাওয়ে ম্যাচে পেদ্রো বেনালির শক্তিশালী নর্থইস্ট ইউনাইটেডকে পরাজিত করেছিল মুম্বই সিটি এফসি। তারপর থেকে এখনও পর্যন্ত জয়ের দেখা পায়নি দেশের বানিজ্য নগরীর এই ফুটবল ক্লাব। বিশেষ করে গত হোম ম্যাচে মানোলো মার্কুয়েজের এফসি গোয়ার বিপক্ষে সহজ জয় ছিনিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা থাকলেও কাজের কাজ তেমন কিছুই হয়নি। বরং গোটা ম্যাচ জুড়েই দাপট দেখিয়েছিল ইকের গ্যারেক্সোনা থেকে শুরু করে বোরহা হেরেরার মতো ফুটবলাররা। এবার সেই প্রভাবই যেন লক্ষ্য করা গেল হায়দরাবাদ ম্যাচে। গত বুধবার সন্ধ্যায় গাছিবাউলি স্টেডিয়ামে পরবর্তী ম্যাচ খেলতে নেমেছিল লালিয়ানজুয়ালা ছাংতেরা। টুর্নামেন্টের দুর্বল এই দলের বিপক্ষে সহজ জয় পাওয়ার লক্ষ্য থাকলেও সেটা সম্ভব হয়নি। সম্পূর্ণ সময়ের শেষে গোলশূন্য ফলাফলে শেষ হয় আইএসএলের এই ম্যাচ। বলাবাহুল্য, গোটা ম্যাচ জুড়ে লালিয়ানজুয়ালা ছাংতে থেকে শুরু করে ব্র্যান্ডন ফার্নান্দেজরা গোলের একাধিক সুযোগ তৈরি করলেও সেটা সঠিকভাবে কাজে লাগানো সম্ভব হয়নি। এমনকি পরবর্তীতে ভারতীয় তারকা বিপিন সিং মাঠে নেমে গোলের মুখ খোলার মরিয়া চেষ্টা চালালেও হায়দরাবাদ দলের গোলরক্ষক আর্শদীপ সিংয়ের একক দক্ষতায় গোল দূর্গ অক্ষত থাকে নিজামের শহরের এই ফুটবল ক্লাবের। এক্ষেত্রে দলের জয় না আসলেও দলের পারফরম্যান্স নিয়ে যথেষ্ট হতাশ মুম্বই সিটি এফসির কোচ। ম্যাচ শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, ‘‘আমার মতে, আমরা খেলাটি জিতেছি। বিশেষ করে এমন একটি দলের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করেছি যারা বিগত কয়েক ম্যাচে একাধিক দলকে চাপে রেখেছিল। যদি হায়দরাবাদ এফসির সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স দেখা হয় তাহলে সহজেই বোঝা যায় যে তাঁরা অনেক দলের জন্য চিন্তার কারণ থেকেছে। আমার মনে হয় না তাঁরা আমাদের সাথে এমন করেছে। আমরা ভালো ফুটবল খেলেছি, আমাদের কৌশল বাস্তবায়িত করেছি এবং সুযোগ তৈরি করেছি।’’ তবে আমাদের ভুল ত্রুটি গুলো শুধরে নিতে হবে। দলের গোল না আসার বিষয়গুলির দিকে নজর দিতে হবে। মোহনবাগানের বিপক্ষে এই সমস্ত দিক খতিয়ে দেখেই আমরা মাঠে নামবো।’’

আর্সেনালকে আরও কাছে আসার গল্প লেখার সুযোগ দিল লিভারপুল

বার্মিংহ্যাম, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে প্রতিটি ম্যাচ এখন মহাগুরুত্বপূর্ণ। তেমনই এক ম্যাচে বুধবার রাতে অ্যাস্টন ভিলার মুখোমুখি হয়েছিল শীর্ষে থাকা লিভারপুল। কিন্তু ভিলা পার্কের ফলে লিভারপুল-সমর্থকদের খুশি হওয়ার কোনো কারণ নেই। প্রতিপক্ষের মাঠে লিভারপুল ড্র করেছে ২-২ গোলে। এই ড্রয়ে আর্সেনালকে আরেকটু কাছে আসার সুযোগও করে দিল অ্যানফিল্ডের ক্লাবটি। সেই সঙ্গে লিগ রেসে নিরঙ্কুশ আধিপত্যও কিছুটা হারিয়ে ফেলল আর্নে স্লটের দল। ভিলার সঙ্গে ড্রয়ের পর ২৬ ম্যাচে লিভারপুলের পয়েন্ট এখন ৬১। এক ম্যাচ কম খেলে আর্সেনালের পয়েন্ট ৫৩। এখন ৮ পয়েন্টে পিছিয়ে থাকলেও শনিবার ওয়েস্ট হামের বিপেক্ষ আর্সেনাল জিতলে ব্যবধান কমে আসবে ৫ পয়েন্টে। অ্যাস্টন ভিলার মাঠে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলেছে দুই দল। লিভারপুলের সঙ্গে এ সময় পাল্লা দিয়ে খেলেছে অ্যাস্টন ভিলা। এমনকি শুরুতে গোলও পেয়ে যায় তারা যদিও সেই গোল বাতিল হয় অফসাইডের কারণে। এরপর দুই দলই চেষ্টা করে গোল করে এগিয়ে যেতে। তবে ম্যাচের ২৯ মিনিটে লিভারপুলকে একরকম গোল উপহার দিয়ে বসে অ্যাস্টন ভিলা। বক্সের কাছাকাছি জায়গা থেকে অ্যাস্টন ভিলার রাইটব্যাক আন্দ্রেস গার্সিয়া ব্যাক পাস দিতে গিয়ে বল তুলে দেন দিয়োগো জোতাকে।

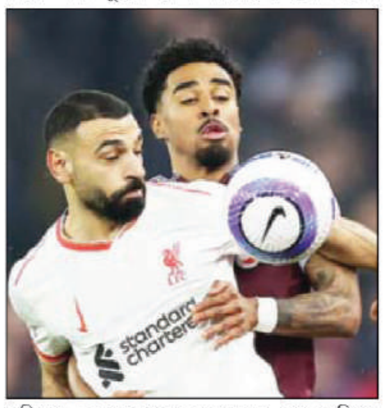

সুবিধাজনক জায়গায় বল পেয়েও জোতা নিজে শট নেননি, বাড়িয়ে দেন সালাহর উদ্দেশে। সহজ সুযোগ কাজে লাগাতে ভুল করেননি সালাহ। দারুণ ফিনিশিংয়ে এগিয়ে দেন লিভারপুলকে। এটি চলতি মরসুমে লিগে সালাহর ২৪তম এবং সব মিলিয়ে ২৯তম গোল। এই লিড অবশ্য দ্রুতই হারিয়ে ফেলে লিভারপুল। অ্যাস্টন ভিলাকে গোল করে সমতায় ফেরান ইউরি টিলেমানস। এরপর এগিয়ে যাওয়ার সহজ সুযোগ হাতছাড়া করেন জোতা। তবে যোগ করা সময়ে লিভারপুলের হতাশা বাড়িয়ে লিড নেয় অ্যাস্টন ভিলা। দারুণ এক আক্রমণ থেকে দলটির হয়ে গোল করেন ওলি ওয়াটকিনস। এই গোলে ২-১ ব্যবধানে পিছিয়ে থেকেই বিরতিতে যায় লিভারপুল। বিরতির পর দুই দলই চেষ্টা করে গোল আদায়ের। আক্রমণ, প্রতি-আক্রমণে লড়াই জমছিলও দারুণ। তবে এর মধ্যে ম্যাচের ৬১ মিনিটে আয়োজকদের হতাশায় ভাসিয়ে লিভারপুলকে সমতায় ফেরান ট্রেন্ট আলেক্সান্ডার-আরনল্ড। এই গোলে তাঁকে সহায়তা করেন সালাহ। সমতা ফেরার পর দুই পক্ষই ম্যাচে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ তৈরি করেছিল। তবে অ্যাস্টন ভিলার চেয়ে অপেক্ষাকৃত সহজ সুযোগ পেয়েছে লিভারপুলই। কিন্তু সেই সুযোগগুলো চেষ্টা করেও কাজে লাগাতে পারেনি তারা। শেষ পর্যন্ত আর কোনো গোল না হলে পয়েন্ট ভাগাভাগি করেই সন্তুষ্ট থাকতে হয় লিভারপুলকে।

মাইনাস ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় মেসির গোলে জিতল ইন্টার মায়ামি

কানসাস, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ ভয়াবহ তুষারপাতে বিপর্যস্ত অবস্থা যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যপশ্চিমাঞ্চলের অঙ্গরাজ্য কানসাসের। এমন আবহাওয়ায় ঘর থেকে বেরোনোই কঠিন, সেখানে আবার ফুটবল! তাপমাত্রা হিমাঙ্কের অনেক নিচে চলে যাওয়ায় আবহাওয়া অফিস কানসাস সিটির পরিবেশকে দুর্যোগপূর্ণ ঘোষণা করে। ফলে কনক্যাকাফ চ্যাম্পিয়নস কাপে স্থানীয় দল স্পোর্টিং কেসির বিপক্ষে লিওনেল মেসির ইন্টার মায়ামির ম্যাচটা ২৪ ঘণ্টা পিছিয়ে দেওয়া হয়। আজ তুষারপাত না হলেও তাপমাত্রা মাইনাস ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। হিমেল বাতাসের কারণে তা মাইনাস ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মতো অনুভূত হচ্ছে। এ ধরনের আবহাওয়ায় কখনোই খেলেননি মেসি। প্রচণ্ড ঠান্ডায় জবুথবু হয়ে পড়ায় এই ম্যাচেও তিনি না-ও খেলতে পারতেন। কিন্তু তীব্র শীতকে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়ে মেসি খেললেন, গোল করলেন এবং মায়ামিকে জেতালেন। কানসাস সিটির মাঠ চিলড্রেন’স মার্সি পার্কে ম্যাচের ৫৬ মিনিটে মেসির গোলেই কনক্যাকাফ চ্যাম্পিয়নস কাপের প্রথম রাউন্ডের প্রথম লেগে ১-০ ব্যবধানে জিতেছে মায়ামি। নতুন মরসুমে এটাই মেসিদের প্রথম প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ। দুই দলের ফিরতি লেগের ম্যাচটি হবে ভারতীয় সময় আগামী বুধবার সকালে মায়ামির মাঠ চেজ স্টেডিয়ামে। প্রতিপক্ষের মাঠে জিতে আসায় শেষ ষোলোর পথে অনেকটা এগিয়ে গেছে মায়ামি। ম্যাচ জেতানো দৃষ্টিনন্দন গোলটা মেসি করেছেন

প্রায় মাঝমাঠ থেকে সের্হিও বুসকেতসের উঁচু করে বাড়ানো পাস থেকে। কানসাস সিটির বক্সে ঢুকে বুক দিয়ে বল রিসিভ করেন আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি। এরপর বাঁ পা থেকে ডান পায়ে নিয়ে স্পোর্টিং কেসির মিডফিল্ডার এরিক টমিকে ফাঁকি দিয়ে গোলকিপার জন পুলসক্যাম্পকে বোকা বানান। ২০২৫ সালে প্রতিযোগিতামূলক ফুটবলে এটিই মেসির প্রথম গোল। এ নিয়ে টানা ২১ মরসুম গোল পেলেন তিনি। বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ারে তাঁর গোলসংখ্যা বেড়ে হলো ৮৫১। কনকনে ঠান্ডা থেকে কিছুটা রেহাই পেতে মেসিসহ দুই দলের প্রায় সব খেলোয়াড় গ্লাভস, গলায় ওয়ার্মার ও লম্বা আকারের মোজা পরে খেলতে নেমেছিলেন। স্পোর্টিং কেসির খেলোয়াড়েরা এমন আবাহাওয়ায় অভ্যস্ত হয়ে পড়লেও দক্ষিণ ফ্লোরিডার গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আবহাওয়ায় অভ্যস্ত মেসি ও তাঁর সতীর্থদের এই পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে হয়েছে। এমন প্রতিকূল পরিবেশেও ম্যাচের ব্যবধান গড়ে দিয়েছেন মেসি। স্পোর্টিং কেসির কোচ পিটার ভারমেসও এক বাক্যে স্বীকার করেছেন, মেসির কারণেই তাঁর দলকে হারতে হয়েছে, ‘‘একজন ব্যক্তিই ছিল, যে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারত এবং সে সেটাই করেছে।’’ ইন্টার মায়ামির কোচ হাভিয়ের মাচেরানো মেসির গোল নিয়ে অনুভূতি প্রকাশ করেছেন এক শব্দে, ‘চমৎকার’। এরপর বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন, ‘‘আমি সত্যিই গর্বিত। কারণ, আমার মনে হয়, এই পরিবেশে খেলা অসম্ভব ছিল। আপনারা জানেন, সে (মেসি) মানুষ নয়। যারা তাকে চেনে, তারা জানে, এটা স্বাভাবিক। কারণ, এ রকম গোল সে হাজারবার করেছে। তবে আমরা তাকে এখানে পেয়ে খুবই ভাগ্যবান।’’

জাদুকর এমবাপের হ্যাটট্রিকে সিটিকে বিদায় করে শেষ ষোলোয় রিয়াল মাদ্রিদ

মাদ্রিদ, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ মাদ্রিদে চ্যাম্পিয়নস লিগ প্লে-অফের দ্বিতীয় লেগে খেলতে যাওয়ার আগে রিয়াল মাদ্রিদকে কথার ফাঁদে ফেলে মনস্তাত্ত্বিকভাবে এগিয়ে যেতে চেয়েছিলেন পেপ গার্দিওলা। শুরুতে নিজের জয়ের সম্ভাবনা ১ শতাংশ বললেও পরে নিজের অবস্থান থেকে সরে আসেন ম্যানচেস্টার সিটি কোচ। মিথ্যা বলছিলেন বলে মন্তব্য করেন গার্দিওলা নিজেই। বুধবার রাতে ম্যাচ শেষে গার্দিওলার মনে হতে পারে, শেষ কথাটি তিনি হয়তো না বললেও পারতেন। শুধু কিলিয়ান এমবাপেকে দেওয়ার মতো জবাবই যে ছিল না গার্দিওলার হাতে। দুর্দান্ত এক হ্যাটট্রিকে সিটির ১ শতাংশ সম্ভাবনাকে শূন্যে নিয়ে গেছেন এই ফরাসি তারকা। সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে অবশ্য ম্যাচ আধা ঘণ্টা না পেরোতেই আক্ষরিক অর্থেই সিটির সম্ভাবনা ১ শতাংশে নেমে আসে। প্রথম লেগে ১ গোলে পিছিয়ে থাকা দলটি তখন পিছিয়ে পড়েছে ৩ গোলে। এমবাপের জোড়া গোলে রিয়াল তখন এগিয়ে যায় ২-০ ব্যবধানে। প্রথমার্ধের পর এই ম্যাচে সিটির ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দলটির অন্ধ ভক্তরাও হয়তো আর দেখেননি। ম্যাচের ফলে তো বটেই, শারীরিক ও মানসিকভাবেও রিয়ালের কাছে তখন আত্মসমর্পণ করে বসেছে সিটি। ম্যাচের পরের অর্ধটুকু তাই ছিল নিছকই আনুষ্ঠানিকতার, যেখানে শেষ পর্যন্ত রিয়ালের কাছে সিটির হার ৩-১ গোলে। দুই লেগ মিলিয়ে যা ৬-৩। এমন হতশ্রী পারফরম্যান্সে চ্যাম্পিয়নস লিগ থেকে বিদায়ের ফলে সিটির বাজে মরসুমটা আরও হতাশায় ডুবে গেল। অন্যদিকে এই জয়ে প্লে-অফ দেয়াল টপকে পরের পর্বে পৌঁছে গেল বর্তমান চ্যাম্পিয়ন রিয়াল। পিছিয়ে থেকে খেলতে নামা সিটিকে আজ লড়াইয়ে ফিরিয়ে আনতে পারত একটি গোল। ম্যাচের ৫ মিনিটের মাথায় সেই গোল এসেছে বটে কিন্তু গোলটি সিটি পায়নি, পেয়েছে রিয়াল। নিজেদের অর্ধ থেকে রাউল আসেনসিও বল বাড়ান কিলিয়ান এমবাপের উদ্দেশে। লেগে থাকা দুই ডিফেন্ডারকে ছিটকে এমবাপে বল তুলে দেন সিটি গোলরক্ষক

এদেরসনের মাথার ওপর দিয়ে। এই গোল রিয়ালকে দুই লেগ মিলিয়ে ২ গোলের লিড এনে দেয়। সিটির বিপদ আরও বাড়ে চোটে পড়ে একটু পর জন স্টোনস মাঠ ছেড়ে গেলে। দুই গোলে পিছিয়ে পড়া সিটিকে এ সময় একরকম পেয়ে বসে রিয়াল। একের পর এক আক্রমণে সিটির নাভিশ্বাস তুলে ছাড়ে রিয়াল আক্রমণভাগ। এমনকি ম্যাচের প্রথম ২৫ মিনিটের মধ্যে লক্ষ্যে কোনো শটও নিতে পারেনি সিটি। সিটি কিছু করতে না পারলেও রিয়াল কোনো ছাড় দেয়নি। ৩৩ মিনিটে নিজের ও দলের দ্বিতীয় গোল করে সিটির বিদায় অনেকটাই নিশ্চিত করে দেন এমবাপে। রিয়ালের আক্রমণভাগের চার তারকার প্রত্যেকের স্পর্শ ছিল এই গোলে। তবে চূড়ান্ত স্পর্শটা ছিল এমবাপেরই। জোড়া গোল নিয়েই বিরতিতে যায় রিয়াল। বিরতির পরও ম্যাচে নাটকীয় পরিবর্তন আনতে পারেনি সিটি। এ সময়ও অতিথিদের ওপর ছড়ি ঘুরিয়েছে আয়োজকরা, যার ফল রিয়াল পায় ৬১ মিনিটে। নিজের হ্যাটট্রিক পূরণ করে সিটির যন্ত্রণা-বেদনা আরও বাড়িয়ে দেন এমবাপে। দুই লেগ মিলিয়ে ৬-২ গোলে রিয়াল এগিয়ে যাওয়ার পর বাকি আধা ঘণ্টা খেলার জন্যই শুধু খেলেছে দুই দল। শেষ দিকে নিকো গঞ্জালেস সিটির হয়ে একটি গোলও শোধ করেন। কিন্তু রিয়াল ততক্ষণে সিটির ধরাছোঁয়ার অনেক বাইরে। এদিন অন্য ম্যাচে জুভেন্তাসকে বিদায় করে দিয়েছে ডাচ ক্লাব পিএসভি। ঘরের মাঠে প্রথম লেগে ২-১ গোলের জয়ে জুভেন্তাসের শেষ ষোলো মনে হচ্ছিল হাতের মুঠোয়। কিন্তু আজ পাশার দান বদলে দিয়েছে পিএসভি। নিজেদের মাঠে অতিরিক্ত সময়ে যাওয়া ম্যাচে পিএসভি বাজিমাত করেছে ৩-১ গোলে। দুই লেগ মিলিয়ে পিএসভির জয় ৪-৩ গোলে। এর ফলে ইতালি থেকে এসি মিলানের পর জুভেন্তাসও বিদায় নিয়ে নিল। আরেকটি ম্যাচে পিএসজি ৭ গোল দেয় ব্রেস্তকে। ব্রেস্তের বিপক্ষে প্রথম লেগে ৩-০ গোলে জিতেই শেষ ষোলো একরকম নিশ্চিত করে রেখেছিল পিএসজি। তবে আজ যা করল, সেটা নিশ্চিতভাবে ব্রেস্তকে আরও অনেক দিন তাড়া করবে। এবার ঘরের মাঠে পিএসজি ব্রেস্তের জালে বড় বল জড়িয়েছে ৭ বার। দুই লেগ মিলিয়ে প্লে-অফে পিএসজির জয় ১০-০ গোলে। এই জয়ের পথে একটি রেকর্ডও গড়েছে পিএসজি। এই ম্যাচে পিএসজির ৭ গোল করেছেন ৭ জন আলাদা খেলোয়াড়, যা চ্যাম্পিয়নস লিগের মঞ্চে প্রথমবার ঘটল। এদিন স্পোর্তিং লিসবনের মাঠে বরুসিয়া ডর্টমুন্ড ও স্পোর্তিং লিসবনের ম্যাচ অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। স্পোর্তিং লিসবনের মাঠে প্রথম লেগে ৩-০ গোলে জিতে অনেকটাই নির্ভার ছিল বরুসিয়া ডর্টমুন্ড। আজ দ্বিতীয় লেগে ঘরের মাঠে একটি ড্রই কিংবা ন্যূনতম ২-০ গোলের হারই ছিল যথেষ্ট ছিল। ম্যাচটা অবশ্য ডর্টমুন্ড হারেনি, ড্র করেছে। গোলশূন্য ড্রয়ের পর দুই লেগ মিলিয়ে ৩-০ গোলের জয় পেয়েছে ডর্টমুন্ড, যা তাদের নিয়ে গেছে শেষ ষোলোয়।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com